অশোক চরিত।

শ্রীকৃষ্ণ বিহারী সেন

প্রণীত।

[তৃতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা।

৫৯।৩নং ভবানীচরণ দত্তের লেন হইতে

শ্রীকুমুদ বিহারী সেন

দ্বারা প্রকাশিত।

১৯১০।

মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা, ৩৭।১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বরিশাল প্রেসে",
আর, চাটার্জী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

অশোক-চরিত।

ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার।

নূতন ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে একজন রাজাধিরাজের সাহায্য আবশ্যক।

ঈশার জন্ম গ্রহণ করিবার ২৫৭ বৎসর পূর্ব্বে,—শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ২২২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় অবলম্বন করেন। তাঁহার মহত্ব এবং পরাক্রমের সীমা ছিল না। আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত রাজকুল তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মানচিত্র দেখিলেই তাঁহার রাজ্য-সীমার বৃহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পূর্ব্বদিকে বঙ্গ এবং কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, বিরাট, সমুদয় সিন্ধুতট ও তক্ষশিলা, এবং উত্তরে কাশ্মীর ও হিমাচল। আর্য্যাবর্ত্তের উপাধি তখন জম্বুদ্বীপ ছিল। তিনি ইহার চক্রবর্ত্তী রাজা অর্থাৎ সম্রাট্ ছিলেন। ইহার অন্তর্গত সমস্ত ভূমি

অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং কেবল তাহাই নহে। জম্বুদ্বীপের চতুঃসীমাস্থ এবং দূরস্থ যত প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অশোকের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। যে সকল জাতিরা তাঁহাকে সম্মান করিত তাহাদিগের কতকগুলির নাম পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত আছে এবং কতকগুলি নিতান্ত নূতন এবং অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। অশোক নিজে তাহাদিগের নাম লিখিয়া গিয়াছেন, যথা, চোল, পাণ্ড্য, যোন, কাম্বোজ, নভক, নভপন্তি, ভোজ, পিতেনিক, অন্ধ্র এবং পুলিন্দ। দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব এবং কলিযুগে বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন এবং আকবর;—অশোক এই সকল প্রতাপান্বিত মহীপালদিগের সমকক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর সম্রাট অধিক দেখা যায় না। এ দেশ সচরাচর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকে। মধ্যে মধ্যে এক-জন পরম তেজস্বী রাজপুরুষ আসিয়া সেই সকল রাজ্য অধিকার করেন ও তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারতে এই সকল

সম্রাটের ইতিহাস প্রায় একটি একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব কিম্বা রাজবিপ্লবের সহিত গ্রথিত। যখন দেশ পাপে কিম্বা দুরাচারে মগ্ন হয়, যখন কোন একটি নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হয়, কিম্বা যখন দেশকে অজ্ঞান রাশি হইতে বিমুক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই এক একজন চক্রবর্ত্তী রাজা আসিয়া ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করিয়া চলিয়া যান। দ্বাপরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সহায়তায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল। অশোকও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহায় হইয়া একটি প্রকৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন একটি নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রথমেই একটি সুস্থাপিত, সুশাসিত, সুবিস্তৃত রাজ্যের প্রয়োজন হয়। যদি দেশ নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকে, তাহা হইলে এক রাজার দেশে যাহা হইতেছে তাহা অন্য রাজার দেশে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না; রাজা রাজার প্রতি হিংসা করে এবং প্রজায় প্রজায়

চিরশত্রুতা ও বিবাদ চলিতে থাকে। নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের সময় সমস্ত বিঘ্ন বাধা চূর্ণ করিতে হয়। এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাইবার পথ পরিষ্কার রাখা চাই। এক নিয়মপ্রণালী রাজ্যময় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। একই ভাষা সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকা চাই। তাহা একজন রাজার অধীনে থাকিলেই হইতে পারে, অনেক রাজা থাকিলে হয় না। এই জন্য বিধাতা বিশেষ বিশেষ কালে আমাদিগের দেশে নূতন বিধান প্রচার করিবার সময় যেমন একটি একটি ভক্ত মহাপুরুষ আনিয়া দেন, তেমনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন চক্রবর্ত্তী রাজাও অভিষিক্ত করিয়া পাঠান। এক ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য এক সম্রাটের পার্থিব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম একটি নূতন বিধান, দেশের পাপভার মোচন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা প্রচার করিবার জন্য শাক্য গৌতম স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অশোক এই সুবিশাল জম্বুদ্বীপে রাজাধিরাজ হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন।

নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার পক্ষে যাহা যাহা সুবিধা তাহা সকলই অশোকের রাজত্ব-কালে ছিল। প্রথমতঃ, অশোকের প্রভাবে জাতীয় শত্রুতা প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তক্ষশিলার লোকেরা স্বভাবতঃ উদ্ধত এবং রণপ্রিয় ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কোন নিরীহ নির্দ্দোষ প্রচারক উপস্থিত হইলে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। কিন্তু অশোকের ক্ষমতার কাছে সকলেই হীনপ্রভ। সুতরাং প্রচারকার্য্য সহজেই হইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া আসে নাই। ইহা পৃথিবীর ধর্ম্ম। জাতিনির্বিশেষে ইহা সকল লোককেই মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। সেই জন্য জম্বুদ্বীপের বাহিরেও এ ধর্ম্মের প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। অশোকের প্রবল প্রতাপবলে বিদেশীয় রাজারা তাঁহার সঙ্গে সন্ধিতে বদ্ধ ছিল। গ্রীস, মিসর, সিরিয়া, সিংহল এ সকল দেশের লোকেরা আগ্রহের সহিত অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কথা শুনিত। তৃতীয়তঃ, দেশময় ভাষার ঐক্য ছিল। পণ্ডিতেরা গ্রন্থাদিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু

অশোকের সাম্রাজ্যে নূতন ধর্ম্ম প্রচারের সকল সুবিধাই ছিল।

সর্ব্বসাধারণে পালি * ভাষা ব্যবহার করিত। বুদ্ধ দেবের নিকট একদিন কতকগুলি পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন যে আপনার ধর্ম্ম এত উচ্চ যে তাহা প্রচার করিবার জন্য অতি উচ্চতম ভাষার আবশ্যক। ইতর ভাষায় প্রচারিত হইলে ধর্ম্মও ইতর হইয়া যাইবে। সেই জন্য ঐ ধর্ম্ম সংস্কৃতে প্রচারিত হওয়া উচিত। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার ধর্ম্ম দীনহীন ইতর পাপীদিগের মুক্তির জন্য। এ শ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত কি বুঝিবে? সেই জন্য তিনি একটি নিয়ম করিয়া দিলেন যে তাঁহার ধর্ম্ম কেহ কখন যেন সংস্কৃতে প্রচার না করে, দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হইবে। অশোকের রাজ্যে একমাত্র পালি ভাষাই ব্যবহৃত হইত এবং তাহা লিখিবার জন্য দুই প্রকার অক্ষরমালা প্রচলিত ছিল। সে অক্ষরের ক খ প্রভৃতির নাম এক ছিল, কিন্তু আকার ভিন্ন ছিল। ভাষা এক, অক্ষরের নাম এক, কিন্তু আকার ভিন্ন। এই

* বৌদ্ধ পিটকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে উহাকে পালি কহে। আর অশোকের অনুশাসনে যে নিদর্শন পাওয়া যায় উহার নাম মাগধী। পালি ও মাগধীতে বিশেষ প্রভেদ আছে।

জন্যই নবধর্ম্ম প্রচার করিবার পক্ষে সকল সুবিধাই অশোকের সময়ে বর্ত্তমান ছিল। বাস্তবিক সেই সময়ে অশোকের মত একজন সম্রাটের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করা আবশ্যক হইয়াছিল।

ধর্ম্ম প্রচারের উপায়।

প্রচার কার্য্য।

কিরূপে এই নবধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে? অশোকের মনে এই প্রশ্ন প্রথমেই উত্থিত হইল। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে শীঘ্রই তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের একতা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। নানা মুনির নানা মত হইলে লোকদিগের মুক্তির পথে ব্যাঘাত হইবে। একজন বলিবেন, আমি ধর্ম্ম এইরূপ করিয়া বুঝি। আর একজন বলিবেন, না, এইরূপ অর্থই হইতে পারে। এ প্রকার মতভেদ হইলে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পক্ষে মহা ব্যাঘাত আসিয়া পড়ে। এই জন্য অশোক পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহাসভা আহ্বান করেন। সেই সভায় বৌদ্ধধর্ম্ম কি এবং তাহার মূল মন্ত্র কি কি তাহা সূক্ষ্মভাবে স্থিরীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যখন ধর্ম্ম স্থির হইল তখন তাহা প্রচার করিবার জন্য লোকের আবশ্যক। ভারতে

প্রচারক দিয়া ধর্ম্ম প্রচার কখন হয় নাই। বুদ্ধ এই পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরে ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সেই রীতি অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অশোকের প্রচারকেরা ভারত ছাড়িয়া নানা দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে গ্রীস, এপিরাস, সিরিয়া এবং মিসর; উত্তরে তাতার এবং কাবুল; এবং দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ—এই সকল স্থানে নব ধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। মিসরদেশে আলেকজাণ্ড্রিয়া তখন ইয়ুরোপ এবং এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী, প্রকাণ্ড সন্ধিস্থল ছিল। একদিক হইতে গ্রীকদিগের সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান, ও অপরদিক হইতে ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্র প্রবাহিত হয়। এইরূপ পূর্ব্ব পশ্চিমের ভাব একাধারে মিশ্রিত হইয়া একটি নূতন দর্শন শাস্ত্র রচিত হইল। সেই শাস্ত্রে প্লেটোর বিচিত্র ভাব সকল পতঞ্জলি কৃত যোগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। সেই শাস্ত্রে অবশেষে ঈশাই-ধর্ম্মের সত্য আসিয়া সম্মিলিত হয়। এই তিন স্রোত এক হইয়া প্রথম তিন শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পরিণত

হয়। ঈশাই-ধর্ম্ম প্রণালী দেখিয়া অনেকে অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন যে রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে এমন নিয়মাবলি আছে যাহার অনেক অংশের সহিত ভারতের ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা বলেন যে ঈশা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিধান শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। একটি একটি বিধান একটি একটি নূতন ভাব লইয়া পৃথিবীতে আসে এবং সেই ভাবটি একটি বিশেষ সমাজ কিম্বা বিশেষ সময়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য গঠিত হইয়া থাকে। ঈশার ধর্ম্ম ইহুদিদিগের সমাজ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহা কেবল ইহুদিদিগের পরিত্রাণের জন্য আসে নাই। সেই সময়ে গ্রীসে এবং রোমে যে সকল ভয়ানক পাপ এবং পাপপ্রবর্ত্তক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাদিগকেও উৎপাটন করা ইহার কার্য্য ছিল। তখন যে সকল ভয়ানক পাপ পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তাহা শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়! ইহা সত্য যে সেই সময়ে

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

যদি ঠিক ঈশা নামক একজন মহাপুরুষ না আসিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীকে নিজ পাপভারেই রসাতলে যাইতে হইত। ঈশাকে যে লোকে পরিত্রাতা বলে তাহার অনেক কারণ আছে। বাস্তবিক তিনি পরিত্রাতা ছিলেন। তাঁহার জন্য তখনকার পাপ সকল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সময় হইতেই পৃথিবী নূতন ভাবে নূতন বলে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যদি বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলেই এই প্রতীতি হয় যে শাক্যসিংহ প্রধানতঃ এদেশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত অন্য দেশের লোকেরাও অবলম্বন করিয়াছিলেন, সত্য। কিন্তু যে সকল অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার ধর্ম্ম এখানে আগমন করে, সেই সকল অভাব এ দেশেই বর্ত্তমান ছিল। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ, বাহ্যিক ধর্ম্ম, এবং ঘোর কপটতা হইতে ভারতকে নিস্তার করিবার জন্যই তিনি "প্রকৃত ধর্ম্ম মনের ভিতর" এই সত্যটি প্রচার করিতে আসেন। তাঁহার মতে বাহিরের ধর্ম্ম কিছুই নহে। ঈশ্বরকে না জানিয়া ঈশ্বরের বিষয় নির্ণয় করা পাগলের কথা। কেহই অন্তরে পবিত্র না

হইলে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। প্রকৃত ধর্ম্মের মূল নির্ব্বাণ—কামনা অগ্নিকে একেবারে নির্ব্বাণ করা। এধর্ম্মে ঈশ্বরবাদ অধিক নাই। ইহা কেবল বিশুদ্ধ নীতিমূলক। ইহাতে এবং খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবমূলক, দুইটি দুই রকম অভাব মোচনার্থ প্রেরিত। সুতরাং কেহ কাহারও হইতে অপহরণ করে নাই। দুইটিই বিধান, দুইটিই সত্য, দুইটিই নূতন, দুইটিই স্বতন্ত্র।

কিন্তু যদিও এই দুই ধর্ম্ম পৃথক এবং ইহাদিগের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি নিয়মাদি বিষয়ে স্পষ্ট দেখা যায় যে ইউরোপ ভারত হইতে কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে যাজকের সম্মুখে পাপ স্বীকার পদ্ধতি প্রচলিত।

ভারতের নিকট ইউরোপের শিক্ষা।

তথায় মোন্যাষ্টারী এবং নানারি অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের জন্য বিহার এবং আশ্রম আছে। সেই সকল ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সেখানে একজন প্রধান ধর্ম্মপুরুষ (পোপ) আছেন। উপাসনার সময় ধূপ ধূনা

প্রজ্জ্বলিত হয়। ঘণ্টা বাজে। মুনিরা মরুভূমিতে এবং পর্ব্বত গুহায় বাস করেন। উপবাস প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপত্যাগ সম্বন্ধে প্রধান সহায় বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ নানাবিধ নিয়ম প্রণালী এত স্পষ্টতঃ ভারতজাত যে তাহাদিগকে কোন মতে ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয় না। জম্বুদ্বীপ হইতে সেই সকল শিক্ষা সেখানে গিয়াছে ইহাই বোধ হয়। অশোক যে সকল প্রচারক ইউরোপে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মাবলি সেখানে প্রচার করেন, ইহার প্রমাণ অশোকের কথা হইতেই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রীক এবং রোম্যান লেখকদিগের লিখিত পুস্তক সকলে ভারতের বিষয় এমন সকল কথা পাওয়া যায়, যাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে পূর্ব্বকালে এদেশে এবং ওদেশে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপুলিয়াসনামক একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভারতের সুখ্যাতি করিতে করিতে বলিতেছেনঃ—"ভারতকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করি। তাহার কারণ ইহা নহে যে সে দেশে হস্তীরদন্ত রাশি রাশি

রোমান লেখক আপুলিয়াস কি লেখেন।

পাওয়া যায়, কিম্বা সেখানে মরিচের প্রচুর ফসল হয়, কিম্বা সেখানে দারুচিনির ব্যবসা হয়, কিম্বা সেখানকার লৌহ অতিশয় স্থায়ী এবং কঠিন, কিম্বা সেখানে রৌপ্যের খনি আছে এবং সেখানকার নদী সকল স্বর্ণে পূর্ণ। ইহাও কারণ নহে যে সেখানকার প্রাকৃতিক পদার্থ সকল অতি আশ্চর্য্য। প্রকৃতি ত আশ্চর্য্যই, কিন্তু সেখানকার মনুষ্য আরও আশ্চর্য্য। কৃষি, ব্যবসা এবং যুদ্ধ শাস্ত্রে অনেকেই নিপুণ। এতদ্ব্যতীত সেখানে ঋষি নামক এক শ্রেণীর লোক আছে। তাহারা ভূমি কর্ষণ করে না, দ্রাক্ষারস হইতে সুরা প্রস্তুত করে না, অশ্ব কিম্বা বৃষ প্রভৃতি পশুকে বশীভূত করে না। তাহারা গুরু শিষ্যে কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা করে। আলস্য এবং জড়তাকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করে। আহারের সময় উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা ভোজনের স্থানে উপস্থিত হয়। ভোজন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গুরু শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সূর্য্যোদয় হইতে এখন পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিয়াছ বর্ণনা কর। একজন বলিল, দুইজন লোক বিবাদ করিতেছিল। তাহারা আমাকে মধ্যস্থ মানিল। আমি তাহাদিগের পরস্পরের

ঘৃণা কমাইয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগের সন্দিগ্ধভাব দূর করিয়া হৃদয়কে মিত্রতার সুমিষ্ট ভাবে পূর্ণ করিয়াছি। আর একজন বলিল, আমি পিতামাতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। আর একজন বলিল, আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। সকলেই যাহা যাহা করিয়াছে গুরুর সম্মুখে বলিল। যে অলস হইয়া কিছুই করে নাই সে সেদিনকার আহার পাইল না। শূন্য উদরে তাহাকে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে হইল। আপুলিয়াস ১১৪ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আথেন্স নগরে একজন সন্ন্যাসীর প্রাণত্যাগ।

মহারাষ্ট্র দেশে পাণ্ড্য নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি রোমের সম্রাট অগাষ্টাস সিজারের নিকট কতকগুলি রাজদূত প্রেরণকরেন। তাহাদিগের সঙ্গে একজন সন্ন্যাসীও প্রেরিত হইয়াছিলেন। অগাষ্টাস তখন আথেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়াই জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া চিতাধিরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অগাষ্টাস সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই দেখিয়াছিলেন এবং গ্রীকেরা এরূপ অপূর্ব্ব

ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। যেখানে ব্রাহ্মণের ভস্ম পড়িয়াছিল, সেইখানে তাহারা একটি সমাধি স্থাপন করিয়া দেয়। সেই সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি বচন লিখিত ছিলঃ—"বরগোজা হইতে যে শর্ম্মণাচার্য্য আসিয়াছিলেন তাঁহার ভস্ম এই স্থানে নিহিত আছে। তাঁহার দেশের আচার অনুসারে তিনি অমৃতের (নির্ব্বাণের) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।" খ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট পল একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে "আমি আমার শরীরকে ভস্মসাৎ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমার প্রেম না থাকে, তাহা হইলে শরীরদাহতে কোন উপকারনাই।" কেহ কেহ বলেন যে সেণ্ট পল যখন এই ছত্রটি রচনা করিতেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি বর-গোজার শর্ম্মণাচার্য্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন। অগাষ্টাস সিজার পৃথিবীপতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এত বড় ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে সেণ্ট পল যখন আথেন্স নগরে উপাস্থিত হন, তখন তিনি সেই সমাধি দেখিয়াছিলেন এবং সেই সময় সহজেই তাঁহার মনে প্রেমহীন আত্ম-

বিসর্জ্জনের কথা আসিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ঈশা প্রেমে, অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া প্রাণ দান করিয়াছিলেন, আর এই শর্ম্মণাচার্য্য সংসারে বিরাগী হইয়া, স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। সেণ্ট পলের মনে নিশ্চয়ই এইরূপ একটি ভাব আসিয়াছিল। এই স্থলে বলা উচিত যে বরগোজাকে এখন বেরোচ বলে। ইহা বম্বে প্রদেশের একটি সহর।

আলেকজাণ্ডারের ভারত হইতে প্রত্যাগমন।

ইতিহাসে লিখিত আছে যে আলেকজাণ্ডারের ভারত হইতে প্রত্যাগমন কালে কল্যাণ পণ্ডিত তাহার সহযাত্রী হন। তিনি পথি মধ্যে জীবনে বিরাগী হইয়া সম্রাটের সম্মুখে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ফিলিপপুত্র আলেকজাণ্ডারের হিত ঋষি ও সন্ন্যাসীদিগের যে সকল বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্লুটার্কের গ্রন্থে সুললিত ভাষায় বিবৃত আছে।

এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপবাসীদিগের যে অনেক স্থলে অনেক বিষয় লইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইত এবং লেখালেখি চলিত তাহার প্রচুর প্রমাণ

পাওয়া যায়, এবং আমাদিগের যোগ শাস্ত্র যে ঈশাইধর্ম্মের উপর একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নিয়মাবলী অনেকাংশে বৌদ্ধ এবং ভারতের আর্য্য ধর্ম্মের নিকটে ঋণী।

ধর্ম্মমাত্রা নিয়োগ।

তৃতীয়তঃ, প্রজাদিগকে ধর্ম্মের পথে রাখিবার জন্য অশোক ধর্ম্মমাত্রা নামদিয়া কতকগুলি নীতির উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর আচার, ব্যবহার, রীতি এবং নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং দুরাচার দেখিলেই মহারাজাকে তদ্বিষয়ে অবগত করাইত। কেবল ভারতে নহে। যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, নরাস্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি অপরান্ত প্রদেশে যে সকল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বাস করিত, তাহাদিগেরও রীতি নীতি দেখিবার ভার ইহাদিগের উপর ছিল।

চতুর্থতঃ, সে সময় মুদ্রাঙ্কন ছিল না। পুস্তক কিম্বা গেজেট দ্বারা এখনকার রাজপুরুষেরা যেমন প্রজাদিগের জ্ঞাপনার্থ নিয়মাদি প্রকাশ করেন, তখন

সেরূপ ছিল না। অথচ নব ধর্ম্মের মত এবং মহারাজের তদ্বিষয়ক অনুজ্ঞা প্রজাদিগকে অবগত করান অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তর ফলক।

অশোক একটি আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল আজ্ঞা ও নিয়ম সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত, তাহা সুন্দর ও পরিষ্কার অক্ষরে এই সমুদয় স্তম্ভে ও ফলকে ক্ষোদিত করা হইত। অশোক যে আপনার মস্তিষ্ক হইতে এই প্রণালীটি উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের স্থির করিবার কোন উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শিলাস্তম্ভ সকল ইহার অগ্রে ইরানে প্রচলিত ছিল। ডেরাইয়াস পারস্য দেশের "ক্ষায়থিয় ক্ষায়থিয়ানাম" অর্থাৎ রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁহার লিখিত একটি ইতিহাস বিহিস্থান নামক স্থানে পর্ব্বতোপরি ক্ষোদিত আছে। তবে ডেরাইয়াস নিজ মহিমা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। অশোক এই সকল স্তম্ভে কেবল ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন

করিয়াছিলেন। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে এই প্রভেদ! এই সকল ক্ষোদিত অক্ষর ২১০০ বৎসর ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অথচ এতদিন কেহ তাহাদিগের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ঈশা জন্মাইবার ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার প্রথম আজ্ঞা খ্রীষ্টাব্দের ২৫১ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষোদিত হয়। সুতরাং এই সকল ফলকের বয়ঃক্রম আজ ২১৪৩ বৎসর হইল। অশোকের রাজ্য অল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সকলে বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি গেলেন, তাঁহার রাজত্ব গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষাও গেল। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত চলিত ভাষা ছিল না। পালি ভাষায় প্রজাবর্গ কথা কহিত *। এখনকার চলিত ভাষা সকল এই পালির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইহাতে এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃতের বিভক্তি সকল ছিল। তবে উচ্চারণের অপভ্রংশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বানানের বিকৃতিও হইয়াছিল। সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অক্ষরমালা লোকে উচ্চারণ করিতে

---

* কেহ কেহ বলেন "পালি" ভাষা কেবল বৌদ্ধগ্রন্থেই ব্যবহৃত হইত। কথোপকথনে উহা ব্যবহৃত হইত না।

পারিত না। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, অবস্থা ভেদে লোকদিগের তালু এবং জিহ্বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। আমরা যে অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারি সাহেবেরা তাহা পারে না। আমরা ত বলিতে পারি, ইংরাজেরা তাহা ট বলিয়া থাকে। আবার মনুষ্যদিগের রসনা স্বভাবতঃ অলস। একটি কথা সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে চাহেনা। যেখানে কথাটি "প্রিয়দর্শী" সেখানে লোকে "পিয়দশী" বলে, রেফ ও র ফলাটি একেবারে ছাড়িয়া দেয়। যাহা হউক বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গে অশোকের ভাষাও লোকের স্মরণপথ হইতে বিলুপ্ত হইল। অশোকের স্তম্ভ ও ফলক সকল যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই স্থানেই রহিয়া গেল। কিন্তু লোকেরা ইহা কি, কে করিয়াছিল কিম্বা ইহার তাৎপর্য্য কি একেবারে ভুলিয়া গেল। উপধর্ম্ম এবং কুসংস্কার আসিয়া এ সকলকে দৈবকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। দেবতারা নিজে আসিয়া এই সকল অক্ষর লিখিয়াছেন, তাহা মানুষে কিরূপে অর্থ করিতে পারিবে? এই প্রকারে এই সকল শিলা এবং প্রস্তর কাল-ক্রমে বৃক্ষ লতা ও শৈবাল দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।

কোন কোনটিকে লোকেরা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। স্থানে স্থানে অক্ষর সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকলই যে অসার এই তাহার প্রমাণ। অশোক রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁহার মহিমা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি পর্ব্বতোপরি নিজ ইতিহাস ক্ষোদন করিয়া যান। কিন্তু কাল অতি নির্দ্দয়, কালের মহিমা রাজাধিরাজের অপেক্ষা অধিক। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে লোক জম্বুদ্বীপে বাস করিত, সে যদি এখন আবার আসিয়া এই দেশকে দেখে, কত পরিবর্ত্তন তাহার নয়ন গোচর হইবে। জম্বুদ্বীপ এই নামের

তখনকার ভারত এবং এখনকার ভারত।

পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। তাহার পর আবার পারসীকেরা আসিয়া এদেশের নাম হিন্দ্ এবং লোকদিগের নাম হিন্দু রাখিল। সিন্ধুকূলে বাস করিত বলিয়া লোকদিগের নাম হিন্দু হইল এবং সিন্ধু, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাসা এবং সরস্বতী এই সপ্ত নদী দ্বারা পঞ্জাব-অভিষিক্ত ছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে হপ্ত হিন্দু (সপ্ত সিন্ধু) বলিয়া ডাকিত। পারসীক ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর। কিন্তু যেখানে সংস্কৃতে স সেখানে

পারসীকে হ হয়। পরে গ্রীকেরা আসিয়া একেবারে নামের অপভ্রংশ করিয়া দিল। তাহারা সিন্ধু উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া তাহার নাম ইনডাস দিল, এবং সেই কারণেই ভারতের নাম ইণ্ডিয়া হইল। গঙ্গা গ্যাঞ্জেস নাম প্রাপ্ত হইল। প্রাচ্য (পূর্ব্বদিকস্থ দেশ) সকলকে তাহারা প্রাসি বলিয়া ডাকিত। এইরূপে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে লোক জন্মিয়াছিল, সে যদি আবার জন্মগ্রহণ করিয়া এখানে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে দেশের নাম আর সে নাম নাই এবং দেশের লোকদিগকে আর সে নামে ডাকা হয় না। আর সে জাতি সমুদয়ও নাই। ব্রাহ্মণেরা আর সে ব্রাহ্মণ জাতি নাই। ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বৈশ্যজাতি লোপ পাইয়াছে। এখন দেশ কেবল ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের দ্বারা পরিপূর্ণ। শূদ্রদিগের মধ্যেও নূতন নূতন জাতি আসিয়া পড়িয়াছে। সে ভাষাও আর নাই। এখন যদি সেই লোকটি আসিয়া আমাদিগের সঙ্গে অশোকের ভাষায় কথা কহে, আমরা তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করি। ভাষা, রীতি, নীতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালের ধর্ম্মই এই!

পালি ভাষার প্রকাশ।

প্রিণসেপ সাহেব পালি ভাষার লিপি আবিষ্কার করেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট অশোকের নামের বড়ই আদর। তাহার একটি কারণ এই যে অশোক কর্ত্তৃক ক্ষোদিত স্তম্ভ এবং ফলক হইতে ভারতের ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর কাল এই সকল ফলক স্থানে স্থানে পড়িয়াছিল। ইংরাজেরা ঐ সকল লেখা দেখিয়াও তাহার মর্ম্ম ঠিক করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রিণসেপ নামক একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত এই সকল লেখার নকল লইয়া তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইতে লাগিলেন। মহাপুরুষেরা একটি সামান্য মাত্র সঙ্কেত পাইয়াও অতি আশ্চর্য্যজনক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। প্রিণসেপ সাহেব সেই লেখা গুলি একত্র করিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে অনেকগুলি মন্দির সমূহে ক্ষোদিত ছিল। সুতরাং সেগুলি দান পত্র হইবে এবং যাঁহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম, প্রতিষ্ঠার তারিখ, কোন্ রাজার সময় সেই সকল দান দেওয়া

হইয়াছিল এই সকল বিবরণ তাহাতে লিখিত থাকিবে এই অনুমান করিলেন। এই ভাবিয়া তিনি "দান" এই কথাটি তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে সকল লেখার শেষ কথা এক প্রকারের। সুতরাং এই প্রতীয়মান হইল যে এ কথাটি দা—ন হইবে। নাগরী, দেবনাগরী প্রভৃতি অক্ষর মালার সহিত তুলনা করিয়া স্পষ্ট তাহা দা—নই বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি অক্ষরের পর আর একটি অক্ষর বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে সমুদয় ভাষাও স্থিরীকৃত হইল। একটা যেন নূতন জগত আবিষ্কৃত হইয়া গেল। কোথা হইতে অন্ধকার মধ্যে একটা নূতন সূর্য্য যেন ঝক ঝক করিয়া উদিত হইল। ভাষা ঠিক করিতে অধিক কষ্ট হইল না। কেননা সিংহল দ্বীপে এখনও পালিভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। তাহার সঙ্গে অশোকের ভাষার কতকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতের সমুদয় বিভক্তি ইহাতে স্পষ্টভাবে কিম্বা অস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ক্ষোদিত ভাষার তাৎপর্য্য বুঝিতে অধিক দিন লাগিল না। ভারতে ভাষায় ভাষায় অনেক ঐক্য

আছে। যে বাঙ্গালা জানে তাহার পক্ষে হিন্দির গূঢ় তত্ত্ব অধিক দিন অপ্রকাশিত থাকে না। 'তুলনার পদ্ধতি' অবলম্বন করিলে যে সকল শাস্ত্র এখন বুঝিতে কষ্ট হয় তাহা একেবারে সহজ হইয়া যায়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করাতে যে সকল তত্ত্ব জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

পালিভাষা এবং এখনকার চলিত ভাষা।

যে ভাষা প্রকাশিত হইল তাহা এখনকার কোন চলিত ভাষার সহিত মিলেনা। সিংহল দেশে যে পালিতে বৌদ্ধ শাস্ত্র লিখিত আছে ইহা তাহা নহে। বরং সংস্কৃতের সঙ্গে ইহার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় যে সেই সময়ে মগধ রাজ্যে ইহা চলিত ভাষা ছিল। তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই পালি রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইসকল ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে ভাষা শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব অনেকটা অবগত হওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেখিলে এ কথা সপ্রমাণ হইবে।

স্তম্ভ এবং ফলকের অনেক স্থানে একটি বিশেষ নাম দৃষ্টিগোচর হয়। সকল গুলিতে লেখা আছে "দেবানাম্ পিয় পিয়দশী।" এখন "দেবানাম্ পিয় পিয়দশী" কে? প্রথমে দেখিলেই "দেবানাম্" শব্দের অর্থ "দেবতাদিগের" ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, "পিয়" কথাটি "প্রিয়" এবং "পিয়দশী" "প্রিয়দর্শী।" কথা গুলি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে তখন ভারতের সকল অংশে এক কথা সমান রূপে উচ্চারিত হইত না। কোন কোন প্রদেশে "র" এই অক্ষর উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা একেবারে ছিল না। মগধ দেশের লোকেরা ইহার পরিবর্ত্তে "ল" ব্যবহার করিত। সেই জন্য অনেক গুলি ফলকে 'রাজ' না হইয়া 'লাজ' লিখিত আছে 'অন্তরম' পরিবর্ত্তে 'অন্তলম', 'চরণ' পরিবর্ত্তে 'চলণ' এবং 'দশরথ' পরিবর্ত্তে 'দশলথ' ইহাও দেখা যায়। "র" অক্ষর উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা মগধের লোক-দিগের ছিলনা। উত্তর এবং মধ্য ভারতে, এবং কলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে "র" উচ্চারিত হইত। আবার দেখা যায় যে পঞ্জাব প্রদেশে (্র) রফলা এবং (র্) রেফ ব্যবহৃত হইত, এবং সাহাবাজগর্হি নামক স্থানে যে ফলক

বর্ত্তমান আছে তাহাতে "প্রিয় "ও" দর্শী" এ দুটি কথাই স্পষ্ট লেখা আছে। কিন্তু সুরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি স্থানে 'পিয়' এবং 'দশী' এইরূপ লেখা দৃষ্ট হয়। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন হইল যে প্রিয়দর্শী বলিয়া তখন একজন রাজা ছিলেন।

প্রিয়দর্শী রাজা কে?

এখন প্রিয়দর্শী কে? এ নামের কোন রাজা ইতিহাসে বর্ণিত নাই। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চপাণ্ডব হইতে ভারতের সমুদয় রাজবংশের নাম ক্রমান্বয়ে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে প্রিয়দর্শী নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রিয়দর্শী রাজা কে ইহা ঠিক করিতে গিয়া ভারতের ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইল। এদেশের পুরাতন ইতিহাসের কোন ঘটনারই তারিখ পাওয়া যায় না। মহাভারত কোন্ সময়ে রচিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্র সকল কখন কোন্ অবস্থাতে কে লিখিয়াছিলেন, কালিদাসের কবিতা গুলি কোন্ কালে কোন্ রাজার সময়ে লোকদিগকে মোহিত করিয়াছিল, বিক্রমাদিত্যের সংবৎ কি এবং তাঁহার

নবরত্নই বা কখন রাজসভাকে শোভিত করিয়াছিল, এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রশ্নের উত্তর যে শীঘ্র পাওয়া যাইবে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু একটী সম্রাটের সময় নিরূপিত হইলে অন্যান্য দেশের ইতিহাস তাহার সহিত তুলনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। "প্রিয়দর্শী" এ রাজা কে ইহা জানিয়া আমরা ভারতের প্রায় দুই তিন শত বর্ষের ইতিহাস কথঞ্চিৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি। আমাদিগের দেশের ইতিহাস এতদূর তমির রাশিতে আচ্ছন্ন যে তাহা বিবেচনা করিলে এ উপকারটী বড় সামান্য বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতদিগের কৃপায় আমরা স্বদেশের বিষয়ে একটু অধিক পরিমাণে অহঙ্কারী হইতে পারিয়াছি। এতদিন অনেকটা "গোঁজা মিলন" দিতে হইত। এখন নিশ্চয়ই মন বলিতে পারে যে এই সকল বিদ্যা ভারতের—এই সকল শাস্ত্র ভারত হইতে দেশান্তরে গিয়া অন্য জাতীয় লোকদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছে।

গ্রীস দেশ হইতে একজন রাজদূত এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মেগাসথেনিস। তিনি সেলিউকস্ নৃপতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া ছিলেন। পাটলিপুত্র

মেগাসথেনিস।

নগরে তিনি অনেক দিন বাস করেন এবং যে রাজার সমীপে তিনি প্রেরিত হন তাঁহাকে গ্রীকেরা সান্দ্রক-পটাস বলিয়া ডাকিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ এই সান্দ্রকপটাসকে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া চিনিতে পারি-লেন। ইহা একটি প্রকাণ্ড আবিষ্ক্রিয়া। বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষসে ঐ রাজার নাম উল্লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত শ্লোক সমূহ পাঠশালার অনেক ছাত্রেরা মুখস্থ বলিতে পারে। মেগাসথেনিস যে উৎকৃষ্ট বিবরণ রাখিয়া যান তাহা হইতে আমরা মগধ এবং পাটলিপুত্রের বিষয় অনেকটা অবগত হইয়াছি। চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে আসিয়া যুদ্ধ করেন তখন তিনি পুরু রাজার সৈন্যভুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশলে মগধরাজ্য অধিকার করেন। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্ব ৩১৫ হইতে ২৯১ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং তাঁহার পুত্র অশোক। যে সকল প্রস্তরফলকের

চন্দ্রগুপ্ত।

কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে প্রিয়দর্শীর সিংহাসনা-রোহণের তারিখ লেখা আছে। তাহা এই অশোক রাজার তারিখের সহিত মিলিয়া যায়। অধিকন্তু সিংহল দেশে "দ্বীপবংস" বলিয়াএক পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহাতে "প্রিয়দর্শী" যে অশোক তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সকল শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তরফলকের রচয়িতা যে অশোক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অশোক যে মগধ দেশের রাজা ছিলেন এবং তিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা তাঁহার কথা হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। একটী ফলকে তিনি লিখিয়াছেন—"সবত বিজিতংসি দেবনামপিয়সা পিয়দশিস লাজিনে যেচ অন্তা মথ চোণ্ডা, পাণ্ডিয়া, সাতিয়পুতো, কেটলপুতো, তম্বপন্নি আন্তিয়োগে নাম যোন লাজানে চ অলম্নে তস আন্তিয়োগস সামন্তা লাজানে সবতা দেবানামপিয়সা পিয়দশিসা লাজিনে দুবে চিকিসাক্চা কতা মনুস চিকিসা চ পশু চিকিসা চ ওসধানি……।" পাঠকেরা ভাষাটা কি ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া ফলকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

অশোকের অন্যতর নাম প্রিয়দর্শী।

প্রিনসেপ সাহেব ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—“দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর বিজিত বিভাগের প্রত্যেক স্থানে এবং চোডা, পাণ্ডিয়, সত্যপুর, কেতল পুত্র, তম্বপানি পর্য্যন্ত, যে যে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বাস করে, এবং গ্রীকরাজ আন্তিওকাসের রাজ্যে (যথায় তাঁহার সেনাপতিরা শাসন করেন), যেখানে সেখানে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে—মনুষ্যের জন্য চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্য চিকিৎসা। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যদিগের উপযোগী এবং পশুদিগের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার ঔষধও বিতরিত হয়।” অন্য এক স্থানে নিম্ন লিখিত অনুজ্ঞাটি প্রচারিত হইয়াছে ঃ—“আন্তিয়োক নাম যোন রাজ পরঞ্চ তেন আন্তিয়োকেন চতুর ।।।। রজনি তুরময়ে নাম আন্তিকিন নাম মক নাম আলিকসন্দরে নাম নিচ চোডা পাণ্ড অবং তম্বপানিয় হেবম্‌ মেবম্‌ হেবম্‌ মেবম্‌ রাজা…” ইহার অর্থ এই—“গ্রীক রাজ আন্তিয়োক ভিন্ন অন্য চারি জন রাজা, যথা, তুরময়, আন্তিকিনি, মক এবং আলিকসন্দর, ইহাঁদিগের রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মানুজ্ঞা সকল লোকদিগকে ধর্ম্ম-

ভুক্ত করিতেছে।” যে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করা গেল ইহাতে পাঁচ জন রাজার নামের উল্লেখ আছে। ইহাঁরা অশোকের বন্ধু ছিলেন এবং ইহাঁদিগের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে। সেই সেই দেশের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণও করিয়া ছিল। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ম্যাসিডন নৃপতি আলেকজান্দার দি গ্রেট যখন পঞ্জাব জয় করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার বৃহৎ রাজ্য তাঁহার সেনাপতিরা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পুত্রেরাই অশোকের সহযোগী ছিলেন।

আন্তিয়োকাস্।

আন্তিয়োক নামে যে রাজা উল্লিখিত হইয়াছেন তিনি সিরিয়া দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম আন্তিয়োকস থিয়স ছিল। তিনি প্রথম আন্তিয়োকাসের পুত্র। তিনি খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ২৬৩ বৎসর হইতে ২৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তুরমেয়।

তুরমেয় মিসরদেশের বিখ্যাত টলেমি ফিল্যাডেলফস নামে রাজা ছিলেন—ইনি প্রথম টলেমির পুত্র।

তিনি খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ২৮৫ বৎসর হইতে ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

আন্তিকিনি।

আণ্টিকিনি ম্যাসিডোনিয়া দেশের আণ্টিগোনাস গোনাটাস নামক প্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। ইনি খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ২৭৬ বৎসর হইতে ২৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। মক সাইরিন নামক দেশের নৃপতি, তাঁহাকে গ্রীকের মেগাস বলিয়া ডাকিত।

আলিকসন্দার।

আলিক-সন্দার এপিরাস দেশের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথম আলেকজান্দারের পুত্র এবং তাঁহার রাজত্ব কাল খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ২৭২ বৎসর হইতে ২৫৪ বৎসর পর্য্যন্ত। অতএব প্রমাণ হইল যে অশোক এই সকল রাজাদিগের সময়ে জীবিত ছিলেন। এইরূপ গণনা করিয়া এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে অশোকের রাজ্যাভিষেক খ্রীঃ অব্দের ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে হয় এবং তিনি খ্রীঃ অব্দের ২২২ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন।

হিন্দুদিগের কাল বোধ নাই কেন।

হিন্দুদিগের কাল বোধ নাই। তাহারা অনন্তকাল লইয়াই ব্যস্ত। ব্রহ্মই সার, আর সংসার কেবল মায়ার স্থান। জীবন ও মরণ কেবল কর্ম্মফল—

আসিবে, যাইবে, ইহাদিগের কোন মূল্য নাই, ইহাদিগের কথা মনে রাখা ও বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ কি কখন কোন স্বপ্নকে মনে করিয়া রাখিতে চায়? কিম্বা গম্ভীরভাবে পুস্তক লিপি বদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে? তেমনি জানিবে এই জীবনটি একটি প্রকাণ্ড নিদ্রা এবং ইহার ঘটনা সকল কেবল স্বপ্ন মাত্র। যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেখি যে স্বপ্ন কোন কার্য্যেরই নয় এবং তাহা তখনই ভুলিয়া যাই, তদ্রূপ মুক্তি লাভ করিয়া যখন জাগিয়া উঠি তখন জীবনের ঘটনা গুলি স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয় আর সে সকল একে-বারে ভুলিয়া যাইতে হয়। এই কারণে হিন্দু লেখকেরা কখন কোন কার্য্যে একটি তারিখ বা সময় রাখিয়া যান নাই। এমন প্রকাণ্ড গ্রন্থ মহাভারত, যাহার তুল্য অশেষ শ্লোক-পূর্ণ মহাগ্রন্থ কোন স্থানে বা কোন জাতিতে রচিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, সেই মহাভারত কে লিখিল বা কোন্ সময়ে লিখিত হইল ইহা একটি বর্ণেও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা অনুমান করিয়া যতটা স্থির করিয়া লইতে পারি তাহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা আর অধিক আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এবিষয়ে বৌদ্ধেরা

বৌদ্ধদিগের ইতিহাস ছিল।

হিন্দুদিগের মত ছিল না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ ইহাতে দেবতাদিগের আধিপত্য ছিলনা মানুষ আপনার চেষ্টাতে বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিত। এক জন্মে না পারিলেও, অনেক জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে পারিলে অবশেষে নির্ব্বাণমুক্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কর্ম্মের উপর মুক্তি নির্ভর করিত। সুতরাং যে যাহা করিত তাহা একপ্রকার তাহার জীবনে যুক্ত হইয়া থাকিত। আমি আজ এই পুণ্য কার্য্যটি করিয়াছি, আজ ভিক্ষুদিগের জন্য এত অর্থ দান করিয়াছি, এই সকল ঘটনা বৌদ্ধেরা পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়া রাখিত। সেই জন্য বৌদ্ধদিগের ইতিহাসও ছিল। তাহারা প্রত্যেক ঘটনার তারিখ রাখিত এবং সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিত। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানেরা আসিয়া বৌদ্ধ-দিগের রচিত অনেক গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কাশী, বিহার, নলন্দ প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধদিগের যে সকল অতিশয় মূল্যবান পুস্তকালয় ছিল, সে সকল আক্রোশ করিয়া তাহারা একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে

সে সকল রচিত গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ আছে তাহার একাংশ নেপালে পাওয়া গিয়াছে এবং অপ-রাংশ সিংহল দ্বীপে আজও পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন তাহার পরিবর্ত্তে শৈবধর্ম্ম আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। যেখানে বৌদ্ধেরা রাজা ছিল সেখানে হিন্দুরা প্রবল হইয়া তাহাদের রাজত্ব ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। বঙ্গদেশ বিহারাধিপতি পালবংশীয়দিগের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে যে আদিশূর বঙ্গদেশ হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া দেন এবং তিনি শৈব ছিলেন বলিয়া যেখানে যেখানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল সেই সেই স্থানে একটি করিয়া শিবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে নানা স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু দিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধ রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহা-দিগের হস্ত হইতে রাজ্য সকল কাড়িয়া লইল এবং বৌদ্ধেরা ভয়ে পলায়ন করিয়া নেপাল দেশে আশ্রয় গ্রহণ-করিল। তাহারা কতকগুলি পুস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। সেই পুস্তক গুলি সংস্কৃতে রচিত, এখনও তাহা নেপালে সুরক্ষিত আছে। এদিকে

অশোকের সময় তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র সিংহল দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। তিনিও অনেক পুস্তক সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত সেখানকার বৌদ্ধেরাও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিল। সে সকল পালি ভাষাতে লিখিত। এখনও সে সকলই বর্ত্তমান আছে।

এই সকল পুস্তক দেখিয়া এবং অশোক নির্ম্মিত শিলা স্তম্ভ এবং প্রস্তর ফলক দেখিয়া আমরা বৌদ্ধদিগের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস কিয়দংশ স্থির করিতে পারিয়াছি। পাঠকেরা যদি এই সকল পাঠ করিয়া স্বাধীনভাবে নূতন নূতন ব্যাপার সকল আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদিগের যে অপবাদ আছে যে তাহারা ইতিহাস বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সে অপবাদ আর এক দিনের জন্যও থাকিবে না।

ভাষার ইতিহাস।

অশোকের নাম প্রকাশিত হইবার পর আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্ত সকলও অবগত হইলাম। প্রথমতঃ, ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, আমরা দেখিতে পাই যে এখনকার চলিত অক্ষর এবং কথা সকল দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্যবহারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তখনকার ভাষা এবং এখনকার ভাষা।

সংস্কৃতে শ, ষ, স, এই তিনটির স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল। এখনও হিন্দী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষাতে তাহা প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন কোন জাতির পক্ষে ষ উচ্চারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। সুতরাং তাহারা এ অক্ষর একেবারে উচ্চারণ করে না। পশ্চিম প্রদেশে অনেকে "ভাষা" না বলিয়া "ভাখা" বলে। বঙ্গদেশে এ তিনটি এক উচ্চারণে পরিণত হইয়াছে। কেবল লিখিবার সময় তালব্য, মূর্দ্ধণ্য এবং দন্ত্য বলিয়া আমরা তাহাদিগের প্রভেদ করি। কিন্তু এ প্রভেদ নিতান্ত অর্থহীন এবং অসঙ্গত। অশোকের রচনা সকল দেখিলে বুঝিতে পারিব যে তাঁহার সময় হইতেই এই তিন অক্ষরের দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। খালসী

নামক স্থানে যে শিলাস্তম্ভ আছে তাহাতে "পাষণ্ড" কথাটী "পাশণ্ড" এইরূপ লিখিত আছে। এই দেখিয়া এক জন ইংরাজী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে তখনকার কালে ষত্ব অনুরূপ অক্ষর ভারতে ছিল না। এইরূপ যুক্তি আনিলেই চক্ষুস্থির! বাঙ্গালিরা তিনটি "শ" কে একই প্রকার উচ্চারণ করে বলিয়া কোন পণ্ডিত কি বলিতে পারেন যে বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ, ষ, স, এই তিনের অস্তিত্ব নাই? এরূপ যুক্তি দর্শাইয়া অনেকে বৃথা উপহাসাস্পদ হইয়া পড়েন। যাহাহউক তখনকার লোকেরা যে অক্ষর যেরূপ উচ্চারণ করিত তাহা সেইরূপেই লিখিত। পঞ্জাবে তিনেরই উচ্চারণ ছিল। সুতরাং তিনটিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। সাবাজগার্হি নামক স্থানে যে অনুজ্ঞা লিখিত আছে তাহাতে "সুষুশা" এই কথাটি লেখা আছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাহা "সুষুসা" এই রূপে লিখিত দেখা যায়। তখন হইতে দন্ত্য এবং মূর্দ্ধণ্য "নকারেরও" দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। এক স্থানে "ব্রাহ্মন" এই কথা লিখিত আছে। "মনুষ্য" কথাটি সংস্কৃত। কিন্তু অশোকের সময়ে ইহাকে নানা আকারে দেখা যায়। এক স্থানে "মানুসো"

ঢৌলি নামক স্থানে "মুনিসে", পালি ভাষাতে "মানুসো" এবং প্রাকৃত ভাষাতে "মানুস" রূপে প্রচলিত ছিল। এখনকার "মানুষ" তখন হইতে প্রচলনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ এখনকার যত কথা সংস্কৃতের অপভ্রংশ বলিয়া প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে অনেক গুলিকে অশোকের সময়ে যে পালি ভাষা চলিত ছিল তাহার মধ্যে চিনিতে পারা যায়। আবার অনেকগুলি কথা তখন প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন সে গুলি একেবারে লোপ পাইয়াছে। যথা, জম্বুদ্বীপ এই কথা রূপনাথ পর্ব্বতের উপর লিখিত আছে; জম্বুদ্বীপে আমরা বাস করি ইহা এখন বলিলে লোকে আমাদিগকে উপহাস করিবে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নামে যে বৌদ্ধ বৈরাগী এবং বৈরাগিনী খ্যাত ছিল তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। "মার" অর্থাৎ সয়তান বা পাপ পুরুষ, "বুদ্ধিসত্তা" অর্থাৎ বুদ্ধ, এ সকল কথা আর কোথাও পাওয়া যায় না। কে বলিতে পারে, বেহার এই কথাটির ব্যুৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে? "বেহার" এই শব্দের অর্থ, যে দেশে বিহার আছে। "বিহার" ইহার অর্থ যাহাকে

বেহার শব্দের ব্যুৎপত্তি।

ইংরাজীতে মোন্যাষ্টারী বা ন্যানারি বলে, অর্থাৎ যে স্থানে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা বাস করিত। অশোকের সময় বেহারময় বিহার ছিল এই জন্য ইহার নাম বেহার হইয়াছে। সেই সকল বিহার এখন প্রায় দেখা যায় না। কাশীর সারনাথে এক খণ্ড ভূমি খননকালে একটি বিহার প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলমানেরা তাহাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলে। যখন খনন করিয়া বাহির করা হয় তখন তাহার মধ্যে অগণ্য অস্থি, লৌহ, পিত্তল, কয়লা প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে একীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। স্থানে স্থানে রুটি কিম্বা চাপাটি প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে। কাষ্ঠ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠিক যেন বোধ হয় ভিক্ষুরা ভোজন করিবার আয়োজন করিতেছিল কিম্বা ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এমন সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি বিহার মুসলমানেরা মসজিদ করিয়া লইয়াছে। যোয়ানপুর নামক স্থানে অটলা মসজিদ দেখিলেই তাহাকে এ দেশীয় অট্টালিকা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য স্থানে বিহার গুলি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল বেহার

কথাটি আছে। তাহার অর্থও সকলে অবগত নহে।

আর একটি নূতন কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। এদেশ অঙ্কশাস্ত্রের মূল স্থান। নামতা এই শাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ। সেই নামতা এই দেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অন্যান্য দেশে প্রত্যেক সংখ্যার একটি একটি বিশেষ সঙ্কেত ছিল। যথা রোমদেশে M ইহার অর্থ এক সহস্র, D ইহার অর্থ পাঁচ শত, C ইহার অর্থ একশত ছিল। CCC দ্বারা তিন শত পরিচিত হইত। পুরাকালে সকল দেশে প্রথম দশ সংখ্যা অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। যথা, এক অঙ্গুলীর নির্দ্দেশে এক, চারি অঙ্গুলীতে চারি বুঝাইত। পাঁচ বলিতে হইলে V এই সঙ্কেত চলিত। দশ বলিতে হইলে দুইটি হস্ত বিপরীত দিকে রাখিলেই হইত। তাহার আকার X, এই রূপে প্রতি সংখ্যার একটি একটি নাম এবং একটি একটি আকার মনে করিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু সামান্য লোক দিগের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব হইত। পরে এদেশের পণ্ডিতেরা আশ্চর্য্য বুদ্ধি খাটাইয়া এক নূতন সাঙ্কেতিক শাস্ত্র

সংখ্যা নির্ণয়।

বাহির করিলেন। সেই শাস্ত্র এ দেশ হইতে আরবেরা লইয়া যায় এবং তাহা তাহারা ইউরোপময় প্রচার করে। ইংরাজী নোটেসান আমাদিগেরই আদিম আর্য্য নামতা পদ্ধতি। সে শাস্ত্রের সঙ্কেত এই। এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা স্বতন্ত্র আকারে। তাহার পর সমুদয় সংখ্যা দশ মূলক। একের পর একটি শূন্য যোগ করিলেই দশ হয়। ইহার পর কোটি পর্য্যন্ত সংখ্যা সেই দশের পিঠে এক একটি শূন্য বাড়াইয়া দিলেই হয়। দশের পর এক, ১০+১, অর্থাৎ একাদশ, ১০+২ অর্থাৎ দ্বা+দশ ইত্যাদি। ২০—১ অর্থাৎ একোনবিংশতি। ২×১০ অর্থাৎ দ্বিং×দশতি। কালক্রমে দ্বি ইহার দ্ এবং দশতি ইহার দ লোপ পাইয়া যায় এবং অবশিষ্ট রহিল বিংশতি অর্থাৎ দুই দশ। মনুষ্য বুদ্ধির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। অনন্ত ভগবান ব্যতীত কে কোটি কোটি সংখ্যাকে অনুভব করিতে পারে? কিন্তু ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, এক সামান্য সঙ্কেত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া লয়। একের পর কয়েকটী শূন্য যোগ করিলেই ভগবান যাহা বুঝিতে পারেন মানুষে তাহা বুঝিতে পারি বলিয়া ভাণ করে। জম্বুদ্বীপের

লোকেরা এই আবিষ্ক্রিয়া করিয়া জগতকে মোহিত করিয়াছে। অথচ ইহা এত সহজ যে রাস্তার বালকেরা পর্য্যন্ত ইহা অক্লেশে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু কয় জন বলিতে পারে যে ইহারা দশ মূলক সংখ্যা এবং ইহা স্থির করিতে গিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিত সকলও এক সময় পরাস্ত হইয়াছিলেন ?

অশোকের সময়ে সংখ্যা বিষয়ে দুটি নূতন কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তখনকার সংখ্যা সকল সম্পূর্ণরূপে এখনকার আকার ধারণ করে নাই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন ধোপার নিকট কাপড় দিলে দেওয়ালে কতক গুলি দাঁড়ী কাটে, অশোকের সময় ঠিক সেইরূপ কতকটা ছিল। সাহা বাজগার্হি নামক স্থানে যে প্রস্তর ফলক আছে তাহাতে চতুর অর্থাৎ চারি।।।। এই রূপ লিখিত আছে। খালসী নামক স্থানে সেই সংখ্যা + এই সঙ্কেতে পরিচিত। অশোকের সময়ে চারি ইহার আকার + কিম্বা × ছিল। পাঠকেরা এই সঙ্কেত দুটি শীঘ্র শীঘ্র লিখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন কিরূপে কালক্রমে ইহারা এখনকার ৪ এর আকার ধারণ করিল। আর একটি কথা এই। অশোকের পূর্ব্বে

দ্বাদশ প্রভৃতি কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়ে বার, তের প্রভৃতি কথা বলা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সাহাবাজগাহি ফলকে "বারয়" এ কথাটি লেখা আছে। যেখানে ইহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা এই—"দেবানাম প্রিয়ে প্রিয়দশী রাণ্য অহতি বারয় বষ..."। "বষ" শব্দ বর্ষ এবং "বারয়" শব্দ দ্বাদশ। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে অশোকের সময়েই এখনকার চলিত ভাষার সূত্রপাত হয়। বুদ্ধদেব অশোকের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পালি কিম্বা মগধি ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তখনও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত সম্যক্‌রূপে প্রচলিত ছিল না। পালি ভাষা অশোকের ভাষা। ইহা পঞ্জাবী, উজ্জয়িনী এবং মগধি এই তিন প্রকার আকারে কথিত হইত। সেই সময়ে সংস্কৃতের বিভক্তি সকল বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহারও অপভ্রংশ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ইহা ব্যতীত এখনকার কথা সকলও ভূমি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পালি "বারয়" বাঙ্গালা "বার", হিন্দুস্থানী "বারহ", ইহারা সকলেই সংস্কৃত দ্বাদশের রূপান্তর। কথাটা দ্বাদশ কিম্বা দ্বাদশ। ক্রমে

দ্বাদশ শব্দের রূপান্তর।

"দ্" লোপ পাইল। "দ্বা" বলিতে লোকের কষ্ট হইত। স্ত্রীলোকেরা এবং সামান্য লোকেরা স্বভাবতঃ "বাদশ" বলিত। "শ"র পরিবর্ত্তে "হ" হয় ইহা আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি। যথা "সিন্ধু" হইতে এখনকার "হিন্দু" হইয়াছে। "হিন্দু" কথা সংস্কৃত নহে এবং ইহা কোন সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না। সুতরাং "বাদশ" এ কথাটি "বাদহ" হইল। অধিকন্তু অনেক জাতির মধ্যে "দ" "র" হইয়া যায়। সুতরাং "বাদহ" "বারহ" রূপ ধারণ করিল। এইরূপে "ত্রয়োদশ" হইতে "তের", "চতুর্দ্দশ" হইতে "চৌদ্দ" প্রভৃতি সংখ্যা সংস্কৃত হইতে আবির্ভূত হইল। এই আবির্ভাবের বয়স অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের অধিক। ইহা অশোকের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব হইতেও হইতে পারে। ভাষা এক দিনে হয় না। কোন রাজা অনুমতি করিলেও হয় না। সভাতে কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া একমত হইলেও ইহার সৃষ্টি চলে না। বৃক্ষের ন্যায় ইহার ইতিহাস। অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে ইহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, এবং হ্রাস। বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার বীজ বহুকাল পূর্ব্বে প্রকৃতি বপন করিয়া গিয়াছেন। দুই সহস্র

বৎসর পরে তাহা ফল প্রসব করিতেছে। এখনও ইহাদিগের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই। সুসভ্য ভাষা হইতে এখনও কত শত বৎসর লাগিবে কে বলিতে পারে ?

দেশের অবস্থা।

শাক্য গৌতম খ্রীঃ অব্দের ৫৫৮ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাঁহার ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ছয় বৎসর কঠোর সাধনের পর তিনি বুদ্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ৪৫ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি কুশিনগর নামক স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করেন। খ্রীঃ অব্দের ৪৭৮ বৎসরপূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ২০০ বৎসর কাল অল্প অল্প উন্নতি করিতে ছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের সংখ্যা কত ছিল তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে সেই দুই শত বৎসরের ভিতর বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ এবং বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাদিগের ১৮টি সম্প্রদায় হইয়া ছিল। তাহার অধিকাংশই বোধ হয় সেই সময়ে আরম্ভ হয়। দুইটি মহা সভাও ইতিমধ্যেই হইয়াছিল। একটি মহাসভায় বুদ্ধের প্রধান শিষ্য

মহাকাশ্যপ সভাপতি ছিলেন, এবং আর একটি মহা-সভা বৈশালীদেশীয় ভিক্ষুদিগের অযথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য আহূত হয়; ইহাতে বুঝা যায় যে বিনা সাহায্যে আপনার বলে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য দিক হইতে সহানুভূতি না আসিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কি সহস্র বৎসর কিম্বা তদধিক কাল এদেশে রাজত্ব করিতে পারিত? তখন ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং নব নব ভাব চারিদিক হইতে আসিয়া এদেশে প্রবেশ করিতেছিল।

প্রথমতঃ, দেখিতে পাই যে তৎকালে দেশীয় আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়াছে। নন্দ এদেশের প্রথম শূদ্র রাজা ছিলেন। তাঁহার পর মৌর্য্য বংশের সকল রাজাই শূদ্র ছিল। বাস্তবিক যে প্রবাদ আছে যে পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল তাহার মূলে সত্য আছে। ভারতে যখন প্রথম শূদ্র রাজা হয় তখন কি এরূপ পরাক্রান্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজারা ছিলেন না যাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সেই দুরাচারী

তদানীন্তন দেশীয় আচার ব্যবহার।

শূদ্রের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন? সত্য কথা এই যে ভারতবর্ষে অনেক বার অনেক বিদেশী ম্লেচ্ছ আসিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল। পরে যখন সেই ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে হীনপ্রভ হয়, তখনই শূদ্রেরা অহঙ্কার করিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছিল। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে যে দিন এদেশে প্রথম শূদ্র রাজা হয়, সেই দিন হইতেই পুরাতন ধর্ম্ম পরাস্ত হইয়া গেল ও নূতন বিধির সৃষ্টি হইল।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের লোপ।

এরূপ চিহ্ন সকল দেখা দিয়াছিল যাহাতে মনে হয় যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইতেছে। দর্শন-শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়া একদিকে লোকদিগকে ন্যায় শাস্ত্রের নিয়ম দ্বারা নূতন মত বিচার করিতে শিখাইল, অপরদিকে সাংখ্য নিরীশ্বর তত্ত্ব প্রচার করিল। পতঞ্জলি-কৃত যোগশাস্ত্র অনেক প্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপার যোগ দ্বারা সম্ভবপর তাহা দেখাইল। একটা নূতন সময় আসিতেছে বেশ বোধ হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই সকল শক্তি সমূহের অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই সময়কার একটা প্রকাণ্ড ভাব এই যে লোক-নির্ব্বিশেষে সকল জাতিরই ধর্ম্মে সমান অধিকার

আছে। ইহা বলিলেও সব হইল না। পরন্তু যেমন ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মে অধিকার আছে, তেমনি চণ্ডালদিগেরও আছে।

এই ভাবটি যখন বুদ্ধের আবির্ভাবে বলবান্ হইয়া উঠিল তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যে লোপ পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বুদ্ধের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে আর একটি নূতন বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেট নামক প্রসিদ্ধ মেসিডোনিয়ার ভূপতি খ্রীঃ অব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ আক্রমণ করেন। তিনি শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণের ফল অনেক কাল স্থায়ী এবং অনেক দূর ব্যাপী হইয়াছিল। সেই ভূপতি যখন পুরু রাজার সহিত যুদ্ধ করেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। পরে তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে পাটলিপুত্র নগরে রাজার প্রাণবধ করিয়া নিজে সেই দেশের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন। আলেকজাণ্ডার এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন

নাই। কিন্তু কথিত আছে যে তিনি যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে প্রায় তিন সহস্র শিল্পী এবং নাটকের অভিনেতা আসিয়াছিল। এই সকল যবন নিশ্চয়ই এদেশে গ্রীসের আশ্চর্য্যজনক নাটক সকল অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহাদিগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যও প্রদর্শন করিয়াছিল। অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে নাটক রচনা ছিল না। যবনেরা আসিয়া আমাদিগকে সেই শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকাস নাইকেটর সিরিয়া দেশের রাজা হন। তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া শুনিলেন যে আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলাতে যে যবন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে সে দেশীয়েরা হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা গ্রীক অধীনতা দূর করিয়া দিয়া নিজ স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছে। এই শুনিয়া

চন্দ্রগুপ্ত।

সেলিউকাস সৈন্য সামন্ত লইয়া এদেশকে পুনর্ব্বার গ্রীকদিগের অধীনে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সমকক্ষ আর একজন রাজা এদেশীয়দিগের নায়ক

হইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি তখন পাটলিপুত্রের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তাঁহাদিগের দুইজনে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু সিলিউকাস অবশেষে ভাবিলেন যে চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা করাই ভাল। এই বিবেচনায় তিনি একটি সন্ধি স্থাপন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকাসকে পাঁচশত হস্তী দান করিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তকে পঞ্জাব এবং কাবুল প্রদেশের অনেকানেক ভূমি দান করিলেন এবং এতদ্ব্যতীত সেলিউকাসের কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হইল। মেগাস্থেনিস্ নামক একজন রাজদূত সেলিউকাসের প্রতিনিধি হইয়া পাটলিপুত্রে বাস করিতে লাগিলেন। সেই মেগাস্থেনিসের লিখিত পুস্তক হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের বিবরণ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি।

নানাদিক হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে ক্ষত্রিয় রাজা না হইয়া একজন শূদ্র রাজা হওয়াই এক প্রকাণ্ড ঘটনা। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের পরাক্রম আসিয়া পুরাতন আচার ব্যবহার এবং বিশ্বাস

সমুদয়কে টলমল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার গ্রীকদিগের ভারত্বর্ষ আক্রমণ, তাহাও ধরিতে হইবে। নূতন ধর্ম্ম আসিয়া এদেশীয়দিগের জাতিভাব শিথিল করিয়া দিল। তাহার প্রমাণ দেখ চন্দ্রগুপ্ত যবনী স্ত্রীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজার দৃষ্টান্ত কি প্রজারা অনুসরণ করে নাই? যথন আবার বিবেচনা করি যে গ্রীকেরা এদেশে অনেক বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করে, তথন যে হিন্দু এবং যবন রক্ত একত্র হয় নাই ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

গ্রীক এবং হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা চলিত হয়।

যদি কেহ বলেন যে এই সকল পরিবর্ত্তন হইতে দেশে কুরীতি এবং কুনীতি আসিয়াছিল। তাহা বলিবার উপায় নাই। মেগাস্থেনিস্ যে পুস্তক লিখিয়া যান তাহাতে এদেশীয়দিগের অনেক প্রশংসা আছে। তিনি বলিয়াছেন যে গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেই তথন দাস ক্রয় বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এদেশে তাহা ছিলনা। এদেশের পুরুষেরা যেমন সাহসী, স্ত্রীলোকেরা তেমনি সতী ছিল।

মেগাস্থেনিস্ লিখিত পুস্তক।

মেগাস্‌থেনিস্‌ বলেন যে এদেশীয়েরা কখন মিথ্যা কথা বলিত না এবং লোকেরা এত সৎ ছিল যে বাটীর দ্বারে কুলুপ লাগাইতে হইত না। তাহারা কখন বিচারালয়ে গিয়া মকর্দ্দমা করিত না এবং স্ব স্ব রাজার অধীনে কুশলে বাস করিত। মেগাস্‌থেনিস্‌ কেবল একাকী নহেন, সেই সময়কার এবং তাহার পরে যে সকল গ্রীক এবং রোমান লেখকেরা ভারতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে এ দেশীয়দিগের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফল কথা, যে সময়ের ইতিহাস আমরা লিখিতেছি তাহা একটা পুনর্জীবনের সময়। সেই সময়ে ভারতবাসীরা অনেক কাল সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতের যত কিছু সৌভাগ্য অনেকটা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। অনেক কাল এক অবস্থাতে থাকিয়া লোকেরা দেশাচার এবং কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়। তখন আর তাহারা অ গ্র হইতে পারে না। সকল বিষয়েই তাহাদের অধঃপতন হইতে থাকে। কিন্তু যখন পুনর্জীবন আরম্ভ হয় তখন পুরাতন মেঘমালা নূতন সত্যের আলোকে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং বিদ্যার আলোচনার

সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই উন্নতি এবং সৌভাগ্যের উদয় হয়।

আমাদিগের দেশে গ্রীকেরা অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা প্রকৃত গ্রীক ছিল না। সেলিউকাস ভূপতি পঞ্জাবের সীমা পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তৃত করিয়া ছিলেন। ভারতের নিকটস্থ দেশকে ব্যাক-ট্রিয়া বলিত। তথাকার নরপতিরা গ্রীক জাতীয় ছিলেন। খ্রীঃঅব্দের কিছুকাল পূর্ব্বেই একজন পরাক্রান্ত রাজা পঞ্জাব দেশ জয় করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত রাজত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে গ্রীকেরা মিন্যাণ্ডার বলিয়া ডাকিত এবং এদেশীয়েরা তাঁহাকে মিলিন্দ উপাধি দেয়। ইহাঁর রাজধানীর নাম সাগল ছিল, এবং ইনি নিজে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরবাসী ছিলেন। মিলিন্দ একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তদ্‌ বিষয়ক একটি সুন্দর পুস্তক এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাতে ভূমি খনন করিতে করিতে কতক গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা স্পষ্ট গ্রীক শিল্পীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। যবন গ্রীস এবং হিন্দু ভারত এই দুই দেশের

মিলিন্দ ভূপতি।

মধ্যে যে অনেক বিষয়ে ভাবের বিনিময় হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি*। যখন ভাবি যে অসভ্য জাতিরা অধিকাংশ গ্রীকপুস্তক অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে এবং ভারতের পুস্তকরাশিরও অতি অল্পাংশই বর্ত্তমান আছে, তখন হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। যদি এই সকল রচনা বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে আমরা কি অশোকের জীবন নির্ণয় করিবার জন্য কতকগুলি শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তর ফলকের উপর নির্ভর করিতাম, না কল্পনাকে

*তাহার মধ্যে একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। এই দুই দেশের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে যে অনেক ভাবের বিনিময় হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা বরাহমিহির কর্ত্তৃক পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ, পাঁচটি সিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায়, যথা পৈতামহ সিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, সৌর সিদ্ধান্ত, পৌলিশ সিদ্ধান্ত এবং রোমক সিদ্ধান্ত। ইহার মধ্যে রোমক কথার অর্থ রোম দেশীয় ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। পৌলিশ একজন আলেকজাণ্ড্রিয়বাসী। তিনি ভারতে আসিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতের উপর যবন দিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র স্থাপনা করিয়া পুরাতনে নূতন মিশাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, রোমকপুর এবং যবনপুর এই দুইটি নগরের নামোল্লেখ আছে। তৃতীয়তঃ, উজ্জয়িনী এবং যবনপুরের প্রকৃত স্থান নির্ণীত আছে। তাহা হইতে যবনপুর যে আলেকজাণ্ড্রিয়া ইহাই প্রমাণ হইতেছে।

আশ্রয় করিয়া কতকগুলি উপকথাকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম ? হায় ! অশোক একস্থানে অহঙ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যত দিন গগনে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন তাঁহার ধর্ম্মও থাকিবে এবং তাঁহার নামও থাকিবে। চন্দ্র সূর্য্য এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু ভারতে তাঁহার ধর্ম্ম কোথায় এবং তাঁহার নামই বা কোথায় ?

মৌর্য্য বংশ।

মগধ দেশের রাজ-বংশাবলী।

বিষ্ণুপুরাণে মগধ দেশের সমুদয় রাজবংশের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই দেশের প্রসিদ্ধ রাজার নাম জরাসন্ধ। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু এবং দুর্য্যোধনের বন্ধু, ইহার পুত্রের নাম সহদেব। সহদেব কুরুক্ষেত্রে কুরুদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর আর ২১ জন রাজার নাম আছে। ইহা-দিগের পর প্রদ্যোত বংশের পাঁচজন রাজা হন। তাহার পর নিম্নলিখিত রাজাদিগের নাম পাওয়া যায়—শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্মন, ক্ষত্রৌজ, বিম্বি-সার, অজাতশত্রু, ধর্বক, উদয়াশ্ব, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দ। মহানন্দের পুত্র একজন শূদ্রার গর্ভজাত। তাঁহার নাম নন্দ এবং তিনি অতিশয় অর্থপিশাচ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে মহাপদ্ম বলিয়া ডাকিত। দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়া তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একচ্ছত্র হইয়াছিল। নন্দের সুমাল্য প্রভৃতি নামে আটজন পুত্র ছিল। ইহারা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলে

পর কৌটিল্য নন্দবংশকে বিনাশ করে। ইহাদিগের পর মৌর্য্যবংশ পৃথিবীর অধিপতি হয়। চন্দ্রগুপ্ত সেই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার; বিন্দু-সারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন।

অশোকের জন্ম বিবরণ।

এই অশোকের বাল্য ইতিহাস অতিশয় সুন্দর এবং মনোহর। ইহা কথিত আছে যে যখন বিন্দুসার পাটলি-পুত্রের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তখন চাম্পা নামক কোন গ্রামে এক জন ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেন। সেই ব্রাহ্মণের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা এই গণনা করিয়াছিলেন যে সেই কন্যার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মিবে; তাহার মধ্যে এক জন চক্রবর্ত্তী রাজা অর্থাৎ পৃথিবী-পতি হইবেন এবং আর একজন অতিশয় ধার্ম্মিক হইয়া মানবমণ্ডলীর সুখ সাধন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতমনে পাটলিপুত্র নগরে কন্যাকে লইয়া গেলেন। নগরে গিয়া বিন্দুসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি আমার এই কন্যাটিকে আপনার করিয়া লউন। এটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, সর্ব্ব-

প্রকারে আপনার উপযুক্ত।” বিন্দুসার কন্যাটিকে রাজবাটীতে রাখাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা ভাবিল যে এই কন্যাটি দেখিতেছি অতি সুন্দরী। যদি মহারাজ ইহার মায়ায় মুগ্ধ হন, তাহা হইলে আমাদিগের আর পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা থাকিবে না। অতএব কোন প্রকারে ইহাকে রাণী হইতে দেওয়া হইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা তাহাকে ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল। সে প্রতিদিন মহারাজের মস্তকের কেশ বিন্যাস করিয়া দিত, এবং ক্ষৌর কার্য্য করিত। প্রতিদিন এমনি সুন্দররূপে তাঁহার মস্তকে সে হাত বুলাইত যে মহারাজ ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন বিন্দুসার সন্তুষ্টচিত্তে সেই কন্যাকে বলিলেন, “তুমি আমাকে সুন্দররূপে সেবা করিয়া থাক, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব।” কন্যা বলিল, “মহারাজ, আমাকে আপনার রাজমহিষী করিয়া লউন।” বিন্দু-সার বলিলেন, “তাহা কেমন করিয়া হইবে? আমি হইলাম ক্ষত্রিয়, আর তুমি একজন শূদ্রকন্যা।” কন্যা বলিল, “আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার মহিষীরা আমাকে এইরূপ অসঙ্গত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।” বিন্দু-

সার এই কথা শুনিয়া তাঁহার রাণীদিগের উপর বিরক্ত হইলেন এবং সেই কন্যাকে প্রধান রাজমহিষী করিয়া দিলেন।

কালক্রমে সেই কন্যার গর্ভে ক্রমান্বয়ে দুইটি পুত্র জন্মিল। প্রথমটি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহার মাতার কোন কষ্ট হয় নাই বলিয়া তাহার নাম হইল অশোক, এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই কারণেই বিগত-শোক নাম প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু অশোকের প্রতি বিন্দুসার সন্তুষ্ট ছিলেন না। অশোক দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন, এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিলে বোধ হইত যেন তাঁহার অঙ্গময় কুষ্ঠরোগ হইয়াছে। এই কারণে বিন্দুসার তাঁহার সেই পুত্রের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেন না। একদিন মহারাজ তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষক পিঙ্গলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "একবার আমার পুত্রদিগের পরীক্ষা লইতে হইবে। আমার মৃত্যু হইলে তাহাদিগের মধ্যে কে সিংহাসনে বসিবে তাহা আমার জানা উচিত।" পিঙ্গল বলিলেন, "মহারাজ যাহা মনে করিয়াছেন তাহাই হইবে। অতএব শুভদিন স্থির করুন। আপনার

পুত্রদিগের পরীক্ষা।

স্বর্ণমণ্ডপে পুত্রগণ পরীক্ষিত হইবে।” নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজকুমারেরা স্বর্ণমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে অশোকের মাতা অশোককে ডাকিয়া বলিলেন, “বাছা, রাজকুমারেরা স্বর্ণমণ্ডপে গিয়াছেন। কে রাজা হইবেন আজ তাহা স্থির হইবে। তুমিও সেখানে যাও।” অশোক বলিলেন, “মা, আমি সেখানে কেমন করিয়া যাইব? মহারাজ আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি সেখানে গেলেই তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।” মা বলিলেন, “বাছা, তথাপি সেখানে যাওয়া উচিত।” অশোক মাতার অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হইলেন। বিন্দুসারের একটি বৃদ্ধ হস্তী ছিল। সেই হস্তীর উপর চড়িয়া অশোক স্বর্ণমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারেরা নানারূপ সুবর্ণ এবং রত্নখচিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অশোককে কেহ বসিতে না বলাতে তিনি ভূমির উপরেই বসিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা অতিশয় উপাদেয় মিষ্ট খাদ্য সকল খাইতে আরম্ভ করিলেন। অশোকের মাতা তাঁহার জন্য দধি চিড়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সেই গরিবের আহারই ভোজন করিলেন।

বিন্দুসার পিঙ্গলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক্ষণে পরীক্ষা আরম্ভ হউক। দেখি ইহার মধ্যে কে রাজা হইবার উপযুক্ত।" পিঙ্গল চারিদিকে তাকাইয়া মনে করিলেন, আমি ত দেখিতেছি ইহার মধ্যে অশোকই সমুদায় রাজচিহ্ন ধারণ করিতেছে। কিন্তু কিরূপে তাহা বলি। অশোকের কথা বলিতে গেলেই মহারাজা নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ লইবেন এবং আমারও প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। এই মনে করিয়া পিঙ্গল বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমি ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে বলিয়া দিতেছি, কে রাজা হইবেন।" বিন্দুসার বলিলেন, "তাহাই হউক।" পিঙ্গল বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান আছে, তিনিই রাজা হইবেন।" বিন্দুসার বলিলেন, "তার পর?" পিঙ্গল বলিলেন, "যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন।" "তারপর?" যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় পদার্থ আছে তিনিই রাজা হইবেন।"

প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান ইত্যাদি আছে, সুতরাং আমিই রাজা হইব। এদিকে অশোক ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে তিনিই রাজা হইবেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অশোক? পরীক্ষায় কিরূপ উত্তীর্ণ হইলে?" অশোক বলিলেন, "মা, ভিক্ষু পিঙ্গল ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা বলিলেন তাহা হইতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইতেছে যে আমিই রাজা হইব।" তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া তোমার এমন বোধ হইল?" অশোক বলিলেন, "দেখ মা, পিঙ্গল বলিলেন, যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান আছে, তিনিই রাজা হইবেন। আমি দেখিলাম যে অন্যেরা বহুমূল্য রথের উপর আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আমার পিতার অতি বৃদ্ধ হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং আমারই যান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রাজার পক্ষে হস্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যান আর কি আছে? তার পর তিনি বলিলেন, যাঁহার সকলকার অপেক্ষা ভাল আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন। অন্যেরা কতপ্রকার রত্নমণিখচিত সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, আর আমি মাটিতে বসিয়াছিলাম। স্বয়ং পৃথিবী আমার আসন হইয়াছিল। তাহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট আসন আর কি হইতে পারে? তার পর অন্যেরা স্বর্ণ পাত্রে আহার করিয়াছিলেন। আমার কেবল একমাত্র মৃন্ময়পাত্র ছিল। আর আমার খাদ্য ছিল পৃথিবীর নূতন ধান্য এবং গাভীর দুগ্ধ;—যাহা দেবতাদিগের আহার তাহাই। আমার পানীয় শুদ্ধ পরিষ্কার জল। সুতরাং আমার বিশ্বাস হইতেছে যে আমিই রাজা হইব। যেহেতু গজ আমার যান, পৃথিবী আমার আসন, মৃত্তিকা আমার ভোজন পাত্র, ধান্য এবং দুগ্ধ আমার খাদ্য এবং জল আমার পানীয়।”

অশোকের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অশোকও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক শেষে তাঁহারই কথা ঠিক হইল।

বৌদ্ধ অশোক।

অশোকের বিষয়ে যত পুস্তক লিখিত আছে, তৎসমুদয়েই তাঁহার সম্বন্ধে এই এক কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃতি একরূপ ছিল, পরে আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে তিনি অতিশয় উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী এবং নির্দ্দয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরে যে সকল গুণের দ্বারা লেখকেরা তাঁহাকে ভূষিত করেন, সে সকল গুণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে "দেবানাম্ প্রিয়" না বলিয়া থাকা যায়না। তাঁহার আকার সুন্দর ছিল না। তিনি দেখিতে অতিশয় কদাকার ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার বিকৃতি ছিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার পত্নীগণও তাঁহাকে ঘৃণা করিত। এসম্বন্ধে তাঁহার সহিত বুদ্ধদেবের স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ।

অশোক দেখিতে কদাকার ছিলেন।

বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এক সময় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি কখনই আর্য্যজাতির লোক হইতে পারেন না। কর্ণদ্বয় আলম্বিত, মস্তকের কেশ-

বুদ্ধের বিষয় নানাবিধ মত।

রাশি কুঞ্চিত এবং ওষ্ঠদ্বয় স্থূল দেখিয়া তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন যে তিনি একজন কাফ্রি হইবেন। কিন্তু যখন বৌদ্ধ পুস্তক সকল অনুবাদিত হইতে লাগিল তখন তাহাদিগের মধ্যে বুদ্ধদেবের ৩২টি প্রধান এবং ৮০ টী অপ্রধান শারীরিক লক্ষণ বর্ণিত আছে দেখা গেল। তাহা পড়িয়া বুদ্ধ যে কাফ্রি জাতীয় ইহা প্রতিপন্ন হইল না। সম্পূর্ণ আর্য্য লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে ভারতের লোক বলিয়াই স্থির করা হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সহজে ভারতের প্রশংসা করিতে চাহেন না। যদি একটা নূতন আবিষ্ক্রিয়া এখানে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে প্রথমতঃ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যদি তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন মতে খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে প্রতিপন্ন করা চাই। শাক্যের ভাগ্যে ইহা ভিন্ন আরও অন্য দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ভারতবাসী ত নহেন —কাফ্রি না হইয়া যান না। যে সকল ধীসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ইহা অক্লেশে বিশ্বাস করিতে পারিলেন তাঁহারা এ কথা ভাবিলেন না যে কাফ্রিদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই। তবে সে

জাতির মধ্য হইতে এক জন প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-সংস্থাপক কিরূপে উৎপন্ন হইবেন? ইহা ছাড়া কেহ কেহ বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অলীক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যদেব ছিলেন; কল্পনা সূত্রে কবিরা তাহাকে একজন মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। এরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। এখন বোধ হয় আর কোন বুদ্ধিমান লোক তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। শাক্য একজন ঐতিহাসিক পুরুষ—তিনি একটা নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বোধ হয় সকলেই এই কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পুস্তকের বর্ণনা পড়িয়া আমরা শাক্যের প্রতিমূর্ত্তি অক্লেশে কল্পনা করিয়া লইতে পারি। তিনি অতিশয় সুন্দর পুরুষ ছিলেন। ভক্ত বৌদ্ধেরা তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এইরূপ মত প্রচলিত ছিল যে, যিনি নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাঁহাকে সুন্দর হইতেই হইবে। কেননা তাঁহাকে লোকের মন আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া ভগবান তাঁহাকে সকল

প্রকার শারীরিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়া দেন। এ কথা বোধ হয় সত্য—অন্ততঃ যে সকল ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সত্য। আমাদিগের দেশে নানক, চৈতন্য, অন্যান্য দেশে ঈশা, মুষা, মহম্মদ, সকলেই অতিশয় সুন্দর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপকেরা সুন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অশোক ধর্ম্ম সংস্থাপক ছিলেন না। তিনি রাজা হইয়া ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ আবশ্যকতা ছিলনা বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক না কেন তিনি একজন কুৎসিত পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া সকলেই বলেন যে তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার পিতা বিন্দুসার তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তিনি নিজ বুদ্ধিবলে রাজা হন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি চারি বৎসর নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়া সকলকে বধ করিলেন। রাজা হইয়া উদ্ধত স্বভাব দেখাইয়া সকলকে ভয়ের দ্বারা বশীভূত করেন। লোকে বলে

অশোক অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন।

যে তিনি নিজ পত্নীদিগকেও রক্ষা করিতেন না। একদিন তাহারা স্বামীর কুৎসিত আকার লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া তিনি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার এতদূর অহঙ্কার হইয়াছিল যে তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

পাটলিপুত্রে নরক স্থাপন।

তিনি সর্ব্বদা বিপুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন বলিয়া একদিন মনে করিলেন যে আমি ত ইন্দ্র এবং এই পাটলিপুত্র আমার ইন্দ্রপুরী। আমার পুরস্কারে লোকে যেমন স্বর্গ পায় তেমনি আমার দণ্ডে তাহারা নরকগ্রস্ত হয়। স্বর্গ আমার বাসভবন, কিন্তু নরক ত নাই। এই জন্য তিনি মনে করিলেন যে আমার রাজ্যে একটি নরক থাকা চাই। যেমন মনে হইল তেমনি তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে এক জন বিকটাকার পুরুষকে রাখিয়া তাহাকে বলিলেন যে "ইহার মধ্যে যে একবার প্রবেশ করিবে তাহাকে তখনি বধ করিবি; সে আর বাহিরে আসিতে পারিবে না।" এইরূপে মহা হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। কত

লোকের যে প্রাণ গেল তাহার সংখ্যা নাই। একদিন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার মানসে উপস্থিত হইল। ভিক্ষা ত পাইল না, বরং সেই বিকটাকার পুরুষ তাহাকে বলিয়া উঠিল যে "তুই আর যাইতে পারিবি না।" ভিক্ষু চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া নরক রক্ষককে বলিল, "অন্ততঃ আমাকে চারি দিন সময় দাও। তাহার পর আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিব।" তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। চারিদিনের মধ্যে ভিক্ষু ঘোরতর সাধনা আরম্ভ করিল। মৃত্যুর করাল বদন ভাবিতে ভাবিতে তাহার জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। আর সে মৃত্যুকে ভয় করিল না। দিব্য পদার্থ পাইয়া সে স্থির চিত্তে মৃত্যুর স্থানে উপস্থিত হইল। নরক-রক্ষক তাহাকে মারিবার জন্য প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা বৃহৎ তাম্র নির্ম্মিত পাত্র আছে। তাহাতে তৈল তপ্ত হইতেছে। ভিক্ষু সেই তৈলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবে। বিকটাকার নরকরক্ষক বিকট হাস্য করিয়া ভিক্ষুকে বলপূর্ব্বক সেই তাম্র পাত্রের উপর বসাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভিক্ষু সমাধি অবস্থাতে নিমগ্ন ছিল। তাহাকে তাম্র পাত্রে বসাইতে পারিলনা। সে বিস্তৃত-

পক্ষ পক্ষীর ন্যায় অগ্নি হইতে অনেক উচ্চে উড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নরকরক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই সম্বাদ ত্বরায় অশোকের নিকট প্রেরণ করিল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল এবং তখনি সেই ভিক্ষুকে নিষ্কৃতি দিবার অনুমতি করিলেন। তাহার পর তিনি নিজে নরকধাম হইতে বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় সেই নরক-রক্ষক মহারাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "মহারাজ, এখান হইতে ত কাহারও বাহিরে যাইবার অনুমতি নাই।" অশোক মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি? আমাকে মারিবার ইচ্ছা? তবে তুই ত ভিতরে আসিয়াছিস? তোর আর বাহিরে যাওয়া হইবে না। কে ওখানে?" এই বলিয়া তিনি সেই নরক-রক্ষককে অগ্নির উপরিস্থ তৈল পূর্ণ তাম্র পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে অনুমতি দিলেন। মহারাজা বাহিরে আসিয়াই সেই অট্টালিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার আদেশ দিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইলেন ও তাহার মুখে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় সকলই শুনিলেন।

তাঁহার হৃদয়ে এক আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বুদ্ধকে বিশ্বাস করিলেন এবং তাহার পরই সেই নূতন ধর্ম্মের রক্ষক, প্রচারক এবং প্রতিপালক হইলেন।

এই গল্পটি একটি উপকথা মাত্র। কিন্তু ইহার শিক্ষা আছে। যে নৃপতি এত উদ্ধতস্বভাব তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মের অমায়িক ভাব দেখিয়া একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। ইহা যে সেই নবধর্ম্মের গৌরবের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধেরা বোধ হয় তাহাদিগের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই অশোককে এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে। যাহাহউক অশোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কি উপায়ে তাহা চারিদিকে বিস্তৃত হইবে ইহাই তাঁহার চিন্তা হইল।

আন্তিয়োকাস নৃপতি।

তাঁহার অভিষেকের চারি বৎসর পরে সেলিউকাস নাইকেটারের পৌত্র আন্তিয়োকাস নৃপতি তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সন্ধি হইতে ধর্ম্ম প্রচারের অনেকটা সুযোগ হইল। কিন্তু ধর্ম্ম

প্রচারের অগ্রে ধর্ম্মটা কি ইহা সূক্ষ্মভাবে স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের মহাসভা।

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর যাহাতে সেই ধর্ম্মের নানারূপে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-দিগের প্রতি তাঁহার অগাধ অনুগ্রহ ছিল। তিনি নানা প্রকারে তাহাদিগকে অর্থদান করিয়া সাহায্য করি-তেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহার অনুচর বর্গও সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা মহা ভীত হইল, কারণ দিন দিন তাহাদিগের উপার্জ্জন কমিয়া যাইতেছিল এবং অবশেষে জীবিকা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

ধর্ম্মের জয় ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা সম্পা-দন না করিয়া তাহারা সামান্য কৌশল অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মকে ঘৃণিত ও অবমা-নিত করিতে লাগিল। অন্য কোন প্রকার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা অনেকে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া বিহার সমূহে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগকে বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিল। যথা

সময়ে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের সহিত তাহারা নিত্য ভিক্ষা দ্রব্য পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের ব্যবহারে কোন প্রকার উচ্চভাব দেখাইতে পারিল না। বৌদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে তাহারা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের আচার সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কেহ কেহ অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত; কেহ বা সমস্ত দিবস সূর্য্যের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত। লোকে যদি প্রতিবাদ করিত, তাহা হইলে তাহারা বলিয়া উঠিত যে এ সকল ব্যবহার শাস্ত্র সম্মত এবং এরূপ আচরণ না করিলে ভিক্ষুব্রত রক্ষা করা যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই সকল কুৎসিত কার্য্য দেখিয়া অধোবদন হইয়া থাকিতেন। সমুদয় বিহারে ঘোর অন্যায়াচার এবং অরাজকতা চলিতে লাগিল। এমন কেহ ছিল না যাহার কথা শুনিয়া লোকে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে পারিত। এইরূপে সাত বৎসর চলিয়া গেল। মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য তখনকার ভিক্ষু সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। তিনি কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া স্বদেশে গিয়া নির্জ্জনতা অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সকল ব্যাপার অবশেষে মহারাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন কর্ম্মচারীকে ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শীঘ্র সমস্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই কর্ম্মচারী তরবারি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বলিল যে মহারাজা এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন এবং অতঃপর যদি কেহ সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন আমি তাহার শিরশ্ছেদন করিব। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া যথেচ্ছাচারী ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহই ভয় পাইল না। তাহাদিগের মধ্যে একজন এতদূর উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছিল যে কর্ম্মচারী ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তখনই তরবারি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। গোলযোগ আরও বাড়িল; মীমাংসা দূরের কথা, তখন তাহা হইল না।

প্রতিবিধান চেষ্টা। ব্যর্থ হইল।

মহারাজ এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া কর্ম্মচারীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং একজন দৈবচরিত্র ভিক্ষুর প্রাণ বধ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে

অশোক বিপদে পড়িলেন।

অতিশয় আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বুদ্ধসংঘের প্রধান প্রধান ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই প্রাণহানির জন্য তিনি দায়ী কি না। তাঁহাদিগের মধ্যেও মতভেদ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিলেন যে এ বিষয়ে মহারাজের কোন দোষ নাই, কেহ কেহ বলিলেন যে মহারাজের যথেষ্ট দোষ হইয়াছে এবং তাহার জন্য সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। অশোক ভয়ে এবং শোকে অস্থির হইয়া অবশেষে মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। মৌদ্‌গলীপুত্র ভিক্ষুদিগের আচার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এই জন্য তিনি আসিতে চাহিলেন না। বার বার বহুসংখ্যক দূত প্রেরণ করিলে পর তিনি পাটলিপুত্রে আসিতে সম্মত হইলেন। অশোক অনুচরবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে মৌদ্‌গলীপুত্রকে সঙ্গে লইয়া এক মনোরম উদ্যানে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন।

মৌদ্‌গলী পুত্র তিষ্য।

অবশেষে অশোক একটি সামান্য শিষ্যের ন্যায়

মৌদ্‌গলীপুত্রের চরণ বন্দনা করিয়া করযোড়ে তাঁহাকে সমুদয় ব্যাপার অবগত করাইলেন। অশোক অনুতপ্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য, এই প্রাণবধের জন্য আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে?" মৌদ্‌গলীপুত্র বলিলেন—"মহারাজ, যখন আপনি কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন, তখন কি কাহারও প্রাণ দণ্ড করিবার আজ্ঞা ছিল?" অশোক বলিলেন "না।" "তাহা হইলে, হে মহারাজ, আপনার ত কোন দোষ নাই, যেহেতু আপনি প্রাণদণ্ড মানসে কর্ম্মচারী-কে পাঠান নাই। মনের উপরই কর্ম্ম সকলের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম নির্ভর করে, এবং পাপ পুণ্যের বিচার তাহা হইতেই হয়।" অশোক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং যাহাতে বিরোধ সকল দূর হইয়া যায় তাহার জন্য মৌদ্‌গলীপুত্রকে একান্তহৃদয়ে অনুরোধ করিলেন।

তিনি কি মীমাংসা করিলেন।

এই সকল ঘটনার সাতদিন পরে পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা হয়। মৌদ্‌গলী-পুত্র তিষ্য যে উদ্যানে বাস করিতেন তথায় একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। মণ্ডপের একধারে অশোকের

বৌদ্ধ মহাসভা।

জন্য একটি রাজসিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং সভ্যেরা পদ অনুসারে নিজনিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে মণ্ডপের চারিদিকে উপবিষ্ট হইলেন। মৌদ্‌গলী-পুত্র তিষ্য এই সভার সভাপতি হইলেন। ভিক্ষু-দিগকে পরীক্ষা করাই সভার প্রথম কার্য্য ছিল। এক একজন ভিক্ষু সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করি-লেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের মত এবং আচার ব্যবহার ত্রিপিটক শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া বোধ হইল তাহাদিগকে তৎ-ক্ষণাৎ সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা অধোবদন হইয়া সভার সম্মুখে গৈরিক বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিল। মহারাজ নিজে সভায় উপস্থিত থাকায় কাহারও কোন প্রকার ক্রোধসূচক বাক্য বলিবার সাধ্য হইল না। এই প্রকারে যথেচ্ছাচারীদিগকে বহির্ভূত করিয়া দিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীরা নির্ভয়ে ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

দোষী ভিক্ষুদিগের পরীক্ষা।

ধর্ম্ম স্থির করা সভার দ্বিতীয় কার্য্য ছিল। সেই সময়ে পাটলিপুত্র নগরে যে সকল বিশ্বাসী সম্প্র-

ধর্ম্ম স্থির।

দায় ছিল তাহাদিগের মধ্যে এক সহস্র ভিক্ষু মনোনীত করিয়া মৌদ্গলীপুত্র তাঁহাদিগের সাহায্যে ত্রিপিটক শাস্ত্র স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর মহাকাশ্যপ যে প্রথম সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম এই তিনটি বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সেই তিনটি শাস্ত্র ত্রিপিটক বলিয়া বিখ্যাত। অশোকের সময় এই ত্রিপিটক পুনর্ব্বার বিচারিত এবং স্থিরীকৃত হয়। এই সভার এক বৎসর কাল অধিবেশন হইয়াছিল।

অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল মত স্থিরীকৃত হয় তাহাই এখন সিংহল দেশে প্রচারিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য ছিন্ন

নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি ভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

ভিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার ধর্ম্মও অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়ে। কুসংস্কার আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে ভাবে পরিণত করিয়াছিল সেই ভাব সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে এবং তথা হইতে চীন, জাপান, তাতার এবং তিব্বতে বিস্তারিত হয়। সুতরাং ইহা বলা

ছুরভিসার, সহদেব এবং মুলকদেব।

(৮) স্বর্ণ ভূমি ... সোন এবং উত্তর

(৯) লঙ্কা ... মহেন্দ্র প্রভৃতি।

(১) কাশ্মীরের নাম তখনও যাহা এখনও তাহাই। গান্ধারকে এখন কান্দাহার বলে। মুসলমানদিগের আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত কাবুল হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত এবং তথায় হিন্দু ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম উভয়ই একত্র বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং বিহার এখনও ভূমি খনন করিলে কাবুলে পাওয়া যায়।

(২ মহিষ মণ্ডল গোদাবরী নদীর দক্ষিণ প্রান্তে।

(৩) বনবাসী কোথায় এখনও ঠিক হয় নাই।

(৪) অপরান্ত সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকে যে সকল ভারতের বহির্ভূত দেশ। ইহা দ্বারা ব্যাক্‌ট্রিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ বুঝিতে হইবে।

(৫) মহারাষ্ট্র বোম্বাইয়ের প্রায় ৭০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে, গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত।

(৬) যোন লোক। ইহাকে গ্রীস বলিতে হইবে। আইওনিয়া এবং যোন এই দুই শব্দের সৌসাদৃশ্য

আছে। বোধ হয় যোন এবং যবন এই দুইয়েরই অর্থ গ্রীক। মহাবংশ পুস্তকের লেখক বলেন যে মহারক্ষিত যোন দেশে এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র লোককে বুদ্ধের নির্দ্দিস্ট মার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশের প্রভাবে দশ সহস্র লোক ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছিল।

(৭) হিমবন্ত মধ্য হিমালয়কে বুঝায়। মজ্ঝিম প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি সাঞ্চি নামক স্থানে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

(৮) সুবর্ণ ভূমির নিরূপণ অদ্যাপি হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহার দ্বারা মলয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশ বুঝাইতেছে।

(৯) লঙ্কা, ইহার বিবরণ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। পরে বলা যাইতেছে।

লঙ্কা।

রামায়ণের সময় হইতে ভারতের সহিত এই দ্বীপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দ্বীপবংশ পুস্তকেও বলে যে অগ্রে ইহা রাক্ষসাদি দ্বারা পূর্ণ ছিল। পরে ভারতবর্ষের সুসভ্য জাতিরা সেই দ্বীপ জয় করিয়া তথায় সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত করে। অশোকের সময় সিংহলের রাজার নাম তিষ্য ছিল। ইনিও অশোকের দেখাদেখি "দেবানাম প্রিয়" নাম লইয়াছিলেন। অশোক মহারাজ হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তখন তাঁহার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র এবং কন্যার নাম সঙ্গমিত্রা। এই মহেন্দ্র তাঁহার পিতার অভিষেকের ছয় বৎসর পরে ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করেন। খ্রীঃ অব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হয়, তখন মহেন্দ্র মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্যের অনুরোধে সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হন। তখন সমুদ্র দিয়া যাতায়াত প্রথা

মহেন্দ্র সঙ্গমিত্রা।

প্রচলিত ছিল। বড় বড় নৌকা করিয়া বণিকেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশে যাইত। এইরূপে জাভা দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা দেশীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং পণ্য দ্রব্য সকল লইয়া যাইত। পঞ্চম খ্রীঃ অব্দে ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় একজন ভ্রমণকারী বঙ্গদেশ হইতে নৌকা করিয়া সিংহল দ্বীপে গমন করেন এবং তথা হইতে অনেক যাত্রী সমভিব্যাহারে জাভা দ্বীপ দিয়া চীন দেশে উপস্থিত হন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। তথাপি তখনকার লোকেরা নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হইত না। মহেন্দ্র অনেক ভিক্ষুবর্গকে সঙ্গে লইয়া তাম্রলিপ্তের * বন্দরে জাহাজে উঠিয়া লঙ্কা দ্বীপে গমন করেন। মহাসভার দ্বারা স্থিরীকৃত ত্রিপিটক শাস্ত্র এবং তাহার উপর যত ভাষ্য ছিল তাহাও সঙ্গে লইয়া যান।

লঙ্কার রাজা "দেবানাম্ প্রিয়" তিষ্য তাঁহাকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে তিষ্য অনতিবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ

---

* তাম্রলিপ্তকে এখন তমলুক্ বলে।

করিলেন। তাহার পরই চারিদিকে অতি সুন্দর সুন্দর বিহার এবং স্তূপসকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অনুরাধপুর নগরের অনতিদূরে মহেন্দ্রের জন্য একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। সে গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানটি মনোরম এবং সুন্দর। চারিদিকে পর্ব্বত। সূর্য্যের কিরণে তাহা উত্তপ্ত হয় না। লোকের জনরব সেখানে পৌঁছে না। সেই খানে মহেন্দ্র ধ্যান করিতেন, কার্য্য করিতেন, এবং লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন। সেই খানেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার ভস্ম এখনও একটি স্তূপের নিম্নে সঞ্চিত আছে। লঙ্কাকে অনেকবার ভারতবর্ষ হইতে আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এবং পুস্তক সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে, সিংহল দেশে তদ্রূপ হয় নাই। সুতরাং দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কীর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে সমুদয়ই এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে।

অনুরাধ পুর।

লঙ্কার রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া

মহারাণী অনুলা এবং তাঁহার সখীরা ভিক্ষুণী হইবার মানস প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন যে "স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মব্রতে দীক্ষা দান আমার দ্বারা হইবে না। পাটলিপুত্র নগরে আমার সংঘমিত্রানাম্নী ভগিনী আছেন; তাঁহাকে আনিতে পারিলে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।" মহারাজ তিষ্য ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অশোকের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে মহেন্দ্রের ভগিনী সংঘমিত্রা ও উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মল্লা এবং ধর্ম্মদাসী নাম্নী আট জন ভিক্ষুণী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। সংঘমিত্রা নিজেও একজন ভিক্ষুণী ছিলেন।

সংঘমিত্রার লঙ্কায় আগমন।

বোধিবৃক্ষ।

সংঘমিত্রা সঙ্গে করিয়া আর একটি বহুমূল্য পদার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়াতে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় শাক্যসিংহ দিব্য জ্ঞান পাইয়া বুদ্ধ হন, সেই বোধিবৃক্ষের একটি শাখা লইয়া গিয়া তিনি অনুরাধপুর নগরে পুঁতিয়া দেন। সেই ক্ষুদ্র শাখা বৃদ্ধি পাইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সেই বৃক্ষ এখনও জীবিত আছে। এখন দেখা যাউক আজ সেই বৃক্ষের বয়স কত হইল। খ্রীঃ অব্দের ৫২৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্য এই অশ্বত্থের নীচে সিদ্ধি লাভ করেন। তখন সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা লইয়া জীবনের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে এক প্রবাদই আছে যে, যে দিন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দিন এই বৃক্ষও জন্ম লাভ করে। অতএব সেই সময়ে ইহার বয়স ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। মহেন্দ্র খ্রীঃ অব্দের ২৪৩ বৎ-সর পূর্ব্বে সিংহলে যাত্রা করেন। তাহার পরবৎসরে সংঘমিত্রা অনুরাধপুরে সেই শাখা স্থাপন করেন। খ্রীঃ

ইহার বয়স।

অব্দের পূর্ব্বে ২৪২ বৎসর এবং খ্রীঃ অব্দের ১৮৯৪ বৎসর। সেই জন্য অনুরাধপুরের বোধিবৃক্ষের বয়স আজ ২,১৩৬ বৎসর হইল। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ঐতিহাসিক বৃক্ষ আর কোথায় আছে? একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মের ইতিহাসের সঙ্গে বৃক্ষটি সংযুক্ত আছে। ধর্ম্মও একটি বৃক্ষ স্বরূপ। ইহার বীজ বপন করা হয়, পরে ইহা অঙ্কুরিত হয়, এবং ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা রূপে পরিণত হয়। কোন রাজার আদেশে ইহার জন্মও হয় না, লোপও হয় না। ইহা স্বর্গের পদার্থ; ইহার জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বৌদ্ধ লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে বৃক্ষ চিরকাল থাকিবে এবং ইহার পত্র সকলও চিরকাল হরিদ্বর্ণ থাকিবে। সিংহলদ্বীপ সম্বন্ধে একথা সত্য। সেখানে ঐ বৃক্ষও আছে। এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও আছে। কিন্তু ভারতে উভয়ের কোনটাই নাই।

বুদ্ধ গয়াতে সেই বৃক্ষের অবশিষ্ট অংশ ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। চীন দেশীয় ভ্রমণকারীরা তাহার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে রাজদূতেরা এদেশে আগমন করেন। তাঁহারা এই বৃক্ষ দেখিয়া ইহাকে পূজা

করেন এবং ইহার শাখা ব্রহ্মদেশে লইয়া যান। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—দেশ দেশান্তর হইতে তীর্থ যাত্রীরা আসিয়া ইহার মূলে আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ সামগ্রী সেচন করিয়াছে। যখনই শিকড় সমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখনই ইহাকে ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের আগমনে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া যায়। তাহার পরও পাঁচ ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারে এই বৃক্ষ জীবিত ছিল। কিন্তু যে ধর্ম্মের চিহ্ন হইয়া ইহা প্রবর্দ্ধিত হইতে ছিল, সে ধর্ম্ম যখন গেল তাহার চিহ্নও তখন লোপ পাইল।

বুধগয়ায় বোধিদ্রুম কতকাল জীবিত ছিল।

বোধি বৃক্ষ বা বোধিদ্রুম রাজাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। অশোকের জীবন ইহার জীবনের সঙ্গে একপ্রকার গ্রথিত ছিল বলিতে হইবে। অশোকের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম তিষ্যরক্ষিতা ছিল। এই মহিষী দেখিতে অতিশয়

অশোক পুত্র কুণাল।

সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবে দোষ ছিল। অশোকের কুণাল নামে একটি সন্তান ছিল—তিষ্যরক্ষিতা তাঁহাকে মন্দদৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। সে যখন কুণালকে আপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন কুণাল তাহা শুনিয়া কর্ণে হস্ত দিয়া জননীকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। সেই অপমান জননী ভুলিতে পারিলনা। কুণাল যখন তক্ষশিলা দেশ শাসন করিবার জন্য প্রেরিত হন, তখন তিষ্যরক্ষিতা অশোকের নাম জাল করিয়া তক্ষশিলার লোকদিগকে এই আদেশ প্রেরণ করেন যে সেই পত্র পাইবামাত্র যেন তাহারা কুণালের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলে। কিরূপ আশ্চর্য্যজনক অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বৈরাগ্য সহকারে কুণাল পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কি উপায়েই বা তিনি পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হন, তাহা আমার "অশোক চরিত নাটকে" বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। তিষ্যরক্ষিতার এই

তিষ্যরক্ষিতা।

দোষে প্রাণদণ্ড হয়। তাহার

হৃদয় সদা দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ থাকিত। একদা সে দেখিল যে অশোক বোধিবৃক্ষকে অগাধ ভক্তির সহিত পূজা করিতেছেন এবং এই বৃক্ষের জন্য তিনি অগণ্য অর্থও ব্যয় করিতেছেন। তিষ্যরক্ষিতার মনে হইল "তবে বুঝি আমার স্বামী এই বৃক্ষকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এমন সপত্নীকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে," এই বলিয়া সে একজন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই গয়াতে গিয়া এই গাছটাকে মারিতে পারিস্?" সে বলিল "পারি।" গল্পে লিখিত আছে যে সেই স্ত্রীলোকটা সেখানে যাইয়া গাছের কাছে মন্ত্র পড়িতে লাগিল এবং তাহার পর একটা সূত্র দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহার পরেই বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হইতে লাগিল। যখন অশোকের কর্ণে এই সমাচার প্রবেশ করিল, তখন তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। গয়াতে আসিয়া দেখিলেন যে বৃক্ষ মৃতপ্রায় হইয়াছে। তখন তিনি রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'এই বৃক্ষ দেখিলেই যে আমি স্বয়ম্ভুবুদ্ধকে দেখিতে পাই।

বোধিদ্রুমের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার ব্যবহার।

ইহা মৃত হইলে আমারও প্রাণ চলিয়া যাইবে।' তিষ্যরক্ষিতা দেখিল যে তাহার স্বামীর প্রাণ লইয়া টানাটানি। বিপদ দেখিয়া সেই স্ত্রীলোককে ডাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল—"তুই ইহাকে আবার সচেতন করিতে পারিস ?" সে বলিল "পারি।" এই বলিয়া সে সেইস্থানে গিয়া সূত্রটি খুলিয়া লইল এবং বৃক্ষের চারিদিকে খনন করিয়া সহস্রপাত্রদুগ্ধ তাহাতে সেচন করিল। ক্রমে বৃক্ষ পুনর্জীবিত হইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া অশোক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ বোধিবৃক্ষকে যথোচিত পূজা করিবার মানস প্রকাশ করিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং স্ফটিক নির্ম্মিত সহস্রপাত্রজল সেই বৃক্ষের মূলে বর্ষিত হইল। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যও বিতরিত হইল, এবং সুগন্ধপূর্ণ জলে সেই স্থান সিক্ত ও পুষ্পমালা দ্বারা সমস্ত বৃক্ষ বিভূষিত হইল। বোধি-দ্রুম এইরূপে অসংখ্য নৃপতি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি দ্বারা সেবিত হইয়া আসিয়াছে। এখন সে বৃক্ষটি আর নাই। কিন্তু তাহার একটি শাখা তাহার পার্শ্বেই রোপিত হইয়াছিল। তাহা এখন বর্দ্ধিত হইয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

স্তূপ এবং বিহার নির্ম্মাণ।

গোরকপুরের নিকট কুশিনগর নামে এক নগর ছিল। সেই স্থানে শাক্য বুদ্ধের মৃত্যু হয়। কুশিনগর তখন মল্লজাতিদিগের রাজধানী ছিল। যখন শাক্যের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় তখন তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং অন্য কতিপয় বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যু হইলে পর আনন্দ মল্লদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সংবাদ দেন। তাঁহারা সদলে আসিয়া একটি শরশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর ভগবতের মৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবং উহা স্কন্ধে লইয়া নানাবিধ বাদ্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে কুশিনগরের যেস্থানে মল্লদিগের রাজসভা এবং উৎসব হইত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে না হইতেই বুদ্ধের মৃত্যু সংবাদ নানা দেশে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রু, তাহারপর ক্রমান্বয়ে বৈশালীর রাজপুরুষেরা, কপিলাবস্তুর শাক্যেরা, রামগ্রাম এবং পাব নগরের নৃপতিদ্বয় এবং বিশ্ব দ্বীপের রাজপুরুষেরা

বুদ্ধের মৃত শরীরের অবশিষ্ট লইয়া বিবাদ।

সেই স্থানে আসিয়া মৃত দেহের অবশেষগুলি পাই-বার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মল্লরাজপুরুষেরা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন? আমরা শবের অবশেষ তোমাদিগকে দিব কেন? আমা-দিগের রাজ্যে ভগবৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব অস্থি এবং ভস্ম সমূহ আমাদিগেরই প্রাপ্য।" অন্যান্য রাজপুরুষেরা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদিগের সঙ্গে ভগবতের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অবশেষ গুলি আমাদিগেরই প্রাপ্য। যদি আমরা তাহা না পাই তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ করিব।" এই রূপ ঘোর বিবাদ হইতে হইতে যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ উপক্রম হইল। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিয়া সকলকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যিনি শান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবশেষ লইয়া অশান্তি আনয়ন করা উচিত নহে। আমার বিবেচনায় আপনারা সকলেই ভস্ম এবং অস্থি গুলি ভাগ করিয়া লউন।" সকলে এই কথায় সম্মত হইলে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের উপর ভাগ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সমুদয় অবশেষ

ভস্ম এবং অস্থি বিভাগ।

গুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার মধ্যে চারিটি সম্মুখস্থ দন্ত এবং দুইটি স্কন্ধের অস্থি ছিল। ভাগ হইয়া যাইবার পর কতকগুলি মৌর্য্য বংশের রাজ-পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে, মল্লেরা বলিলেন —"দেখুন, সকলই ভাগ হইয়া গিয়াছে। আপনারা এই ভস্মগুলি লইয়া যান।"

রাজপুরুষেরা আপন আপন ভাগ লইয়া আপনা-দিগের রাজধানীর মধ্যে একটি একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আটটি স্থানে চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদিগের নাম—রাজগৃহ, কুশিনগর, বৈশালী, কপিলাবস্তু, মল্লকপোত, রাম-গ্রাম, পাব এবং বিশ্বদ্বীপক।

অনেক বৎসর পরে মহাকাশ্যপ মনে করিলেন যে ভগবতের দেহাবশেষ আটটি স্থানে গচ্ছিত আছে এবং এই আট দেশেরই রাজপুরুষেরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ এবং বিবাদ করিয়া উৎসন্ন যাইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের রাজ্য, রাজধানী এবং এই সকল স্তূপই বা কোথায় থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজ অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া

নিবেদন করিলেন যে এই সকল দেহাবশেষ এক স্থানে স্থাপিত করা উচিত। তৎপরে তিনি মহারাজের সম্মতি পাইয়া উক্ত রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা দেহাবশেষের যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সকল কাশ্যপকে প্রদান করিলেন। কেবল রামগ্রামের স্তূপ যেমন তেমনি রহিল। অনেক বৎসর পরে এখানকার অস্থিগুলি সিংহল দেশে প্রেরিত হয়।

মহাকাশ্যপ দেহাবশেষ গুলি লইয়া রাজগৃহ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অজাতশত্রুর আজ্ঞায় ৮০ হাত গভীর একটি কূপ খনন করান হইল। সেই গহ্বর মধ্যে একটি মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশেষে ছয়টি স্বর্ণ নির্ম্মিত কোষের মধ্যে দেহাবশেষ গুলি সঞ্চিত করিয়া সেইখানে রাখাইয়া দিলেন। প্রত্যেক কোষ এক একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কোষের মধ্যে নিহিত, এবং এই রৌপ্য নির্ম্মিত কোষ আবার এক একটি বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত কোষের মধ্যে রক্ষিত। এইরূপে আটটি কোষ একটির ভিতর আর

একটি ছিল। বহু সংখ্যক বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং বুদ্ধের শিষ্যদিগের এবং তাঁহার পিতা ও মাতার প্রতিমূর্ত্তি সকলও ক্রমান্বয়ে সেইস্থানে স্থাপিত হইল।

অজাত শত্রুর আজ্ঞায় দেহাবশেষ গুলি কোন একটি নিভৃত স্থানে স্থাপিত হইল।

সেই মন্দিরে পাঁচ শত দীপ সর্ব্বদাই জ্বলিত। কাশ্যপ একটি স্বর্ণ পত্রের উপর এই কয়েকটি কথা লিখিয়া তথায় রাখিয়া দিলেন—"ভবিষ্যতে প্রিয়দর্শী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জম্বুদ্বীপে বিতরণ করিবেন।" তাহার পর দ্বারগুলি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া মন্দিরের চারিদিকে ছয়টি প্রস্তর এবং ইষ্টকের প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর কাশ্যপ অজাতশত্রুর আজ্ঞায় এই সমস্ত ভূগর্ভে নিহিত করিয়া তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বাহিরের কোন লোক হঠাৎ দেখিয়া বুঝিতে পারিত না যে ইহার ভিতরে এত কাণ্ড আছে।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, একজন রাজার পর আর একজন রাজা আসিলেন, এবং এক রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায় আর এক রাজবংশ আসিল। অবশেষে অশোক জম্বুদ্বীপের রাজাধিরাজ হইলেন।

বৌদ্ধদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ভিতর ভগবতের দেহাবশেষ রক্ষিত করিব। কিন্তু দেহাবশেষ পাই কোথা?" এই ভাবিয়া তিনি সকলকে দেহাবশেষ অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বৈশালী কপিলাবস্তু প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্তূপ নির্ম্মিত ছিল তাহা সকলই তিনি ভূমিসাৎ করিলেন। কিন্তু কোথাও দেহাবশেষ পাওয়া গেলনা। সেই সকল স্তূপ পুনঃ নির্ম্মিত করাইয়া তিনি রাজগৃহে আসিলেন। তথায় যত ভিক্ষু ছিল সকলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমার বয়স এখন এক শত বৎসরের অধিক। আমার যখন সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল, তখন একদিন আমার গুরু ফুল এবং সুগন্ধি লতা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে এক স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় আমাকে একটি ক্ষুদ্র স্তূপ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এইখানে প্রণাম কর এবং এস্থান কখনও ভুলিও না। সেই স্তূপটি

কি এবং তাহা কাহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি আমাকে কিছুই জ্ঞাত করাইলেন না।” অশোক এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“এই স্থানই আমি অনুসন্ধান করিতেছি।” সকলে এই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। ভূমি খনন করিতে করিতে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সকলেই দেখিলেন তাহার ভিতর তখনও দীপ জ্বলিতেছে, ফুলগুলি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং চারিদিকে সুগন্ধ বহিতেছে। অশোক একটি স্বর্ণ পাত্র উঠাইয়া দেখিলেন তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত আছে—“ভবিষ্যতে প্রিয়দর্শী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জম্বুদ্বীপে বিতরণ করিবেন।” তখন তিনি উৎফুল্লহৃদয়ে দেহাবশেষগুলি লইয়া মন্দিরটি যে ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবেই রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্তূপ নির্ম্মাণ।

জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক নগরেই স্তূপ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। সেইসকল স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিল। অবশেষে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠার দিন আগত হইল। অশোক সকল স্থানেই এই আদেশ পাঠাইলেন যে

সেই দিবসে শাক্যপুত্রেরা সর্ব্ব প্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবেন। অশ্ব, রথ ও হস্তী কাতারে কাতারে গমন করিবে এবং তন্মধ্যে এক বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে দেহাবশেষ আরোপিত হইবে। এতদ্ব্যতীত পুষ্পমালা এবং দীপমালাদ্বারা নগর সকল সুশোভিত হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্রাহ্মণ শ্রমণদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। সেই দিন জম্বুদ্বীপের পক্ষে এক বৃহৎ দিন হইয়া গিয়াছে। অশোক এই আদেশ পর্ব্বত পৃষ্ঠে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত এবং পুলকিত হই।

তীর্থ দর্শন।

অশোক বৌদ্ধ হইলেন এবং বৌদ্ধ হইয়াই শাক্য গৌতম যে যে স্থানে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। লুম্বিনীর উদ্যান, যেখানে বুদ্ধের জন্ম হয়; কপিলাবস্তু তাঁহার পিতার রাজধানী, যেখানে তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, অনোমা নদীর কূল, যেখানে তিনি নি অনুচরের হস্তে সমস্ত অলঙ্কার এবং রাজবেশ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তরবারি দ্বারা কেশ মুণ্ডন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন; রাজগৃহ, যেখানে দ্ধের সমবয়স্ক রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করিয়াছিলে এবং যেখানকার পর্ব্বত গুহার মধ্যে নানা মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন এবং যেখানে সেই ঋষিদিগের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন; বুদ্ধ গয়ার সন্নিকটস্থ উরুবেলের জঙ্গল, যেখানে তিনি ঋষিদিগের সাধন-প্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও পাঁচজন শিষ্যদ্বারা

বিবিধতীর্থে গমন।

বেষ্টিত হইয়া ছয় বৎসর কাল ঘোর তপস্যা এবং সাধন করেন; নৈরঞ্জনা নদীর কূল, যেখানে তিনি তপস্যা বৃথা এবং অনর্থক বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার শীর্ণ শরীরকে আহার দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন এবং যেখানে জনৈক গ্রামবাসীর সুজাতা-নাম্নী কন্যা তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন; বুদ্ধ গয়া, যেখানে একটি অশ্বত্থের তলে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন; কাশীর মৃগদাব কানন, যেখানে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন; অবশেষে কুশিনগর, যেখানে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া তিনি প্রত্যেক স্থানে একটি একটি স্তূপ কিম্বা বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার আধিপত্যকালে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক স্তূপের মধ্যে দেহাবশেষের কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। যাহাতে লোকে ধর্ম্মের কথা শুনিতে পায় এই জন্য তিনি ৮৪,০০০ আদেশও প্রচার করেন।

আদেশ প্রচার।

বিবিধ আদেশ প্রচার।

এই সকল আদেশের বিষয় মনে করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অশোক ধর্ম্মার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। কেবল সেই সময়কার লোকেরাই মুক্তি পাইবে ইহাতে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল না। ভবিষ্যতের লোকেরা যাহাতে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া ধর্ম্মের পথে থাকিতে পারে তদ্‌বিষয়েও তাঁহার যত্ন হইল। এই জন্য তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তদুপরি এক একটি আদেশ ক্ষোদিত হইল। কিন্তু প্রস্তর ও কালক্রমে বিনষ্ট হইতে পারে। এই জন্য অচল চিরস্থায়ী পর্ব্বতের পৃষ্ঠেও কতকগুলি আদেশ ক্ষোদিত হইল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আদেশ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অনেক-গুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাদিগের অনুবাদ হইয়াছে এবং সেই সকল অনুবাদ হইতেই আমরা অশোকের বিষয় অনেক কথা অবগত হইতে পারিয়াছি।

স্তম্ভসকলের স্থান বিবেচনা করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় যে রাজ্যের যে অংশ দিয়া অনেক লোকের যাতায়াত ছিল সেই সেইস্থানে অশোক তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্র।

পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহার নাম গন্ধও এখন আর নাই। তবে মেগাসথেনিস এবং চীন দেশের দুই জন পর্য্যটক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে পাটলিপুত্র * এখনকার পাটনা সহর যেখানে সেইখানে অবস্থিত ছিল। ঠিক সেইখানে নহে। আসল পাটলিপুত্র এখন গঙ্গার বক্ষে নিমগ্ন। যদি গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে বোধ হয় অশোকের নগরের অনেক চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে। অশোকের সময় গঙ্গার গতি আর একদিক দিয়া ছিল। ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ আছে যে পাটলিপুত্র নগর জলপ্লাবনে নষ্ট হয়। বোধ হয় তাহাই ঠিক। এই নগরের চতুর্দ্দিকে বিহার সকল নির্ম্মিত ছিল। তাহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। মুসলমানেরা

* পাটলিপুত্র সম্বন্ধে নব্যমত Waddell প্রণীত Excavations of Pataliputra নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যখন এদেশ জয় করে, তখন বেহার প্রদেশের রাজধানী বেহার ছিল। তখন পাটলিপুত্র নগর বর্ত্তমান ছিল না। মুসলমানেরা পাটনা সহর নির্ম্মাণ করে। গঙ্গা নদী ক্রমে ক্রমে গতি ফিরাইয়া পাটলিপুত্র নগরকে গ্রাস করিয়াছিল। সেই জন্য ইহার চিহ্ন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না।

প্রধান চারিটি পথের উপর স্তম্ভ-নির্ম্মাণ।

পাটলিপুত্রকে মধ্যস্থান কল্পনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই স্থান হইতে ভারতে চারিটি প্রধান রাস্তা ছিল। তাহার মধ্যে একটি দিয়া নেপাল পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। আর একটি গয়া হইয়া ছোটনাগপুরের পর্ব্বত শ্রেণী ভেদ করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অশোক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উড়িষ্যাদেশকে নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। আর একটি পথ প্রয়াগ এবং উজ্জয়িনী দিয়া স্থরাষ্ট্র দেশে শেষ হইয়াছিল। চতুর্থটি দিয়া পঞ্জাব, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যাইত। যাহাতে অনেক লোকেই আদেশগুলি পড়িতে পারে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য স্তম্ভ গুলি এই চারিটি রাস্তার

ধারে ধারে স্থাপিত হয়। স্তম্ভ গুলি বিশেষ বিদ্যা এবং কৌশলের পরিচয় দেয়। তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল প্রতিমূর্ত্তি উহাতে ক্ষোদিত আছে তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তৎকালে ভারতে ক্ষোদনশিল্প উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পাঠকেরা যখন পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন তখন যেন তাঁহারা অশোকের একটি স্তম্ভও ভাল করিয়া দেখেন। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে অশোকের সময় ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ পুনর্জীবনের সময় হইয়াছিল কিনা। সেই সময়ে এদেশে বিদ্যার যৎ-পরোনাস্তি অনুশীলন হয়। নূতন ভাবে অট্টালিকা গঠন, নূতন প্রকারে প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ের আরম্ভ সেই সময়েই হয়। গ্রীস দেশের সহিত বহুবিধ ভাবের বিনিময় হওয়ায় এখানে সভ্যতা এবং বিদ্যার আলোক আরও সতেজ হইয়া উঠে।

অশোকের ধর্ম্মাদেশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

ধর্ম্মাদেশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথমতঃ কতকগুলি পর্ব্বতের পৃষ্ঠে ক্ষোদিত। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি স্তম্ভোপরি লিখিত।

তৃতীয়তঃ, অতি অল্প আদেশ পর্ব্বতগুহামধ্যে লিপিবদ্ধ। তন্মধ্যে ১৪টি আদেশ, পাঁচটি পর্ব্বতপৃষ্ঠে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত আছে। দুইটি রাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের, দুইটি পূর্ব্বপ্রান্তের এবং আর একটি একেবারে পশ্চিম প্রান্তের, এই পাঁচ প্রান্তের পাঁচ ভাষা। ভারতের ঐ পাঁচ বিভাগে পাঁচ প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এই পাঁচ প্রকার প্রাকৃতেই এই আদেশ গুলি লিখিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে অনুবাদিত হইল, যথা—

প্রথম আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই আদেশ প্রচার করিতেছেন যে এই রাজ্যে পূজার্থে কিম্বা আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার জীবহত্যা হইবেনা। এই সকল উপলক্ষ করিয়া অনেক প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার প্রজাদিগের পিতৃস্বরূপ। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার উপাসক মণ্ডলীতে পূজা একইপ্রকার হওয়া উচিত। পূর্ব্বে দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শীর মন্দির এবং রন্ধনশালাতে আহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ

জীবহত্যা নিবারণ।

শত সহস্র জীবের বলিদান হইত এখনও আহারের জন্য একটি কিম্বা দুইটি জীবের হত্যা হয়। কিন্তু আজ এই আনন্দের ধ্বনি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে আজ হইতে আর একটি জীবেরও প্রাণবধ হইবে না।

দ্বিতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর বিজিত বিভাগের প্রত্যেক স্থানে এবং চোড়া, পাণ্ডিয়, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তম্বপাণি পর্য্যন্ত যে যে স্থানে বিশ্বাসীরা বাস করেন এবং গ্রীক রাজ আণ্টিওকাসের রাজ্যে যেখানে তাঁহার সেনাপতিরা শাসন করেন, সর্ব্বত্রই

চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে—মনুষ্যের জন্য চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্য চিকিৎসা। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যদিগের উপযোগী এবং পশুদিগের উপযোগী সর্ব্বপ্রকারের ঔষধও বিতরিত হয়। যে যে স্থানে ঔষধের আয়োজন নাই, সেই সেই স্থানে এখন হইতে ঔষধ সকল থাকিবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে।

লতা এবং মূল সকল স্থানে সংরক্ষিত কিম্বা রোপিত হইবে। রাজ্যের প্রধান প্রধান বর্ত্মে মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য কূপ সকল খনন করান হইবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে।

তৃতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—আমার রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে এই আদেশ লিখিতেছি। বিজিত প্রদেশের সর্ব্বস্থানে যেখানে বিশ্বাসীরা বাস করে, তাহারা আমার প্রজাই হউক বা বিদেশীই হউক, সকলকার মধ্যে পঞ্চম বর্ষ গত হইলেই একটি করিয়া সাধারণ

অনুশরণ।

প্রায়শ্চিত্ত (অনুশরণ) সম্পাদিত হইবে। ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং জঘন্য ক্রিয়ার দমন ইহার উদ্দেশ্য। আচার্য্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি টীকা এবং দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দিবেন। যথা, পিতামাতার অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য; বন্ধু এবং কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ, ইহাদিগকে দান করা সাধু কার্য্য; জীবহিংসা, অপব্যয় এবং ঈর্ষাপূর্ণ গ্লানি এ সকল অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম।

চতুর্থ আদেশ।

পূর্ব্বকালে শত শত বৎসর ধরিয়া নরবলি, পশুবলি, পিতামাতার প্রতি অসম্মান এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি ভক্তির অভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। অদ্য দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর আদেশে ভেরি-রব আকাশে উত্থিত হইল। অগণ্য রথ এবং হস্তী পথের উপর দিয়া কাতারে কাতারে গমন করিতেছে। আকাশে হাওয়াই প্রভৃতি অগ্নি বাজি প্রদর্শিত হইতেছে এবং লোকেরা নানা-বিধ দৈব বিষয়ক অভিনয় করিতেছে। প্রিয়দর্শীর দূতেরা প্রিয়দর্শীর ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছে। যে ধর্ম্ম পালন শত শত বৎসর ধরিয়া কখনই হয় নাই তাহা আজ প্রিয়দর্শীর আদেশে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জীবহিংসার নিবৃত্তি, কুটুম্বদিগের প্রতি সম্মান, পিতামাতার অনুগমন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি ভক্তি এই সকল সদ্‌গুণ এবং অন্যান্য প্রকার ধর্ম্মসাধনা এখানে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই সকল ধর্ম্ম কার্য্য আরও বর্দ্ধিত করাইবেন। তাঁহার

বিশেষরূপে ধর্ম্ম ঘোষণা।

পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত এই সকলের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করাইবেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে পর্ব্বতসদৃশ অটল হইয়া তাঁহারা নীতির নিয়ম সকল পালন করিবেন। যে হেতু নীতি এবং ধর্ম্ম এই দুয়ের যোগ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহার নীতি নাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম পালনও নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক; ইহা যেন নির্জীব না হয়। সেই জন্যই এই আদেশটি দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশবর্ষে লিখিত হইল।

পঞ্চম আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—বিপদ হইতে সম্পদ আসে এবং প্রত্যেক লোক সম্পদ পাইবার মানসে উপস্থিত বিপদ ঘটায়। সেই জন্যই আমি অনেক সমৃদ্ধি পাইয়াছি এবং আমার পুত্র পৌত্রেরাও সেইরূপ কার্য্য চিরকাল করিবে। প্রত্যেকে তাহার কর্ম্মের পুরস্কার পায়। যে এইরূপ আচরণ তাচ্ছল্য করে সে নরকে পাপী-দিগের সহিত দণ্ডভোগ করে।

অনেক দিন এমন কোন ধর্ম্মমহামাত্র। নিযুক্ত

ধর্ম্মমাত্রা। হন নাই যাঁহারা অবিশ্বাসী পাষণ্ডদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। আমি এই সকল ধর্ম্মমহামাত্রোদিগকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাস্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি দেশমধ্যে এবং অসভ্য জাতিদিগের দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকদিগের হিতসাধন করিবেন, বিশ্বাসীদিগকে রিপু সংযম শিখাইবেন এবং পাপের শৃঙ্খলে বদ্ধ যে সকল লোক তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। পাটলিপুত্র এবং অপরান্ত প্রভৃতি দেশে যাহাদিগকে লোকেরা ভয় করে এবং যাহাদিগকে লোকে সম্মান করে, এ সকলের সঙ্গে তাঁহারা আলাপ রাখিবেন এবং সকল স্থানেই তাঁহারা প্রবেশ করিবেন। সকলকেই তাঁহারা উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। অবশেষে যাহারা ধর্ম্মের বিঘ্নকারী তাহারাও ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ আদেশ।

সকল সময়ে, সকল কার্য্যের সংবাদ রাজসমীপে উপস্থিত করার পদ্ধতি অনেক দিন হইতেই প্রচলিত

হইয়া আসিতেছে। এখন আমি এই অনুজ্ঞা দিতেছি যে আমি ভোজনে বসি বা রাজভবনে থাকি, অন্তঃপুর মধ্যে থাকি বা কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকি, লৌকিকতা করি বা উদ্যানে বিশ্রাম করি, প্রতিবেদকেরা প্রজাবর্গ কি করিতেছে ইহার সংবাদ আমাকে সর্ব্বদাই দিবে। প্রজারা কি মানস করে ইহা আমি সর্ব্বদা শুনিতে চাই। দণ্ডই হউক বা পুরস্কারই হউক যাহা আমি আদেশ করিব তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার প্রতিবেদকদিগের হস্তে দিলাম। প্রতিবাসীরা যেন সকল সময় এবং সকল স্থানে আমাকে সংবাদ দেয়। ইহা আমার আজ্ঞা। আমি যে অর্থ বিতরণ করি তাহা পৃথিবীর উপকারার্থ এবং সেই উপকারের জন্য আমি সদা তৎপর। যে প্রজাবর্গকে আমি শাসন করি তাহাদিগকে আমি ইহলোকে সুখ দান করিব এবং পরলোকে তাহারা যাহাতে স্বর্গ পায় তাহা করিব। এই উদ্দেশে আদেশটি লিখিত হইল। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক এবং আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রেরাও আমার পর যেন অধিকতর

প্রতিবেদক।

পরিশ্রম সহকারে মানবজাতির হিতসাধনে তৎপর থাকে।

অষ্টম আদেশ।

পুরাকালে নৃপতিদিগের আমোদ কেবল পাশ-ক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতিতে ছিল। কিন্তু দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজ্যাভিষেকের এই দশম বৎসরে, জ্ঞানিগণের আনন্দ বর্দ্ধনহেতু একটি নূতন ধর্ম্মোৎ-সবের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে উৎসবটি কি? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, দান করা, বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধেয় লোকদিগের সঙ্গে দেখা করা, প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করা, এই জগৎ এবং জগতবাসীদিগের বিষয় সদা চিন্তা করা, ধর্ম্মের অনুজ্ঞা সকল পালন করা, এবং ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা। এই সকল উপায় দ্বারাই তিনি আমোদ প্রমোদ করেন এবং পরলোকেও এই সকল অমিশ্রিত আমোদ দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর থাকিবে।

নূতন ধর্ম্মোৎসব

দ্বাদশ আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী সকল প্রকার ধর্ম্মকে আদর করেন। পরিব্রাজক হউন বা গৃহস্থ হউন, ভিক্ষা দিয়া বা অন্যান্য উপায়ের দ্বারা তিনি সকলকে সম্মান করেন। কিন্তু দেবানাম্ প্রিয় যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় ইহা যেমন ভাল বাসেন, ততটা ভিক্ষা দান কিম্বা অন্য প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করাকে ভালবাসেন না।

উদার ধর্ম্ম।

তিনি যে সকলপ্রকার ধর্ম্মকেই উৎসাহ দেন তাহার মূলে একটি কারণ আছে। সে কারণটি এই যে সকলে আপনাপন ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিবে, কিন্তু কখন অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করিবে না। এমন অবস্থা ঘটে যখন অন্যদিগের ধর্ম্মকে আদর করা উচিত। এইরূপে আর্য্যধর্ম্মকে আদর করিলে আপনার ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং আর্য্যধর্ম্মেরও উন্নতি হইবে। যে ইহার অন্যপ্রকার আচরণ করে সে আপনার ধর্ম্মকে ক্ষীণ করে এবং অন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। যে লোক আপনার ধর্ম্মকে আদর করে এবং অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে, যে বলে

যে "আমাদিগের ধর্ম্মই উজ্জ্বল হউক," সে নিজ ধর্ম্মকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই জন্যই বলিতেছি যে সদ্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ। লোকেরা পরস্পর পরস্পারের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুক। যে হেতু দেবানাম্প্রিয়ের এই ইচ্ছা। সকল ধর্ম্মের বিশ্বাসীরা জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে উন্নত হউক, এবং সকলে এই বলুক যে দেবানাম্ প্রিয় ধর্ম্মের সার পদার্থকে যেমন ভালবাসেন ততটা ভিক্ষা দান কিম্বা সমাদর-চিহ্নকে ভালবাসেন না। ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। সেই জন্য ধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি ধর্ম্মমহামাত্রা সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সদা প্রজাদিগের নীতির উপর চক্ষু রাখিবেন, স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যত গোপনীয় স্থান আছে সে সকলই অনুসন্ধান করিবেন। এই সকল মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে সকল ধর্ম্মই শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে এবং সদ্ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে।

ত্রয়োদশ আদেশ।

এই আদেশটির কথাগুলি স্থানে স্থানে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশটি যথাস্থানে

সন্নিবেশিত আছে। তাহার অনুবাদঃ—গ্রীক রাজ আন্টিয়োকাসের রাজ্যে এবং তুরময়, আন্টিকিনি, মক এবং আলিকসন্দর, এই চারিজন রাজার রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মের অনুজ্ঞা সকল, যেখানে প্রচারিত হইতেছে, সেইখানেই লোকদিগকে ধর্ম্ম ভুক্ত করিতেছে। দেশবিজয় বহুপ্রকারের হইতে পারে। কিন্তু যে জয় সুখদায়ক ভাবমূলক আনন্দ আনিয়া দেয়, সেই জয়ই আনন্দে পরিণত হয়। ধর্ম্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ। তাহা সুখের জয়—তাহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না, যেহেতু তাহার মূলে ধর্ম্ম আছে এবং ধর্ম্ম থাকিলেই সুখ হইবে। ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পদার্থে এই প্রকার জয়ই বাঞ্ছনীয়।

গ্রীক রাজগণ।

১৪ টি আদেশের মধ্যে ৯টির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হইল। এই কয়েকটি পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিবেন অশোক কিরূপ উদারচেতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং ধর্ম্মের জন্য অতুল অর্থ, রাজ্য, পরিবার, এমন

কি আপনাকে পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে কেবল তিনি নহেন, কিন্তু তাঁহার পরিবার, প্রজাবর্গ, মানব জাতি, এবং সমুদয় ভবিষ্যতের লোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহকালে প্রীতি এবং পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। এই জন্য তিনি মহাধর্ম্মমাত্রা এবং প্রতিবেদক নামক মন্ত্রী সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের নীতিসম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ করাই তাহাদিগের কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি অতিশয় দূরদেশ পর্য্যন্ত প্রচারক পাঠাইয়া ছিলেন। দক্ষিণে লঙ্কা এবং মাদ্রাজ প্রদেশ, উত্তরে হিমালয় এবং পশ্চিমে মিসর দেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। পাঠকেরা মিসর দেশের কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন, যেহেতু এই দেশে, আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীতে, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এখান হইতেই ভারতের দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপ মহাখণ্ডে প্রচারিত হয়। অশোক বলিয়াছেন—"যেখানেই তাঁহার ধর্ম্মাদেশ

ধর্ম্মমহামাত্রা। এবং প্রতিবেদক।

মিসর দেশ।

প্রচারিত হইয়াছে সেইখানেই তাহা লোকদিগকে ধর্ম্মভুক্ত করিয়াছে।”* এটি বড় সহজ কথা নহে। গ্রীস এবং মিসর দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম লোকদিগকে ধর্ম্মভুক্ত করিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে সেখানকার দর্শনশাস্ত্র যে আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, ইহার জন্য অধিক প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে হইবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখনকার অধিকাংশ পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি এমন গুটি কয়েক লেখক মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হন যাঁহারা ভারতের কথা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজনকার নাম এখানে উল্লিখিত হইতেছে। খ্রীঃ অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসর দেশের রাজধানী আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগরীতে নিও-প্লেটোনিক দর্শন নামে এক নূতন শাস্ত্র রচিত হয়।

আ্যামোনিয়াস।

তাহার সংস্থাপকের নাম অ্যামো-নিয়াস। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার দর্শনতত্ত্ব তিনি ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছেন। * এ একটি গুরুতর কথা। ইহাতে

* উইলসন্ কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণ।

অশোকের কথার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লেখকদিগেরও নাম বলিতে পারা যায়। অনেক লিখিতে হইবে বলিয়া সে বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম।

আলেকজাণ্ড্রিয়া, আথেন্স এবং জেরুজেলাম্।

পাশ্চাত্য বিভাগে বিদ্যার আদর দুই স্থানে ছিল—এক মিসর দেশে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীতে এবং আর এক গ্রীক দেশে আথেন্স নগরে। ইউরোপের জ্ঞানালোক এই দুই স্থান হইতেই বিকশিত হয়। ধর্ম্মের চর্চ্চা প্যালেস্‌টাইন দেশের জেরুজেলেম্ নগরে ছিল। এই স্থান ইহুদিদিগের পীঠস্থান এবং এই খানেই মহর্ষি ঈশার লীলা হয়। এই প্যালেস্‌টাইন দেশ সিরিয়ার অন্তর্গত, এবং আণ্টিয়োকাস এই সিরিয়ার অধিপতি ছিলেন। এই নৃপতি অশোক রাজার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিবার মানসে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অশোকের স্তম্ভে তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। এই কতকগুলি ব্যাপার হইতে পাঠকেরা যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিয়া লইবেন।

আর একটি বিষয় আমরা এই সকল স্তম্ভ হইতে

অশোকের উদারতা।

জানিতে পারিতেছি। অশোক একজন অসাধারণ উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সম্মান করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সকল ধর্ম্মেতেই সত্য আছে, এবং যে অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে সে নিজের ধর্ম্মের গৌরবহানি করে। তাঁহার ভাব এই রূপ ছিল যে সকল ধর্ম্মকে উন্নতির পথে চলিতে দেওয়া উচিত, যে হেতু স্বাভাবিক পথে থাকিলে সকলকার ভিতরে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ আছে তাহা আরও প্রস্ফুটিত হইবে। এই চমৎকার মত উনবিংশ শতাব্দীতে লোকে কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে কেবল ধর্ম্মের জন্য বিবাদ, পীড়ন, যুদ্ধ এবং রক্তপাত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আকবার কেবল এইরূপ উদার মত চালাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে আর কয় জন নৃপতি এরূপ উদারতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন?

প্রস্তর ফলকের স্থান।

প্রস্তরফলকগুলির স্থান।

ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৪টি আদেশ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্ব্বতপৃষ্ঠে ক্ষোদিত আছে। প্রতি পর্ব্বত-পৃষ্ঠেই ঐ ১৪টি আদেশ আছে। সেই পাঁচটি পর্ব্বতের নাম এখনও বলা যাইতেছে।

১। স্যাহাবাজগর্হি। পেশোয়ারের উত্তর পূর্ব্বে ২০ ক্রোশ দূরে উস্থফর্জাই বিভাগে সুদামনামক উপত্যকার মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু-নদের উপর আটক নামে যে এক স্থান আছে সেখান হইতে ১২॥০ ক্রোশ চলিয়া গেলেও এই স্থানে যাওয়া যায়।

২। খাল্‌সি। যমুনা যেখানে পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া ক্যার্দা এবং ডেরা এই দুই উপত্যকার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই খানে সেই নদীর পশ্চিম কূলে এই স্থান।

৩। গির্ণার। গুজরাট প্রদেশে কাটিয়াবাদ বিভাগে জুনগর নামে এক স্থান আছে, তাহার নিকটে গির্ণার।

ইহা সোমনাথ নামে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সেখান হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে।

৪। ধৌলি। ইহা উড়িষ্যাতে। কটকের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে এবং পুরীর ১০ ক্রোশ উত্তরে।

৫। জৌগদ। ইহাকে গ্যাঞ্জাম বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর তিনটি পর্ব্বতপৃষ্ঠে অশোকের আদেশ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সাহাসারাম স্থানে আছে। এস্থানটি বক্সার কিম্বা ডুমরাও হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ দক্ষিণে। দ্বিতীয়টি বিরাট নামক স্থানে অবস্থিত। এটি জয়পুরমহারাজের রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুর হইতে ২০॥০ ক্রোশ উত্তরে ভীমগুফা পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে ইহা বিরাজমান। তৃতীয়টিও বিরাটে। এই প্রস্তর ফলকটি পাঠকেরা আজ এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে দেখিতে পাইবেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৭টী লেখা গুহা মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ৩টী আদেশ বরাবর পর্ব্বতের মধ্যে ক্ষোদিত।

অশোকের স্তম্ভসংখ্যাই অধিক। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই বর্ত্তমান আছে। কেবল ছয়টি

পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে পাঁচটিতে ছয়টি আদেশ লিখিত আছে। দিল্লীতে দুইটি দেখা যায়।

দিল্লীর স্তম্ভ।

কিন্তু অশোকের সময় দিল্লীর আধিপত্য ছিল না। সেখানে এই দুই স্তম্ভ স্থাপিত হয় নাই। মুসলমান বাদসা ফিরোজ টোগ্লাক সিবালিক এবং মিরাট হইতে ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিল্লীতে রাখিয়া দেন। তৃতীয় স্তম্ভ প্রয়াগের দুর্গমধ্যে আজও দেখা যায়। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তম্ভ বেটীয়ার নিকটস্থ লৌরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আদেশ গুলির মর্ম্ম।

এই আদেশ গুলির সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা দিলাম না। কিন্তু প্রিন্‌সেপ সাহেব সমুদয়ের সার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তাহার অনুবাদ দিলে পাঠকেরা আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম আদেশ ধর্ম্মার্থে কিম্বা আহারার্থে জীবহত্যা নিষেধ করিতেছে।

দ্বিতীয় আদেশ বলিতেছে যে প্রিয়দর্শীর রাজ্যে মনুষ্য এবং পশুদিগের উপযোগী দ্বিবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় আদেশে একটি পাঞ্চ-

বার্ষিক অনুশরণ কিম্বা প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ আছে। এই সময়ে প্রচারকেরা উপাসকমণ্ডলীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান মত শিক্ষা দিতেন। পিতা মাতার প্রতি সম্মান, কুটুম্ব, প্রতিবেশী এবং ব্রাহ্মণ শ্রমণ-দিগকে অর্থ দান, জীবে দয়া, পরিমিতাচার, এবং পরনিন্দা ত্যাগ এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত।

চতুর্থ আদেশে পূর্ব্বকার অনিয়ম এবং যথেচ্ছাচারিতা এবং দেবানাম্ প্রিয়ের ধর্ম্মবলে দেশের পুনরুদ্ধার এই দুই অবস্থার তুলনা বর্ণিত আছে। নূতন ধর্ম্মের সমাচার প্রজাদিগকে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত জ্ঞাত করান হইতেছে।

পঞ্চম আদেশে নূতন ধর্ম্মমন্ত্রী এবং প্রচারকদিগের নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। যে সকল দেশে গিয়া তাঁহারা প্রচার করিবেন সে সকল দেশের নাম বর্ণিত হইতেছে। পাটলিপুত্রের নাম প্রথম উল্লিখিত আছে।

ষষ্ঠ আদেশে প্রতিবেদকবর্গ নিযুক্ত হইল এই কথা প্রজাবর্গকে জ্ঞাপিত করা হইতেছে। প্রজারা খাইবার সময়, সংসার করিতে করিতে, পরিবারের

সঙ্গে ব্যবহারে, কথাবার্ত্তাতে, মৃত্যুর সময় কিম্বা সাধারণতঃ কিরূপ আচরণ করিতেছে এই সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়া দিবে। আন্তিযায়িক নামে একশ্রেণী কর্ম্মচারী (ম্যাজিষ্ট্রেট) নিযুক্ত হইল। দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ড দান করাই তাহাদিগের কার্য্য।

সপ্তম আদেশে মহারাজ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহার প্রজারা এককালে ধর্ম্মের মতভেদ ভুলিয়া যায়। সকল প্রকার ভেদাভেদ সমন্বয় করিতে পারিলে "ভাবশুদ্ধি" অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান এবং বিশ্বাস হইতে হৃদয়ের যে শান্তি উৎপন্ন হয় তাহাই হইবে।

অষ্টম আদেশে অশোক বলিতেছেন যে পূর্ব্বকালে রাজারা যে সকল আমোদ প্রমোদ করিতেন তিনি তাহা করিবেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমোদ করিতে হইলে নানাপ্রকার "বিহারযাত্রা" হইত। এখন অশোক তাহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মযাত্রার" সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মযাত্রার অর্থ সাধুদিগের নিকট গমন, দরিদ্রদিগকে দান, গুরুভক্তিপ্রদর্শন ইত্যাদি।

নবম আদেশে প্রকৃত সুখ কিরূপে হয় তাহার বর্ণনা আছে। বিবাদ করিলে, কিম্বা সন্তান প্রতিপালন করিলে, কিম্বা বিদেশে ভ্রমণ করিলে প্রকৃত সুখ হয় না। কিন্তু "ধর্ম্ম মঙ্গল" দ্বারা, অর্থাৎ অনুচরদিগের প্রতি করুণা দেখাইলে, ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করিলে, লোকের সহিত কুশলে বাস করিলে, প্রচুর দান করিলে, ভগবানের প্রকৃত কৃপাপাত্র হওয়া যায়। তাহা হইলেই প্রকৃত সুখ হইল।

দশম আদেশ মানুষের কার্য্য হইতে যে যশ উৎপন্ন হয় তাহার বিষয় বলিতেছে। ক্ষণিক উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য হয় তাহার যশও ক্ষণিক। কিন্তু অশোকের উদ্দেশ্য সকল উচ্চতর। তিনি পরলোকের জন্য আগ্রহ সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

একাদশ আদেশে ধর্ম্মদানের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। ধর্ম্মদানই পরম দান। এ দানে সৎকর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে লোকের ইহকালে সুখ হয় এবং পরকালের জন্য অনন্তধর্ম্ম সঞ্চিত থাকে।

দ্বাদশ আদেশ অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিত

হইয়াছে। দুই প্রকার "পাষণ্ড" অর্থাৎ অবিশ্বাসী আছে—"আপ্ত-পাষণ্ড", যাহারা নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, এবং "পরপাষণ্ড", যাহারা ধর্ম্মের কোন কথা শুনে না এবং বিশ্বাস করিতে একেবারে চাহেনা। ইহাদিগের হিতার্থে অশোক তিন প্রকার মন্ত্রিশ্রেণী নিযুক্ত করিতেছেন—যথা, "ধর্ম্ম মহামাত্রা," "স্থৈর্য্য মহামাত্রা" এবং "কর্ম্মিকা"। ইহারা অবিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মভুক্ত করিবে এবং নূতনধর্ম্মের স্থায়িত্ব সাধন করিবে।

ত্রয়োদশ আদেশে গ্রীক রাজাদিগের এবং অন্যান্য দেশের নামের উল্লেখ আছে।

চতুর্দ্দশ আদেশ উক্ত সকল আদেশের চুম্বক এবং সার। এই আদেশ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে অশোক তাঁহার আদেশ গুলি কোন পণ্ডিতদ্বারা রচিত করাইয়া তাহাদিগের একটি একটি নকল ক্ষোদকদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পর্ব্বত পৃষ্ঠে "লিপিকারের" নাম পর্য্যন্ত ক্ষোদিত আছে। কিন্তু "লিপিকার" এই কথাটি পরিষ্কার আছে, অথচ 'লিপিকারের' নাম কে যেন তুলিয়া লইয়াছে।

দেব দেবীতে বিশ্বাস।

এই সকল আদেশভিন্ন অন্য কতকগুলি অনুজ্ঞার কথাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাহার মধ্যে কয়েকটির অনুবাদ এখানে দিতেছি; যথা—

সাহাসারাম—"দেবানাম্ প্রিয় বলিতেছেন—সার্দ্ধদ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল আমি বুদ্ধোপাসক হইয়াছি। কিন্তু আমি এতদিন আগ্রহের সহিত কার্য্য করি নাই। এক বৎসর কিম্বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক কাল আমি উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছি। ইত্যবসরেই জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা সত্য বলিয়া পরিচিত ছিল তাহারা মনুষ্য বলিয়া এবং মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দৃঢ়বিশ্বাসের এই পুরস্কার—ইহা আমার মহত্ত্বের ফল নহে। যে হেতু অতিশয় ক্ষুদ্র মনুষ্যও চেষ্টা করিলে স্বর্গে পুরস্কার পাইতে পারিবে। এই জন্যই একটি বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে—'ক্ষুদ্র এবং মহৎ সকল লোকেরই কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত জ্ঞান পাইবে এবং উন্নতি ক্রমশঃ

সাহাসারাম।

অধিকতর হইতে থাকিবে।' এই বক্তৃতাটী স্বর্গীয় পুরুষ (বুদ্ধ) দুইশতের অধিক ছাপান্ন, অর্থাৎ ২৫৬ বৎসর পূর্ব্বে দিয়া গিয়াছেন। ইহা আমি পর্ব্বতপৃষ্ঠে ক্ষোদন করাইয়াছি।"

এই স্থানে অশোক জম্বুদ্বীপের দেবতাদিগের কথা বলিতেছেন। পাঠকেরা জানিবেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেবতাদিগকে মিথ্যা বলে না। তাহারা দেবতা একথা মিথ্যা। কিন্তু তাহারা মানুষ এ কথা সত্য। পৃথিবীতে কর্ম্মনামে প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড নিয়ম আছে। সে নিয়মটি এই যে লোকেরা যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপ ফল লইয়া পরজন্মে জন্মগ্রহণ করে। আমি যদি ইহলোকে ভাল কর্ম্ম করি, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের গুণে আমি পরজন্মে অতিশয় সাধু বা মহৎ লোক বা দেবতা হইয়া জন্মিব। আর আমি যদি কুকর্ম্ম করি তাহা হইলে তাহারই দোষে আমি কোন প্রকার নিকৃষ্ট জীব হইয়া জন্মিব। এ প্রকার রূপান্তর স্বভাবের নিয়মে আপনাপনি হয়। মনুষ্য মরণের সময় স্বীয় কর্ম্মফল সঙ্গে লইয়া যায়, এবং অন্য জন্মে তাহারই অনুরূপ জন্মলাভ করে। বৌদ্ধেরা

দেবদেবী সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা কি বিশ্বাস করিত।

বিশ্বাস করিতেন যে দেবত্ব পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল এবং দেবতারাও কুকর্ম্ম করিলে আবার নিকৃষ্টরূপ ধারণ করিয়া জন্মাইতে পারেন। বুদ্ধ কেবল নির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া জন্মমরণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি দেবতাদিগের অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, বিষ্ণু, শিব এই সকল দেবতাদিগকে তিনি মানিতেন। কিন্তু ইহাও বলিতেন যে ইহারা তাঁহার সেবক। যে হেতু দেবতারাও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহাদিগের মনে কামনা আছে। সুতরাং তাঁহারাও কর্ম্মফলনিয়মের অধীনস্থ এবং তাঁহারাও এক জন্মে কীট হইয়া জন্মিতে পারেন। সাহাসারামের আদেশটি বুঝিবার সময় পাঠকেরা এই মতটি যেন মনে রাখেন।

বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্ম

জম্বুদ্বীপের দেবতাদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। বুদ্ধের সময়, এবং বোধ হয়, অশোকের সময়েও ভারতবর্ষে বৈদিক দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত ছিল। তখন পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মহাভারতের ইতিহাস বুদ্ধের বহুকাল

পূর্ব্বে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের কথা বুদ্ধদেবের সময় পরিচিত ছিল ইহা ললিতবিস্তরে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু হরিবংশের কৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ, ভাগবতের কৃষ্ণ, অর্থাৎ পুরাণের কৃষ্ণ—তাহার অনেক পরে ভারতবর্ষে উপাস্যদেবতা বলিয়া অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেন। কৃষ্ণরাধিকার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন অতিশয় আধুনিক। পৌরাণিক দেব দেবীকেও আধুনিক বলিতে হইবে। বৌদ্ধ-গ্রন্থে বৈদিক দেবতাদিগের নাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের অনেক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইঁহারা তখনও ভারত-গগনে উদয় হন নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। আমাদের বিশ্বাস এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইলে তাহার বিরোধেই পুরাণ প্রবল-তর হইয়া উঠে। বৌদ্ধধর্ম্মকে এক প্রকার নিরীশ্বর বলিলেও বলা যায়। সেই নিরীশ্বরত্ব দূর করিবার জন্যই ভারতে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিত যে ঈশ্বর না থাকিলেও মানুষ নিজচেষ্টায় জন্মমরণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত

হইতে পারে। ঈশ্বর নাই একথা ইহা কখন বলে নাই। তবে ইহা বলিত যে মানুষের ভাল হইবার ভার মানুষের হাতে। মনুষ্যের নিজদেহেই নীতির নিয়ম সকল লিখিত আছে। জীব কর্ম্মফল লইয়া দেহধারী হয়। সেই ফলের অবশ্যম্ভাবী শক্তিতে কেহ মানুষ হয়, কেহ বা পশু হয়, কেহ কেহ বা দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম নীতির তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে প্রচার করিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য যে ঘোর তপস্যা কর, বা উপাসনা কর, বা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মন হইতে রিপু সকলের নির্ব্বাণ হইবে, ততক্ষণ তোমার মুক্তি হইবে না। একথাটি পরম সত্য। কিন্তু ইহাও আবার সত্য যে ভক্তিহীন নীতি শীঘ্র শুষ্ক এবং কঠোর হইয়া যায় এবং মনুষ্য ঈশ্বরতত্ত্ব না পাইলে কেবল নীতির পথে থাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বরের আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে আমি কেনই বা ভাল হইব? ভাল হইয়া আমার কি হইবে? ভক্তির পথে চলিলে নীতি না থকিতে পারে। কিন্তু ভক্তির পথে মন বিশ্বাস করিতে পারে, আশা করিতে

পারে, বিপদ পরীক্ষার সময় দেব দেবীর উপর নির্ভর করিতে পারে। আর কর্ম্মফলের কঠোর প্রণালিতে মানুষ নিরাশ হইয়া যুগ যুগান্তর কেবল কষ্ট পায়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোকের মনকে শুষ্ক করিয়া দিয়াছিল এবং কাহাকেও অধিক কাল নীতির অধীন রাখিতে পারে নাই। স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া ইহাকেও কুসংস্কার মানিতে হইল। বুদ্ধ নিজেই ঈশ্বরবৎ হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মে তন্ত্র মন্ত্র আসিয়া একেবারে তাহাকে জঘন্য করিয়া ফেলিল।

পুরাণ সকল ঠিক কোন্ সময়ে এদেশে অবতীর্ণ হয় তাহা বলিবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহারা যে আধুনিক তাহার প্রমাণ আছে, এবং ইহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিবাদ স্বরূপ তাহাও এক প্রকার বিশ্বাস করা যায়। ইহারা যে আধুনিক তাহার এক প্রমাণ এই যে বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুরাণে অশোকের নাম আছে। অশোকের পর মৌর্য্যবংশের সাতজন রাজার নাম আছে, এবং

পুরাণরচনা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের পরে হইয়াছিল।

মৌর্য্যবংশের পর শুঙ্গবংশ, তাহার পর কাণ্ববংশ, তাহার পর অন্ধভৃত্যবংশ, এই তিন বংশের নাম আছে। বিষ্ণু পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, এই সকল বংশের পর আভীর গর্দ্দভ, শক, যবন, তুষার, মুণ্ড, মৌন প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা রাজত্ব করিবে। তাহা হইলে অশোকের কত শত বৎসর পরে বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা পাঠকেরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথমে বেদ, তৎপরে উপনিষদ্, তাহার পর দর্শন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং তাহার পর পৌরাণিক ধর্ম্ম; ভারতবর্ষে ইহাদিগের রাজত্ব ক্রমান্বয়ে হইয়া আসিতেছে। ভারত ধর্ম্মের দেশ। আরও কত প্রকার ধর্ম্ম এখানে ক্রমশঃ উদয় হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

বৌদ্ধ সঙ্ঘ এবং শাস্ত্র।

বিরাটপর্ব্বতপৃষ্ঠে এই আদেশটি লিখিত আছে :— "প্রিয়দর্শী রাজা মগধে সমাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে অভিবাদন করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘের প্রতি আমার কতদূর ভক্তি এবং স্নেহ তাহা আপনারা অবগত আছেন। ভগবত যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট কথা। সেই জন্য যে কথা গুলি তিনি বলিয়াছেন এবং কোথায় সে গুলি সংরক্ষিত আছে ইহা নির্ণয় করা উচিত। যে হেতু ইহা স্থির হইলে সদ্ধর্ম্ম অনেককালস্থায়ী হইবে। হে মহাশয়গণ, আমি নিম্নলিখিত রচনাগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করি, যথা, 'বিনয়,' 'আর্য্যদিগের অনৈসর্গিক ক্ষমতা,' 'অনাগত (ভবিষ্যৎ) ভয়,' 'মুনিগাথা,' 'উপতিষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন' এবং 'রহুলের প্রতি ভগবতকথিত মিথ্যাবিষয়ক উপদেশ।' হে মহাশয়গণ, আমার ইচ্ছা যে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং সাধারণ বৌদ্ধমণ্ডলী নিজহিতার্থে এই সকল উক্তি যত্নের সহিত চর্চ্চা করেন এবং স্মরণ করিয়া রাখেন। সেই জন্য এই আদেশ লিখিত হইল।"

এই আদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা আবশ্যক। অশোক যে সময়ে এই অনুজ্ঞাটি লিখিয়াছিলেন

ভিক্ষুমহাসঙ্ঘ।

সেই সময় ভিক্ষুমহাসঙ্ঘ পাটলিপুত্র নগরে সমাহূত হইয়াছিল। সভার কারণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সভার অধিবেশনসময়ে অশোক উপস্থিত সভ্যগণকে ধর্ম্মসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জানাইতেছেন। বুদ্ধের উক্তিসম্বন্ধে অনেকানেক লোক অনেক প্রকার মত চালাইয়াছিল। তাহারই জন্য বৌদ্ধদিগের মধ্যে আঠারটি সম্প্রদায় হইয়াছিল। প্রভেদ এবং বিচ্ছেদ নিরাকরণার্থ অশোক বলিয়া দিতেছেন যে কোন্ কোন্ পুস্তক ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সকল বৌদ্ধেরাই তিনটি জিনিষকে মানিত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘ।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘ।

এই তিনটিকে তাহাদিগের আরাধ্য ত্রিমূর্ত্তি বলিলেও বলা যাইতে পারে। বুদ্ধের জীবনকে তাহারা আদর্শ বলিয়া মানিত। তাঁহার বচন এবং বিশ্বাস তাহাদিগের ধর্ম্ম। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সেই ধর্ম্ম স্থিরীকরণের জন্য, মতভেদ হইলে সন্দেহভঞ্জনের জন্য এবং আবশ্যক হইলে

নূতন নূতন নিয়ম স্থাপনের জন্য সঙ্ঘের আবশ্যক হইয়াছিল। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের দলের নাম সঙ্ঘ। তাঁহারা একত্রে হইয়া যাহা স্থির করিতেন তাহাই পালনীয় এবং তাহা অতিক্রম করিলেই মহাপাপ হইত। সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ এই তিনকেই মানিতে হয়। অন্য সকল পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়া অশোক গুটি-কয়েক রচনাকে শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে-ছেন। সেই রচনাগুলির নাম এই আদেশমধ্যে বলা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শাস্ত্র বিনয়। বিনয় অর্থে বৌদ্ধমণ্ডলীর শাসন এবং নিয়মপ্রণালী। বুদ্ধের জীবনকালে ধর্ম্ম বিষয়ে যখন

ত্রিপিটক।

যেরূপ অবস্থা ঘটিত তখন তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে একটি একটি নিয়ম আদেশ করিতেন। সেই সকল নিয়ম একত্রিত হইয়া বিনয় নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধের মৃত্যু হইলে এক প্রকাণ্ড সভা রাজগৃহে আহূত হইয়াছিল। সেই সভাতে আনন্দ সূত্র, উপালি বিনয় এবং কাশ্যপ অভিধর্ম্ম এই তিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অংশ উচ্চারণ করেন। বুদ্ধের বচন সূত্র নামে

প্রসিদ্ধ। বিনয় শাসন এবং নিয়ম প্রণালীকে বলে এবং অভিধর্ম্মের অর্থ ধর্ম্মদর্শন। কাশ্যপ শাক্য মুনির প্রধানতম শিষ্য ছিলেন; গুরুর অন্তর্ধানে তিনি তাহার পদে অভিষিক্ত হন। উপালি জাতিতে নাপিত ছিলেন। কপিলবস্তুর বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের সহিত তিনিও সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন। আনন্দ শাক্যের খুল্লতাতসন্তান এবং প্রিয়তম শিষ্য। এই তিন জন যে তিনটি শাস্ত্র একত্রিত করিয়াছিলেন তাহা ত্রিপিটক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিনয় শাস্ত্র অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা পাঠ করিলে বৌদ্ধদিগের নীতির শাসন কত তীব্র ছিল তাহা বুঝা যায়। অন্যান্য যে সকল পুস্তক আদেশে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বিষয় অধিক বলা অনাবশ্যক। কেবল রহুলের কথা এই পর্য্যন্ত বলা উচিত যে তিনি বুদ্ধের সন্তান ছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইঁহাকে লইয়াও একটি দল হইয়াছিল।

প্রস্তর ফলক।

দিল্লীতে যে স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দক্ষিণদিকে নিম্নোক্ত আদেশটি লিখিত আছে। যথা,

"দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে নিম্নলিখিত জীবদিগকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে না—শুক, শারিকা, চক্রবাক, হংসী, নন্দিমুখ পেচক, শকুনি, বাদুড়, অম্বকপিল্লিকু, দাঁড়কাক, কাঁকি, বেদবেয়ক, চাড়ুগিল্লা, শঙ্কুজল, ককতশায়ক, পনশশেসিমল, সন্দক, শুকপদ এবং যাহারা যুগলভাবে থাকে, যথা, শ্বেতকপোত, গ্রাম্য কপোত ইত্যাদি। চতুষ্পাদ পশুদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর ছাগী, মেষী, ও শূকরী, গর্ভবতী কিম্বা পয়স্বিনী হইলে তাহাদিগকেও কেহ আহারের জন্য বধ করিবে না। পক্ষিমাংসভোজনার্থে পক্ষী সকল বিনাশিত হইবে না। অকার্য্যকর বলিয়া কিম্বা আমোদার্থ কোন পক্ষীকেই কেহ নাশ করিতে পারিবে না। হিংস্রক পশুদিগকে কেহ পোষণ করিবে না। চাতুর্মাসিক সময়ে পূর্ণিমার গোধূলিতে, তিন পুণ্যাহে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং

প্রতিপদ তিথিতে, উপোষত অর্থাৎ উপবাসকালে কেহই বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। এমন কি এই সকল দিবসে সর্প জাতি, কিম্বা কুম্ভীর জাতি, কিম্বা কোন প্রকার জীবই নষ্ট হইবে না।

"চাতুর্মাসিকসময়ে, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যা তিথিতে, যখন চন্দ্র তিষ্য কিম্বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে অবস্থিতি করিবেন, তখন বৃষ, ছাগ, মেষ এবং শূকরশাবক কেহই গৃহে রাখিতে পারিবে না। চাতুর্মাসিক সময়ে যখন তিষ্য এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিতি করিবেন এবং প্রতিপদে কেহই অশ্ব কিম্বা বৃষশকট কিম্বা অন্য কোন যান চালনা করিতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত, আমার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে ২৫ জন বন্দী কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে।"

দিল্লীর স্তম্ভের পূর্ব্বপার্শ্বে নিম্নোক্ত আদেশটি আছে;—

"দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—মনুষ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মের উন্নতি কিরূপে হইবে? নিম্নজাতীয় লোকেরা ধর্ম্মভুক্ত হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

"দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—অনেক আশায় বৎসর সকল চলিয়া গিয়াছে। রাজবংশোদ্ভূত লোকদিগকে ধর্ম্মভুক্ত করিলে কিরূপ উন্নতি হইবে? যদি নির্দ্ধনদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে ধর্ম্মের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে উচ্চশ্রেণীস্থ লোক-দিগকে ধর্ম্মে আনিলে আমার ধর্ম্মের যে কতই উন্নতি হইবে তাহা বলা যায় না।"

আর একটি আদেশ যথা;—

"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—বড় বড় রাজমার্গে মনুষ্য এবং জীব সকল ছায়া পাইবে বলিয়া বটবৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে। আম্রবৃক্ষ সকলও পথে পথে রোপণ করাইয়াছি। অর্দ্ধক্রোশঅন্তর একটি একটি কূপ খনন করাইয়াছি এবং রাত্রিকালের জন্য বিশ্রামস্থানও নির্ম্মিত হইয়াছে। শত শত অতিথিশালা মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য আমি নির্ম্মাণ করাইয়াছি। আমার প্রজাবর্গ যেমন সকল প্রকার সুখসমৃদ্ধিতে থাকিয়া আমার রাজত্বে সুখভোগ করিতেছে, ঠিক সেই ভাবে তাহারা যেন আমার দয়ার প্রণালীকে প্রশংসা করিয়া তাহার অনুকরণ করে।"

আর অধিক অনুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। অশোক কোন্ শ্রেণীর রাজা ছিলেন তাহা এই সকল অনুজ্ঞা পাঠ করিলেই কথঞ্চিত পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাঁহার ক্ষমতার সীমা ছিল না। যে রাজার রাজত্ব সমুদয় উত্তর এবং মধ্য ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল, এবং যাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা করিবার জন্য সিরিয়া, মিসর ও গ্রীস দেশের

দয়া।

প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা

পর্য্যন্ত আকুল থাকিতেন, সেই রাজা তাঁহার অসীম ক্ষমতা কেবল জীবে দয়া এই ব্রতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে তাঁহার সময়ে এমন দিন প্রায়ই সর্ব্বদা হইত যে দিনে সমুদয় ভারতময় একটি জীবেরও হত্যা হইত না। তিনি ছায়াদান করিবার জন্য যে সকল বৃক্ষ রোপিত করিয়াছিলেন কে জানে যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি এখনও এই দেশে অসংখ্য জীবকে ছায়াদান করিতেছে না? দয়াই পৃথিবীতে আশ্চর্য্যধর্ম্ম। যে রাজা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাঁহার নাম করিলেও পুণ্য হয়। দুইটি প্রবল ধর্ম্ম দুইজন রাজার সহায়ে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইতে পারিয়াছিল। একটি ঈশাই ধর্ম্ম—ইহা

কন্ষ্টানটাইনের সাহায্যে রাজধর্ম্ম হইয়াছিল; এবং অপরটি বৌদ্ধধর্ম্ম—ইহা অশোকের গুণে ভারত, সমুদয় মধ্য এসিয়া, চিন, তাতার, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও লঙ্কা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। কন্ষ্টান-টাইন এবং অশোক এই দুইজনকে নিরপেক্ষ ন্যায়ের তুলাদণ্ডে তুলনা করিলে অশোকের গুরুত্ব দশগুণ অধিক বলিয়া বোধ হয়। অশোকের তুল্য রাজা এদেশে ত অনেক হন নাই—পৃথিবীতেও অনেক হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

জীবে দয়া।

অশোক আর একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ কখনও করে নাই। মনুষ্য এবং পশু উভয়ের জন্য চিকিৎসাপ্রণালী এবং উভয়ের জন্য চিকিৎসালয় তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। একজন খ্রীস্টান লেখক অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম পৃথিবীতে চিকিৎসালয় স্থাপনপ্রথার প্রথম সূত্রপাত করে। লেখক বোধ হয় জানিতেন না যে ঈশা জন্মগ্রহণ করিবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শাক্যগৌতম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবের প্রতি দয়া প্রচার করিয়া যান। তাহার পর অশোক আসিয়া সেই মতটিকে কার্য্যে পরিণত করেন। ঈশাই ধর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসালয় অর্থাৎ হাঁসপতাল স্থাপিত হয় ইহা সত্য বটে। কিন্তু তাহা কেবল মনুষ্যের জন্য। খ্রীঃ অব্দের আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে অশোক মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য প্রথম হাঁসপাতাল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য

জগতে প্রথম চিকিৎসালয় স্থাপন।

কথা যে ভারতভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহ কখন পশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার দেখাইয়া দেন নাই। নিকৃষ্ট জীবদিগের যে কোন অধিকার আছে, তাহারা যে জীবের সম্ভোগ করিবার অধিকারী, তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের যে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে—এ কথা অন্য কোন ধর্ম্মে বলে না। ইহার একটি কারণ এই, যে ভারত ভিন্ন অন্য দেশের লোকেরা এখন পর্য্যন্ত আমিষ-ভক্ষক। ইহুদি এবং মুসলমান ধর্ম্মে কেবল কতক-গুলি পশুর মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এত উদার হইয়াও মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জীবে-রই অধিকার স্বীকার করে নাই। সমস্ত নিকৃষ্ট জীব মানুষের খাদ্য এবং তাহারা মানুষের সেবার জন্য সৃষ্ট খ্রীষ্টানধর্ম্ম এই রূপ কথা বলে। সুতরাং খ্রীষ্টানদের মধ্যে আমিষভোজনের প্রথা দিনদিন উন্নত হইতেছে। কেবল মনুষ্যমাংস নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত যাহাতে পুষ্টিসাধন হয় তাহা খাইলে হানি নাই, ইহাই খ্রীষ্টানশাস্ত্র এবং খ্রীষ্টান বিজ্ঞা-নের কথা। আজকাল ইংলণ্ডদেশে পশুদিগের

খ্রীষ্টানধর্ম্মে জীবে দয়া অতি অল্প।

প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা অনেক হইয়াছে। কিন্তু তাহারাও কি বলে? তাহারা বলে যে পশুদিগের মাংস ভক্ষণ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে মারিবার সময় কোন কষ্ট দিও না। পশুর মাংসাহার বিধি-সঙ্গত, কিন্তু নিষ্ঠুর হইয়া পশুবধ করা নিষেধ। এটি একটি মহৎ কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে জীবহত্যা বন্ধ হইতেছে না। কেবল এই মাত্র আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে পশু-দিগকে মারিবার সময় তাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিবে না। ফরাশিদেশে রাজবিদ্রোহের সময় যেমন গিলটিন্ যন্ত্রদ্বারা এক মুহূর্ত্তে লোক-দিগের মুণ্ডচ্ছেদন হইয়া যাইত, তেমনি বোধ হয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এখন একটি আশ্চর্য্যযন্ত্র রচনা করিবেন যাহাতে পশুরা মরিবার সময় তাহা-দিগের মুণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে অনুভব করিতে পারিবে না। ইউরোপ মহাখণ্ডে জীবের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক দয়া আশা করা যাইতে পারে না। সেখানে অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু তাহা কি অনেকে অনুসরণ করিবে? ধর্ম্মের আদেশ না হইলে আমিষ

ভোজনের প্রলোভন অতিক্রম করা কঠিন। ভারতে আমিষ-ভক্ষণ অনেক দিন হইতে প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মার্থে বলিদানপ্রথা ত ছিলই, এতদ্ব্যতীত আহারের জন্যও অনেক প্রকার জীবহিংসা হইত। বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে জীবহত্যার বিরুদ্ধে আদেশ প্রচার করেন। তাঁহারপর বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই আদেশটি আপনার করিয়া লয়। মাংসের সঙ্গে সুরাপান ও এদেশে অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং তাহার পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহারও নিষেধ করিয়া যায়। শাক্য জীবহত্যা এবং সুরাপান উভয়কেই গুরু পাপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম এদেশকে নিরামিষ ভোজী করিয়াছে। শাক্তেরা আমিষ ভক্ষণ করে ইহা সত্য। কিন্তু যদি বৌদ্ধধর্ম্মের নিষেধ না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় শাক্তদিগের মধ্যেও এরূপ অনেকপ্রকার পশুমাংস ভক্ষণপ্রথা প্রচলিত হইত যাহা এখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণিত আছে। জীবদিগকে বধ করা পাপ, এই বিশ্বাস এদেশে বহুদিন হইতেই আছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা নাই, ইহার অর্থ কি?

জীবে দয়া এদেশের ধর্ম্ম, ইহার কারণ কি?

ভারতের লোকেরা কি অন্যান্য জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক দয়ালু? এদেশীয়দিগের হৃদয়ে ভগবান কি অধিকতর দয়া দিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে বলিব? ইউরোপে দয়ার কার্য্য এত আছে যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তবে এ ভাবটি কেবল ভারতের ভাব কিসে হইল বলিতে পারি না। তবে একথা বলিতে পারি যে এদেশের ধর্ম্ম জীবহত্যাকে একটি গুরুতর পাপ বলিয়া নির্দ্দেষ করিয়া গিয়াছে, এবং অন্য দেশের কোন ধর্ম্মই সে কথা বলে নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে এ দেশের ধর্ম্ম পুরাকালে ইহাকে পাপ বলে নাই কিন্তু পরে তাহা বলিল কেন? আমাদের বোধ হয় ইহার উত্তর এই যে এদেশে পূর্ব্বজন্ম এবং পুনর্জন্ম মতটি প্রচলিত আছে। বুদ্ধ এই মতকে তাঁহার ধর্ম্মের মূল মত করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের সকল লোকেরাই এই কর্ম্মফলকে বিশ্বাস করে। তাহারা বলে যে মানুষেরা কর্ম্মফলবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবের রূপ ধারণ করে। নিকৃষ্ট জীবসকল মনুষ্য ছিল, এখন তাহারা কর্ম্মফলে নিকৃষ্ট জীবন

ধারণ করিয়াছে। কর্ম্মফলবশতঃ এইরূপ অনেকবার জন্মাইতে হইবে। সুতরাং প্রাণিসকলের জীবন আছে এবং আত্মাও আছে। অন্যান্য ধর্ম্মে তাহা বলে না। প্রাণীদিগের আত্মা আছে ইহা আমরা অন্য কোথাও দেখি নাই। একটি সামান্য কীটেরও যখন আত্মা আছে, এবং যখন এমন হইতে পারে যে সেই কীট পূর্ব্বজন্মে আমার পিতা, মাতা কিম্বা অন্যতর নিকটস্থ আত্মীয় ছিল, তখন আমি যদি তাহাকে বিনাশ করি, তাহা হইলে সে কার্য্যের দায়িত্ব আমাকে পরকালপর্য্যন্ত বহন করিতে হইবে। বোধ হয় এই কারণেই এখানে জীবহত্যা পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণই আমাদিগের নিকট প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না।

বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু।

অশোকের বয়ঃক্রম এখন অধিক হইয়া আসিতেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যে সকল শোক ভোগ করিতে হয় তাহাও তাঁহার ভাগ্যে আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ, তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা বীতশোক, ভিক্ষু বেশে পথিমধ্যে এক আভীরের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহার একমাত্র ঔরসপুত্র কুণাল মহারাণী তিষ্যরক্ষিতার চক্রে পড়িয়া দুই চক্ষু হইতে বঞ্চিত হন। তিনিও সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কোনও মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজ্যে কোন অধিকার ছিল না এবং তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে বৃদ্ধবয়সে অশোকের আপনার বলিবার আর কেহই রহিল না। কুণালের এক পুত্র ছিলেন তাঁহার নাম সম্পদি। সেই সম্পদি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

অশোকের ভিক্ষুব্রত গ্রহণ।

বীতশোকের মৃত্যু এবং কুণালের অন্ধতাপ্রাপ্তি এই দুইটি বিশেষ

কারণে অশোকের হৃদয়ে সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে। অবশেষে তিনিও ভিক্ষুব্রত লইলেন। এই ঘটনাটির একটি চমৎকার বিবরণ পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। একদিন অশোক উপগুপ্তনামক একজন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বৌদ্ধদিগের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থাদি অধিক দান করিয়াছেন? উপ-গুপ্ত বলিলেন, সুদত্ত অনাথপিণ্ডিক। ইনি শ্রাবস্তিনগরে বাস করিতেন। যখন বুদ্ধ সেখানে গিয়াছিলেন, তখন অনাথপিণ্ডিক তাঁহার বাসের জন্য জেতবন নামক একটি উদ্যান তাঁহাকে উপহার দেন। বুদ্ধ বর্ষা কালে সেই খানে শিষ্যসমভিব্যাহারে চাতুর্ম্মাস্য করিতেন। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কত অর্থ দান করিয়াছিলেন? উপগুপ্ত বলিলেন, একশত কোটি স্বর্ণ। ইহা শুনিয়া অশোক বলিলেন, আমিও তবে একশত কোটি স্বর্ণ দিব আমি ৮৪,০০০ ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছি, যে যে স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একশত সহস্র স্বর্ণ দান করিয়াছি; এবং যেখানে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বুদ্ধ হন, যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণায়মান করেন,

এবং যেখানে তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, সেই সেই স্থানেও আমি সেই পরিমাণে অর্থ দিয়াছি। বর্ষার পাঁচমাস ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ আমার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এবার আমি তজ্জন্য চারি শত সহস্র সুবর্ণ ব্যয় করিয়াছি। আমি তিন শত সহস্র ভিক্ষুদিগকে প্রতিপালন করি। আমি আর্য্য সঙ্ঘকে আমার পত্নীদিগের ভূমিসম্পত্তি, আমার মন্ত্রিবর্গের, কুণালের এবং আমার নিজের ভূমিসম্পত্তি পর্য্যন্ত দান করিয়াছি। কেবল নগদ টাকা আমার হাতে রাখিয়াছি। আমি এই সকল ভূমিসম্পত্তি আবার চারিশতসহস্র সুবর্ণ দিয়া পুনর্ব্বার ক্রয় করিয়া লইয়াছি। এই রূপে আমি সর্ব্বশুদ্ধ ৯৬,০০০ কোটি সুবর্ণ ভগবতের ধর্ম্মার্থ দান করিয়াছি।” এই বলিতে বলিতে অশোক শ্রান্ত এবং বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন “আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না।”

অশোকের মন্ত্রীর নাম রাধগুপ্ত ছিল। তিনি মহারাজকে বিমর্ষ দেখিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বলিলেন—“মহারাজ, আপনি অশ্রুপাত করিতেছেন কেন।”

অশোক বলিলেন—"রাধগুপ্ত, আমার ধন গেল বলিয়া, কি আমার রাজত্ব গেল বলিয়া, কি সংসার পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া আমি কাঁদিতেছি না। আমি কাঁদিতেছি এই জন্য যে আমি আর্য্য সঙ্ঘ হইতে চিরকালের জন্য বিযুক্ত হইব। আমি আর সে সঙ্ঘকে আহার দিয়া কিম্বা পানীয় দিয়া সম্মান করিতে পারিব না। রাধগুপ্ত, তুমি বোধ হয় জান যে আমি ভগবতের ধর্ম্মের জন্য এক শত কোটি সুবর্ণ দিব মানস করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সে অভিপ্রায় এখনও সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এখনও চারি কোটি সুবর্ণ দিলে তবে একশত কোটি পূর্ণ হইবে।"

সেই মুহূর্ত্ত হইতে অশোক কুক্কুট আরামনামক আশ্রমে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

তখন কুণালপুত্র সম্পদি যুবরাজ ছিলেন। মন্ত্রীরা মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া সম্পদিকে গিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার, মহারাজের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই। অথচ তিনি সমস্ত ধন কুক্কুট আরামে পাঠাইয়া দিতেছেন।

ভিক্ষুসঙ্ঘকে সর্ব্বস্ব দান।

মহারাজ নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ইহা আপনার নিবারণ করা উচিত।” তাহা শুনিয়া সম্পদি ধনাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বলিলেন, “আর মহারাজকে স্বর্ণ দিও না।” অশোক প্রত্যহ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন। এক্ষণে তিনি ভোজন শেষ হইলেই, সেই স্বর্ণ পাত্রগুলি কুক্কুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন। ধনাধ্যক্ষ আর স্বর্ণপাত্র দিলেন না। রৌপ্যপাত্রে ভোজন আরম্ভ হইল। অশোক আহারান্তে সেই রৌপ্য পাত্রগুলিও কুক্কুট আরামে পাঠাইতে লাগিলেন। রৌপ্য পাত্র বন্ধ হইল। অশোক লৌহপাত্রে আহার করিতে লাগিলেন এবং সে গুলিও আরামে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও বন্ধ হইল। অবশেষে মৃন্ময় পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। তখন অশোক একটি আমলকের অর্দ্ধাংশ হস্তে লইয়া মন্ত্রিবর্গকে ডাকাইয়া অতি সকরুণভাবে বলিলেন, “বল দেখি, হে মন্ত্রিগণ, এখন এদেশের রাজা কে?” মন্ত্রীরা আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিলেন, “প্রভু, আপনিই এদেশের রাজা।” অশোকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, “তোমরা যাহা সত্য

নহে তাহা বলিতেছ কেন? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি। দেখ, এই আমলকের অর্দ্ধাংশ ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই। রাজরাজেশ্বর হইয়াও আমার এখন এই অর্দ্ধ ফলটি মাত্র অন্যকে দিবার আছে। ধিক্ সেই জঘন্য প্রভুত্বকে যাহা তরঙ্গের গতির ন্যায় অস্থায়ী। দেখ, আমি লোকপতি, অথচ দুঃখ আসিয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছে। বসুন্ধরাকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া, যুদ্ধসমূহে জয়লাভ করিয়া, অরাজকতাকে দমন করিয়া, সহস্র সহস্র অহঙ্কারী শত্রুদলকে বিনাশ করিয়া, দীন দরিদ্রদিগকে সান্ত্বনা দিয়া, দেখ রাজ্যচ্যুত অশোক এখন গৌরব-হীন হইয়া দুঃখে বাস করিতেছে। বৃক্ষের পত্র কিম্বা পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইলে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ আজ অশোক সৌরভবিহীন ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া শীর্ণ এবং শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।"

তাহার পর অশোক একজন লোককে সমীপে ডাকাইয়া বলিলেন—"বন্ধো, আমি ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার এই শেষ আজ্ঞাটি তোমাকে পালন করিতে হইবে। তুমি কুক্কুট আরামে গিয়া এই আমলকখণ্ডটি আশ্রমকে

উপহার দাও। আমার নাম করিয়া আচার্য্যদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগকে বলিও যে জম্বুদ্বীপের রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য্যের এইটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে। এইটি তাঁহার শেষ দান। আপনারা দেখিবেন যেন এই ফলটি সমুদয় সঙ্ঘমধ্যে বিতরিত হয়।”

তাহার পর অশোক রাধগুপ্তকে বলিলেন—“বলদেখি, রাধগুপ্ত, এদেশের এখন রাজা কে?” রাধগুপ্ত অশোকের চরণ ধরিয়া বলিলেন—“প্রভু, আপনি এদেশের রাজা।” এই কথা শুনিয়া অশোক আসন পরিত্যাগ করিয়া আকাশের চারিদিকে নেত্রক্ষেপ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“আজ আমি ভগবতের সঙ্ঘকে আমার ধনভাণ্ডার ব্যতীত এই সসাগরা পৃথিবীও দান করিলাম। যে পৃথিবীকে সমুদ্র মরকতমণিখচিতপরিচ্ছদসদৃশ ভূষিত করিয়া রহিয়াছে, যে পৃথিবী নানারত্নে বিভূষিত থাকে, যে পৃথিবী অগণ্য জীবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহার বক্ষে মন্দরপর্ব্বত দণ্ডায়মান, সেই সসাগরা নানাবেশঅলঙ্কৃতা পৃথিবী আমি বুদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। এই কর্ম্মের ফল যেন আমি পাই। আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া রাজ্যসুখ চাহিনা,

ইন্দ্রের রাজভবন প্রার্থনা করি না এবং ব্রহ্মলোকও কামনা করি না; এসকলই জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। আমার পূর্ণবিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ কেবল এই বাঞ্ছা করি যে আমি যেন আত্মসংযম করিয়া আত্মার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারি। পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব চিরদিন থাকে না, কিন্তু আপনার উপর প্রভুত্ব চিরস্থায়ী এবং তাহার পরিবর্ত্তন কখন হয় না।”

মানবলীলা সম্বরণ।

পরে তিনি মন্ত্রীকে এই বিষয়ের দানপত্র লিখিতে বলিলেন এবং তাহা লিখিত হইলে তাহার উপর নিজের মোহর স্থাপন করিয়া কুক্কুটআরামে প্রেরণ করিলেন। ইহাও কথিত আছে যে বুদ্ধসঙ্ঘকে সসাগরা ধরা দান করিবামাত্র অশোক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইলে রাধগুপ্ত মন্ত্রিবর্গকে সমুদয় ঘটনা অবগত করাইলেন। তিনি বলিলেন যে অশোক একশত কোটি সুবর্ণ সঙ্ঘকে দান করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। ৯৬ সহস্র কোটি অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল, চারি কোটি সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে এই চারি কোটি পূর্ণ

করিতে দেন নাই। সেই জন্য মহারাজ সমুদয় পৃথিবী দান করিয়াছেন। মন্ত্রীরা ইহা শুনিয়া চারি কোটি স্বর্ণ দিয়া সঙ্ঘের হস্ত হইতে পৃথিবীকে পুনঃক্রয় করিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা সম্পদিকে সিংহাসনে বসাইলেন। সম্পদির পর তাঁহারপুত্র বৃহস্পতি রাজা হইলেন; বৃহস্পতির পর বৃষসেন, তাঁহার পর সূর্য্যবর্ম্মণ্ এবং সূর্য্যবর্ম্মণের পর পুষ্পমিত্র রাজা হইলেন। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে যে অশোক এবং সম্পদির পর মৌর্য্যবংশের আর ছয়জন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম সুযশ, দশরথ, সঙ্গত, শালিশুক, সোমশর্ম্মণ, বৃহদ্রথ। তাহার পর মৌর্য্যদিগের সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথকে বধ করিয়া নিজে রাজা হন।

পৃথিবী পুনঃক্রয়।

রাজা পুষ্পমিত্র।

এই পুষ্পমিত্র বৌদ্ধদিগের পরম শত্রু ছিল। রাজা হইবার পরই সে অশোক যেখানে যেখানে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমন কি বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে বুদ্ধের যে মূর্ত্তি ছিল, সে তাহার পরিবর্ত্তে এক শিবের মূর্ত্তি

স্থাপন করিয়াছিল। পরে সে কুক্কুট আরামে গিয়া সেই আশ্রমকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে যত ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা ছিল সে সকলকেই হত্যা করে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধও দেশে থাকে ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল না। যে সকল স্থানে বৌদ্ধেরা বাস করিত সেখানে গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিত এবং তাহাদিগের সুন্দর সুন্দর স্তূপ এবং বিহার সকলকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিত। পুষ্পমিত্রের পর শুঙ্গবংশ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করে। তাহাদিগের পর বৌদ্ধদিগের বৃত্তান্ত আর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিছুকাল ধরিয়া সকলই অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার পর কনিষ্ক নামক একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা বৌদ্ধপতাকা আর একবার ভারতআকাশে উড্ডীয়মান করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের চতুর্থ মহাসভা আহূত হয়।

অশোক বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর প্রভুত্ব জলবিম্বের ন্যায় চপল এবং পরিবর্ত্তনশীল। ইহা সত্য কথাই। এতবড় রাজা যাঁহার নামে কোটি কোটি লোক কম্পিত হইত, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না এবং যাঁহার ক্ষমতাতে সমুদয় ভারত অধীনস্থ

হইয়াছিল। এমন রাজা পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান হইলেন। আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমুদয় কীর্ত্তিও লোপ পাইল! কোথায় তাঁহার সময়ের ইতিহাস, কোথায় তাঁহার পাটলিপুত্রনগর, কোথায় তাঁহার অগণ্য বিহার, স্তূপ এবং স্তম্ভ? কোথায় গেল তাঁহার ৮৪,০০০ ধর্ম্মাদেশ? কতকগুলি ভগ্নস্তম্ভে, কতকগুলি বিকৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠে, লুপ্তপ্রায় কয়েকটি অক্ষর লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সে অক্ষর গুলিও আর এখন প্রচলিত নাই। সে অক্ষরগুলির সংযোগে যে সকল কথা রচিত হইয়াছিল তাহাও এখনকার লোকে বুঝিতে পারে না। হা অশোক! তোমার নাম এই লুপ্তভাষা, এই ভগ্নস্তম্ভ, এই অপ্রচলিত অক্ষর গুলির ভিতর হইতে বাহির করিতে হইয়াছে! দুই সহস্র বৎসর পরে পুস্তক লিখিয়া তোমার স্বদেশীয়দিগকে বলিতে হইতেছে যে তুমি একজন মহাপ্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলে! দেখ, তুমি নাই, তোমার রাজ্য নাই, তোমার রাজধানী নাই, তোমার কীর্ত্তি নাই, তুমি যে ভাষাতে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে সে ভাষাও আর নাই। কিন্তু তুমি যে ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস

স্থাপন করিয়াছিলে এবং যে ধর্ম্মের জন্য তুমি একশত কোটি সুবর্ণ অম্লান বদনে দান করিয়াছিলে, সে ধর্ম্ম এখনও জগতে বিদ্যমান! যে মহাপুরুষ সেই ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার বোধিবৃক্ষকে তুমি তোমার পত্নীর হিংসা হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, সে মহাপুরুষের নাম এখনও কোটি কোটি লোক কীর্ত্তন করিতেছে। সে বোধিবৃক্ষ এখনও পৃথিবীতে স্থানান্তরে বর্ত্তমান। সেই মহাপুরুষ পৃথিবীর লোক-দিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাই সত্য। সংসার ক্ষণভঙ্গুর। ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সকলই অসার। আত্মসংযমই সার। দয়া, ধর্ম্ম এবং নির্ব্বাণ আত্মার অনন্ত বিশ্রাম। অশোক, তোমার জীবন হইতে এই তত্ত্বগুলি সপ্রমাণ হইতেছে। আমরাও যেন তোমার দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হই এবং তোমার আদিষ্ট সত্যের সহায়ে ইহকালে চালিত হইয়া পরকালে পরমগতি লাভ করি।

অশোক-চরিত

নাটক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

অশোক	... ...	মগধের রাজা
কুণাল	... ...	অশোকের পুত্র
বীতশোক	... ...	অশোকের ভ্রাতা
রাধাগুপ্ত	... ...	মন্ত্রী
যশোমুনি	... ...	বৌদ্ধ ঋষি

ঋষি, নাগরিক, চণ্ডাল, কর্ম্মচারী, দূত প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

যশোমুনি আসীন।

একজন শিষ্যের প্রবেশ।

শি। ভগবন্‌! প্রণাম করিতেছি। আশ্রমের দ্বারে মহারাজকুমার কুণাল উপস্থিত। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

য। বৎস! তুমি শীঘ্র কুণালকে এইখানে লইয়া আইস।

শিষ্যের প্রস্থান।

কুণালের প্রবেশ।

এস বৎস! কুণাল, এস। এইখানে উপবেশন কর। রাজভবনে সকল মঙ্গল ত?

কু। দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমাকে আজ মহারাজ সকালে ডাকাইয়া বলিলেন যে তুমি ভগবান্‌ যশোমুনির আশ্রমে গিয়া সমুদয় কুশল সংবাদ লইয়া আইস। দেব, আপনার সমস্ত মঙ্গল ত? আশ্রম-কার্য্য কুশলে নির্ব্বাহিত হইতেছে ত? আপনাদিগের ধ্যানের কোন প্রতিবন্ধক হইতেছে না ত? যখন

শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ নির্গত হন, তখন প্রজাবর্গ যথেষ্ট আদর করে ত? ব্রাহ্মণ শ্রমণ উভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্ম কুশলে পালন করিতেছেন ত? বিহারসমুদয় যথানিয়মে চলিতেছে ত? ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা ধর্ম্মের পথে, ভগবতের পথে বিচরণ করিতেছেন ত? রাজ্যে জীবহত্যা বাড়িতেছে না ত? সংক্ষেপতঃ, মানুষ, মানুষী, বালক, বালিকা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলই ত সুখে কালযাপন করিতেছে?

য। বৎস, কুণাল, মহারাজের কৃপা অসীম। তাঁহার অনুগ্রহে এই সসাগরা পৃথিবী কম্পিতা, এবং তাঁহার ধর্ম্মবলে সমুদয় দেবলোক মোহিত এবং পুলকিত। তাঁহার প্রভাবে ভগবান্ শাক্যের ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচারিত হইতেছে। কোথায় জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করিয়া সিংহল দেশ, কোথায় গান্ধার এবং তক্ষশীলা, কোথায় কুশিনগর, দেশ বিদেশে, ভগবতের স্তূপ এবং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর নিকৃষ্ট কীট পতঙ্গেরা পর্য্যন্ত মহারাজের কৃপাভাগী হইয়াছে। তাঁহারই গুণে স্থানে স্থানে মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য অতিথিশালা এবং ঔষধশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার গুণ ও ঐশ্বর্য্য অশেষ এবং অসীম। তাহা হবেই বা না কেন? ভগবৎ শাক্যের বাণী কি কখনো নিষ্ফল হয়? আহা! মহারাজের কি অগাধ শ্রদ্ধা, কি বুদ্ধি, কি তেজ! দেখ গয়ার বোধিদ্রুম একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর তাঁরই যত্নে ক্রমাগত দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে সেই বৃক্ষ আবার সতেজ হইয়াছে। এখনও সেই বোধিবৃক্ষ দুই সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে, এবং সেই বৃক্ষের একটী

শাখা কুমার মহেন্দ্র সিংহলে লইয়া স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার পরমায়ু আর কত সহস্র বৎসর থাকিবে কে বলিতে পারে? বৎস, যত দিন বোধিবৃক্ষের একটি পল্লবও জীবিত থাকিবে, তত দিন তোমার পিতার নাম এই ক্ষিতিমণ্ডলে বিরাজ করিবে।

কু। ভগবন্, আপনার আশীর্ব্বাদে কি না হইতে পারে? মহারাজাধিরাজ আমাকে আরও বলিলেন যে, কুণাল, তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত যশোমুনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জন্য তাঁহার মনে এত কষ্ট হইয়াছে তাহা জানিয়া এস এবং কি করিলে তাঁহার যাতনা দূর হয়, তাহাও করিও। এ দাস সেই সকল কথা জানিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

য। বৎস, তুমি আসিয়াছ ভাল করিয়াছ। দেখ, তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত যেমন আমার মন তোমার স্নেহেতে আকৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি আবার তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার মন দুঃখে বিগলিত হইতেছে। কুণাল, হায়! তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার নিরুপম চক্ষের কান্তি অধিক দিন থাকিবে না।

কু। ভগবন্, শরীর যে ক্ষণস্থায়ী তাহা সকলেই অবগত আছে। কিন্তু কি প্রকারে আমি এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার উপরে মনঃসংযোগ রাখিব, এবং তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিব, তাহা দাসকে বলিয়া দিন।

য। বৎস, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে তুমি প্রতিক্ষণ জাগ্রদবস্থায়, কেবল এই শ্লোকটী ধ্যান ও ধারণা করিবে—

ইদং ন চক্ষুর্ম্ম ভৌতিকং চিরং
সুচারু তিষ্ঠেৎ ননু যাস্যতি ক্ষয়ম্।
কদা সমায়াৎ সুদিনং যদা ভবেৎ
বিকাশিতং জ্ঞানবিলোচনং মম॥

কু। ভগবন্, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি এই পরামর্শ দিন-রাত্রি, শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, মন্ত্ররূপে কল্পনা ও উচ্চারণ করিব। এখন তবে বিদায় হই। প্রণাম।

য। এস বৎস, তোমার চিরমঙ্গল হউক।

উভয়ের প্রস্থান।

—•—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য—এক ঋষি আসীন।

অশোক এবং বীতশোকের প্রবেশ।

বী। ভগবন্, প্রণিপাত করি, আশীর্ব্বাদ করুন।

অ। ভগবন্, প্রণমামি, আশীর্ব্বাদ করুন।

ঋ। মঙ্গল হউক। এই খানে উপবেশন করুন। বোধ হয় আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন।

অ। ভগবন্, আমরা মৃগয়া করিতে আসিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছি। তা আমরা অধিক ক্ষণ থাকিব না, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই গমন করিব!

বী। ভগবন্, আপনি কত কাল এই অরণ্যে বাস করিতেছেন?

ঋ। দ্বাদশ বর্ষ।

বী। আপনার আহার কি?

ঋ। এই অরণ্যের ফলমূলাদি।

বী। পানীয়?

ঋ। ঝরণার নির্ম্মল জল।

বী। শয়ন কিসে হয়?

ঋ। পরিষ্কার প্রকৃতির ঘাসের শয্যায়।

বী। আচ্ছা, এত কঠোর তপস্যার মধ্যে আপনার মনে কখন কুচিন্তা আসে?

ঋ। আসে বৈ কি? বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মনকে কুচিন্তা হইতে উদ্ধার করিতে পারি না।

অ। বীতশোক, আর অধিক প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। চল, ভগবন্ ভানু অস্তাচলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সময় প্রস্থান না করিলে অদ্য রাজধানীতে প্রত্যাগমন করা দুঃসাধ্য হইবে।

ঋ। বৎস, আমিও আশ্রমাভিমুখে গমন করি। আপনারা নিরাপদে গৃহে গমন করুন। [ঋষির প্রস্থান।

বী। দেখিলেন, মহারাজ! আপনাদের ধর্ম্ম কেবল ভাণ মাত্র। এই ঋষি দ্বাদশ বর্ষ কাল অরণ্যে ঘোর তপস্যা করিয়াও মন হইতে পাপপ্রবৃত্তিকে দূর করিতে পারেন নাই। আর একজন বৌদ্ধ সুখাসনে বসিয়া অনুচরদ্বারা বেষ্টিত হইয়া মনে করেন যে আমার মত ধার্ম্মিক এ ত্রিজগতে আর

নাই। হুঁঃ—যে সনাতন ধর্ম্ম আবহমান কাল পর্য্যন্ত ধনী দরিদ্র সকলকে সুখী করিতেছে, তাহা হইল কদর্য্য এবং কুৎসিত, আর যে ধর্ম্মে বলে—সুখ কর, ব্যভিচার কর, যথেচ্ছাচার কর, তাহাই হইল উৎকৃষ্ট এবং আশ্চর্য্য। শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর কাল রাজ্যসুখ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া শেষে বৈরাগী হইয়া কি করিলেন—না নাস্তিকতা প্রচার করিলেন। যেমন গুরু তেমনি শিষ্য—শিষ্যেরা আবার গুরু অপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌' কেন না, গুরু বনে গিয়াছিলেন; শিষ্যেরা সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া আর কোথাও যাইতে চায় না। মহারাজ, তাই বলি এ ছাই ধর্ম্ম ছাড়ুন। ইহাতে আপনার গৌরব কমিতেছে বই বাড়িতেছে না।

অ। বীতশোক, তোমার কথা শুনিবার অনেক সময় আছে। এখন চল সন্ধ্যা হইল। বাড়ী যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

অশোক এবং রাধাগুপ্ত মন্ত্রী আসীন।

অ। এ আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমি হইলাম এই জম্বুদ্বীপের মহারাজ। আমার নামে দেশ দেশান্তরের মহীপালেরা কম্পান্বিতকলেবর। আমার প্রতাপে মৌর্য্য-

বংশ পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর বিখ্যাত। যেখানে আমার ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছি সেই খানেই তাহার আদর। আমার নামের সহিত ভগবৎশাক্যের নাম গৃহে গৃহে আদৃত হইতেছে। আর ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে যে আমার সহোদর, বীতশোক, কালে অকালে কেবল আমার ধর্ম্ম লইয়া ঠাট্টা করে আর ভগবৎকে অপমান করে ইহা আর সহ্য হয় না। একটা বিশেষ বিধি করিয়া বীতশোককে আমার দলে টানিয়া আনিতে হইবে। রাধাগুপ্ত!

রা। ধর্ম্মাবতার, অন্নদাতা!

অ। আজ যখন রাজসভা হইতে স্নান করিবার নাম করিয়া উঠিব তখন তুমি কোন প্রকারে আমার মুকুট বীতশোকের মাথায় পরাইবে, এবং যখন কৌশলক্রমে তাহাকে সিংহাসনে বসাইবে, তখন আমায় তাহার সংবাদ পাঠাইও।

রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ, তাহাই হইবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বীতশোক এবং অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাধাগুপ্ত উপস্থিত।

রা। মহারাজ, ঠিক হইয়াছে রাজাধিরাজ স্নানে গমন করিয়াছেন। আমার অনেক দিনের একটা মনের সাধ ছিল তাহা বলি। অর্থাৎ কিনা, রাজাধিরাজের বয়ঃক্রম অধিক হইয়া আসিতেছে। আর অধিক দিন যে এ ধরণীতলে বিচরণ করেন তাহার বিশেষ কোন প্রত্যাশা নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আপনাকেই সিংহাসনারোহণ করিতে হইবে। তা এই সময় রাজাধিরাজ অনুপস্থিত। আপনি একবার ঐ মুকুট পরিধান করিয়া সিংহাসনে

বসেন আমার নিতান্ত বাসনা। দেখি, আপনাকে বসিলে কি রকম দেখিতে হয়।

বী। দূর পাগল! তাহাও কি হয়। দাদা জানিতে পারিলে কি বলিবেন।

রা। আজ্ঞা, আমার কথাটা নিতান্ত তাচ্ছীল্য করিবেন না। মহারাজ দিবাবসান না হইলে আর রাজসভায় উপস্থিত হইতেছেন না। আপনি অক্লেশে সিংহাসনে বসিতে পারেন। দোহাই, আমার কথাটা রাখুন।

পারিষদ। মহারাজ, বসুন তো আমি দ্বারসকল বন্ধ করিয়া দিতেছি। কেহ আসিতে পারিবে না।

সকলে। তাই ভাল, তাই ভাল। মহারাজ, আমাদের কথাটা রাখিতে হইবে।

বী। আচ্ছা, তোমরা যখন এত পাগল হইয়াছ, আমারও একবার পাগল হইতে ক্ষতি কি?

[সিংহাসনে উপবেশন।

অশোকের প্রবেশ।

অ। কি! বীতশোক সিংহাসনে আরূঢ়! আমি জীবিত থাকিতে আমার মরণকামনা। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত বড় স্পৃহা! কেও!

তিনজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়।

অ। বীতশোককে এখান হইতে লইয়া যাও।

ক। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

১ম ক। বীতশোক, এই তোমার শেষ সূর্য্য।

২য় ক। বীতশোক, এই শেষ রাজমুখ দর্শন কর।

৩য় ক। বীতশোক, এই তোমার শেষ দিন।

সকলে। মহারাজ বীতশোকের মস্তক এখনি লইয়া উপস্থিত করিতেছি।

[বীতশোককে বন্ধন।

রা। মহারাজ, কি করেন, কি করেন? আমি আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছি, বীতশোককে প্রাণে নাশ করিবেন না। বীতশোক আপনার সহোদর। তাঁহাকে মারিলে আপনার নামে চিরকাল কলঙ্ক থাকিবে।

অ। রাধাগুপ্ত পা ছাড়। বীতশোকের অত্যন্ত স্পর্দ্ধা হইয়াছে। প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া যায় না। যাহাহউক, তোমার কথাটা আমি রাখিলাম। বীতশোক আমার ভাই। বীতশোক রাজ্য লইতে নিতান্ত কামনা করিয়াছে। সেই জন্য আমার আজ্ঞা এই যে আজ এখনি রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দাও যে বীতশোক সাত দিনের জন্য মগধের রাজা হইলেন। এই সাত দিনে যত প্রকার সুশ্রাব্য বাদ্য আনিতে পার আনিবে। সুগন্ধ দ্রব্য, পুষ্প এবং চন্দন দ্বারা বীতশোক সেবিত হইবেন। যত প্রকার মণি মাণিক্য থাকে তাহা দ্বারা সহোদরের শরীর ভূষিত হইবে। কিন্তু সাত দিন হইয়া গেলেই বীতশোকের মৃত্যু হইবে।

[অশোকের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বীতশোক এবং পারিষদবর্গ আসীন।

রাধাগুপ্ত। (বীতশোককে সিংহাসনে বসাইয়া) হে অমাত্যগণ, হে জম্বুদ্বীপের প্রজাগণ, শ্রবণ কর। যেহেতু মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অশোক সিংহ অধিককাল রাজ্যভার বহন করিয়া কাতর হইয়াছেন, এবং যেহেতু তাঁহার পক্ষে বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য সকলকে বিশেষরূপে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আমাদিগের অন্নদাতা মহারাজ সপ্ত দিবসের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর লইলেন। তিনি এই কয়েক দিবস ভগবান্ যশোমুনির আশ্রমে ভগবচ্চিন্তায় দিন যাপন করিবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা বীতশোক জম্বুদ্বীপের রাজা হইবেন। পাটলিপুত্রের প্রজারা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলে এই সুসমাচার পাইয়া আনন্দসূচক ধ্বনি করুক। জম্বুদ্বীপের যত করদাতা মহারাজা রাজা, ভূম্যধিকারী আছেন সকলে আপন আপন পদ এবং মর্য্যাদা অনুসারে এই শুভ ঘটনাকে সন্মাননা করিতে ত্রুটি করিবেন না। আজ হইতে এক সপ্তাহ কাল এই রাজগৃহে নৃত্য গীত বাদ্য ভিন্ন আর কোন ধ্বনি প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক সপ্তাহের জন্য রোগ, শোক, তাপ জম্বুদ্বীপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইতেছে। এখন সকলে বল, বীতশোক মহারাজের জয়! (বীতশোকের দিকে তাকাইয়া) মহারাজ, আপনাকে সম্ভাষণ

করিতে পাটলিপুত্রের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সমাগত হইয়াছেন। সাত দিবস আপনাকে এই ভাবে কাটাইতে হইবে—শরীর মন প্রাণ কেবল সুখেতেই নিমগ্ন থাকিবে। দুঃখ দূর হইল। রজনী চলিয়া গেল—প্রভাতের তারকা উদিত হইল! সহাস্যবদনে, প্রফুল্লমনে প্রজাবর্গকে আপ্যায়িত করুন। আমি এক এক জনকে রাজসিংহাসনতলে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।

{ উপঢৌকন দান।
আনন্দ ধ্বনি।

নেপথ্যে গান।

জয়! জয়! মহারাজ! জয়! বীতশোক জয়!
পোহাইল দুখনিশি, সুখরবি সমুদয়!
অতুল আনন্দ ভরে,
নাচ, গাও, ঘরে ঘরে,
শোক তাপ ধরা হতে হইল আজি বিলয়।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া থাকিবেন। এখন গাত্রোত্থান করুন। আহারাদি করিতে হইবে।

[মহারাজের গাত্রোত্থান।

তিন জন কর্ম্ম চারী। মহারাজ, সাত দিনের এক দিন গেল! আর ছয় দিন আছে!

[বীতশোকের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অশোক এবং রাধাগুপ্ত।

অ। রাধাগুপ্ত, বীতশোকের সাত দিনের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। তাহাকে আমার কাছে উপস্থিত কর।

রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[বীতশোক এবং তিন জন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়! মহারাজাধিরাজের জয়!

অ। এস ভাই বীতশোক, এস। তবে সাত দিন সুখে রাজ্য করিয়াছ ত?

[বীতশোক মৌনভাবে দণ্ডায়মান।]

বলি, সাতদিন কুশলে রাজ্য করিয়াছ ত?

[বীতশোক মৌনভাবে অবস্থিত।]

বলি, ও বীতশোক, বীতশোক, সাত দিন প্রাণভরে সুখ সম্ভোগ করিয়াছ ত।

বী। ম ম-হা-রাজ, আ-আ-মার প্রাণ বু-বু-কের গো-গো-ড়ায় এয়েছে। বা-বা-করোধ হ-হয়েছে।

অ। সে কি? তুমি সাতদিন ত রাজসভায় ছিলে?

বী। ছি-ছিলাম ত।

অ। তবে সেখানে তোমার জন্য যে নৃত্যগীত হইয়াছিল, ফুল চন্দনাদি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কি সম্ভোগ কর নাই? পৃথিবীর যত সুগন্ধ, দুষ্প্রাপ্য, দেবগণবাঞ্ছনীয় সুভোগ্য পদার্থ

তোমার আকর্ষণের জন্য আনীত হইয়াছিল, তাহা কি তুমি দেখ নাই?

বী। ব-ব-লব কি। রা-রা-জসভায় বসে য-য-ত বার ভু-ভু-লিতে চেষ্টা ক-করি ত-ত-তবার ঐ তি-তিনটে মি-মি-ন্‌সের মুখ চো-চো-কে পড়ে। প্রথম দিন হ-হয়ে গেল, রা-রাজ সভা থেকে বেরো-বার স-সময়ে ঐ তি-তিনটে মিন্‌সে বলে উঠিল, ম-ম-মহারাজ, এক দিন গেল আর ছ-ছয় দিন আছে। কি দিন ঐ রকম ক-করে বলে। ম-ম-মহারাজ, মৃ-মৃ-মৃত্যু সম্মুখে থাকিলে কি আর সু-সু-খকে মনে হয়।

অ। রাধাগুপ্ত, ঐ তিন জনকে যেতে বল। (সহাস্যে) ভাই, বীতশোক, তুমি এত ভয় পেয়েছ? আর তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি একটা কথা বলিতেছি, শুন। তুমি সেই ঋষির আশ্রমে আমাকে বলিয়াছিলে—মনে আছে ত?—যে সুখাসনে বসিয়া ধর্ম্ম করা যায় না, যেহেতু ঋষিরা দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও মন হইতে কুচিন্তা তাড়াইতে পারেন নাই। আচ্ছা, এখন বল দেখি তোমার মনে কি হয়? তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলাম, পৃথিবীর যত প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য তোমার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম, তথাপি তুমি মৃত্যুর ভয়ে সে সকলই বিস্মৃত হইলে। যাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা কি মৃত্যুকে দিন রাত্রি চক্ষের সম্মুখে রাখে না? তবে বনেই থাকুক, আর রাজভবনেই থাকুক, কোন অবস্থাতে তাহারা সাংসারিক সুখে নিবিষ্ট হইতে পারে না। আমাদিগের ভগবতের ধর্ম্ম সেইরূপ জানিবে। ইহাকে কখন নিন্দা করিও না।

বী। মহারাজ, আর বুঝাইতে হইবে না। আপনি আমাকে

বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। আজই আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিব এবং গৈরিক পরিধান করিয়া ও কমণ্ডলু হাতে লইয়া বাহির হইব।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাধাগুপ্ত আসীন।

রা। (স্বগতঃ) যাহাহউক বীতশোক মহারাজকে খুব জব্দ করিয়াছেন। মহারাজা কোথায় ভাইকে ভাল করিবেন, না ভাই ভাল হইয়া এখন মহারাজকে শিক্ষা দিতেছেন। বীতশোক হাসিয়া বলিলেন, আমি ভিক্ষু হইব। মহারাজা কোনমতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে রাজভবনের মধ্যে বীতশোকের জন্য একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন রাজভবনে সকলের নিকট ভিক্ষা করিও। এ রকম বৈরাগ্য কদিন থাকে? বীতশোক একদিন প্রাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কেহই জানিতে পারে নাই। যাহাহউক এসকল ঘটনা থেকে শুভ আশা অধিক হয় না। মহারাজের বয়ঃক্রম বাড়িতেছে, ধর্ম্মও বাড়িতেছে বটে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাগও বাড়িতেছে। রাজার রাগ বৃদ্ধি হওয়াটা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।—কেও।

[নেপথ্যে—ধর্ম্মাবতার !

পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে যে কর্ম্মচারী আসিয়াছে তাহাকে পাঠাইয়া দাও।

[নেপথ্যে—যে আজ্ঞা।

কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

ক। ধর্ম্মাবতার, কি আজ্ঞা হয়?

রা। তুমি এই মূহূর্ত্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ফিরিয়া যাও এবং সেখানে গিয়া এই পত্রের মধ্যে উল্লিখিত আজ্ঞা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইবে।

ক। আজ্ঞাটা কি জানিতে পারি না?

র। পত্রে ইহা লিখিত হইল:—

"যেহেতু মহারাজাধিরাজ লোকপরম্পরায় এবং দূতের মুখে শ্রুত হইলেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং পাটলিপুত্র নগরে ব্রাহ্মণদিগের এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তাহারা অনেক স্থানে ভগবৎ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করাইতেছে। আজ্ঞা হইল যে যে কোন লোক মহারাজাধিরাজের নিকট কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে এক দীনার পারিতোষিক দেওয়া হইবে। লিখিত শ্রীরাধাগুপ্ত, মন্ত্রী, পাটলিপুত্র।"

ক। কি ভয়ানক ব্যাপার! ধর্ম্মাবতার, আমি পত্র লইয়া এখনি যাই, নতুবা আমারও মস্তক যাইবে।

[প্রস্থান।

রা। কেও! তক্ষশীলা হইতে যে দূত আসিয়াছে তাহাকে পাঠাইয়া দেও।

দূতের প্রবেশ।

দূত। ধর্ম্মাবতারের কি আজ্ঞা হয়?

রা। তক্ষশীলার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, মহারাজ তদ্বিষয়ে অবগত হইয়াছেন। আজ্ঞা হইল যে, মহারাজ কুমার কুণাল ত্বরায় সৈন্য সামন্ত লইয়া তক্ষশীলাভিমুখে গমন করিবেন। তুমি এখনি যাইবার আয়োজন কর এবং কুমার সেনাপতির পথে কোন কষ্ট না হয় এমন যত্ন করিও।

দূ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রা। (স্বগতঃ) তবে এখন যাওয়া যাক। যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে।

[প্রস্থান।

একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

ক। (স্বগতঃ) আহা! হা! কি কাজ করিতেই মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা আমাকে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে ধরিয়া এনেছেন। কোথায় দেশে থাকিয়া লাড়ু আর পুরি খাব, না যতপ্রকার দুর্গন্ধময় কাজে হাত দিতে হচ্চে। সে দিন মহারাজের বিষম অসুখ হইল —কবিরাজেরা বিদায় লইলেন, আর আমাদের মহারাণী করলেন কি না একটা বাহিরের বুড়ো মেয়ে মানুষকে ডাকাইয়া জানিলেন যে তারও সেইরূপ পীড়া হইয়াছে। অমনি আমার উপর আজ্ঞা হইল যে আমি সেই মেয়ে মানুষটাকে মেরে ফেলি। ফেলিলাম মেরে। তারপর তার শরীরটা কেটে দেখলে যে তার ভিতর

একটা মস্ত পোকা নড়চে। সেই পোকাটা পেঁয়াজ দিতেই মরে গেল—সুতরাং পেঁয়াজ খেয়ে মহারাজও আরাম হইলেন।

এবার আবার আর একটা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। তিষ্যরক্ষিতার কুণালের উপর দুরভিসন্ধি হইয়াছিল। কুণাল সাক্ষাৎ ভগবান্, মহারাণীর চক্রে পড়িবেন কেন? কিন্তু লক্ষ্মীছাড়ীর রাগ হইতে রক্ষা পাওয়া কার সাধ্য? আজ আমার উপর হুকুম হইল যে মহারাজ যথন ঘুমাইবেন তখন তাঁহার মোহরটি চুরি করিতে হইবে। ঘরে ঢুকেই দেখি বেগতিক। মহারাজ "কুণাল, কুণাল" বলে চীৎকার করে উঠিলেন। আমি দে ছুট। আবার ঢুকি—আবার চীৎকার। অবশেষে কোন রকমে মোহরটি চুরি করে এই গলার উপরে লাগাইয়াছি। এই চিঠি খানা কুণালের যে কি সর্ব্বনাশ করিবে বলিতে পারি না। ভগবন্, ভগবন্, লক্ষ্মীছাড়ী তিষ্যরক্ষিতা কবে নরকে গিয়া পচে মরিবে, বলে দাও। আর দুষ্কর্ম্ম করিতে পারি না। শরীর মন খাক্ হইল। যাই—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশীলা।

কুণাল আসীন।

কু। আজ কেমন ভাল লাগিতেছে না। যে দিন পাটলিপুত্র রাজ-ভবনে বিমাতা আমারপ্রতি খড়্গহস্ত হইলেন সেই দিন বুঝিলাম আমার আধিভৌতিক জীবন শেষ হইল এবং আধ্যাত্মিক

জীবনের আরম্ভ। নূতন জন্ম না হইলে ত আর মন সংসারে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। যাহা হউক প্রস্তুত আছি—বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং বিপদকে পরাস্ত করা এ দুই এক।

কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

কু। আসুন। এমন অসময়ে আপনারা আসিয়াছেন বোধ হয় কোন গূঢ় কারণ আছে। প্রজারা ত বিদ্রোহী হয় নাই?

১ না। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আর কি বলিব। পাটলিপুত্র হইতে এই পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া পর্য্যন্ত আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত লাগিয়াছে। না পড়িলে নয় এই জন্য পড়িতে হইতেছে। [পত্র পাঠ করিতে উদ্যত। দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি] ও মহাশয়, আমার ত চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। আপনি পড়ুন।

২ না। মহাশয়, আমাকে মার্জ্জনা করুন। ও কাজ আমার দ্বারা হইবে না। (৩য়ের প্রতি) ও মহাশয়, আপনি পড়ুন না।

৩ না। আচ্ছা দিন।...ও বাপ্‌রে, ঠিক যেন একটা সাপ হাতে এল রে। মহারাজ, আপনি পড়ুন।

কু। এমন কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে যে আপনারা কেহ পড়িতে পারিলেন না? দেখি, আমাকে দিন দেখি। [পাঠ।] আপনারা আজ প্রকৃত বন্ধু হইয়া আসিয়াছেন। এই পত্রে মহারাজ আপনাদের অনুজ্ঞা দিতেছেন যে আপনারা পত্র পাঠ আমার চক্ষুঃদ্বয় উৎপাটন করিবেন—নতুবা আপনাদের প্রাণদণ্ড হইবে।

স। মহারাজ, এমন কাজ আমরা কিরূপে করি?

কু। বন্ধুগণ, আপনারা ত জানেন যে আমার পিতা ঠাকুর ক্রোধান্ধ হইলে সব করিতে পারেন। অতএব আপনারা যদি তাঁহার আজ্ঞা পালন না করেন আপনাদেরই অমঙ্গল হইবে। সেই জন্য শীঘ্র এই কার্য্যে তৎপর হউন। এখনি একজন চণ্ডালকে ডাকুন। পিতৃআজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। এখনি তাহা পালন করিতেই হইবে। মহাশয়, আপনি একজন চণ্ডালকে ডাকিয়া আনুন।

১ না। মহারাজ, আপনার পিতার নামে আমি কম্পিত হইয়াছি। যাহা আজ্ঞা দিলেন তদনুসারে কার্য্য করিব। কিন্তু এমন পুত্রকে দণ্ড দিতে কোন্ পিতার রুচি হয়?

[প্রস্থান।

১ নাগরিকের সহিত চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডাল। মহারাজের কি আজ্ঞা হয়?

কু। ভাই, আমার বড় উপকার করিতে আসিয়াছ। পিতা ঠাকুরের আজ্ঞা যে তুমি আমার চক্ষু দুটি উৎপাটন করিয়া লও।

চ। কি? আপনার পিতা ঠাকুর? আপনার চক্ষু? আমি? মাপ করুন, ধর্ম্মাবতার, আমার দ্বারা ও কর্ম্ম হইবার নয়। আমি কি অমন সোণার আকাশ থেকে অমন দুটি নক্ষত্র খসাইয়া নিতে পারি? আমাকে আর আজ্ঞা করিবেন না, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

কু। বন্ধু, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আর কাহাকেও ডাকাইয়া আনেন।

[২ নাগরিকের প্রস্থান।

পুনঃ প্রবেশ।

২ না। ধর্ম্মাবতার, কাহাকেও ত পাইলাম না। তবে সহরের মধ্যে একজন এ দেশীয় চণ্ডাল আছে, সে তাহার পুত্রের ঐরূপ চক্ষু উপড়াইয়া তাহার প্রাণ হত্যা করিয়াছে। তাহাকে বলাতে সে স্বীকার করিল, —এখানে উপস্থিত।

চণ্ডালের প্রবেশ।

কু। কি ভাই, তুমি আমার এ উপকারটি করিতে পারিবে?

চ। হুঁ।

কু। এখনি করিতে প্রস্তুত?

চ। হুঁ।

কু। শীঘ্র পারিবে?

চ। হুঁ।

কু। তবে এস।

চ। হুঁ। [একটি চক্ষু উৎপাটন]

সকলে। হায়! হায়! হায়! যেন আকাশমণ্ডল হইতে চন্দ্র খসিয়া পড়িল। যেন একটি পদ্ম পুষ্করিণী হইতে উৎপাটিত হইল। কি হল, কি হল, আমাদের সর্ব্বনাশ হইল।

কু। ভাই এ চক্ষুটি আমার হাতে দাও দিখি। (দেখিয়া) হায়! তোমারই এত গৌরব, হে চক্ষু, তুমি কুণাল পক্ষীর চক্ষুর

মত সুন্দর বলিয়া আমার নাম কুণাল হইয়াছিল। তোমার সে সৌন্দর্য্য কোথায় গেল? আর কেন তুমি দেখিতে পাইতেছ না, হে ঘৃণিত মাংসপিণ্ড! হায়! লোকেরা কি নির্ব্বোধ যখন তাহারা তোমাকে দেখিয়া বলে যে এই তো আমি। ছি! ছি! তুমি এখন এমনি ঘৃণিত হইয়াছ যে তোমাকে স্পর্শ করিতে আমার ঘৃণা হইতেছে। যে লোক তোমাকে ক্ষণস্থায়ী জানিয়া তোমার সহিত ব্যবহার করে, সেই বিপন্মুক্ত, চিদানন্দ। এস ভাই, ফের এস,।

চ। [আর একটি চক্ষু উৎপাটন।

কু। দাও ত ভাই আমার হাতে। হায়! এবার আর দেখিতে পাইলাম না! কিন্তু এ কি! আমার ত চক্ষু যায় নাই। আমি যে সব দেখিতে পাইতেছি। স্বর্গের শোভা যে আমার সম্মুখে হঠাৎ উদিত হইল। ঐ যে দেবগণ আমাকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিতেছেন! তাই ত এ যে জ্ঞানচক্ষু। চর্ম্মচক্ষুর পরিবর্ত্তে জ্ঞানচক্ষু পাইলাম। আমাকে মহারাজ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ ভগবান্ যে আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি রাজ্য সুখ ছাড়িয়া যে স্বর্গের সুখ পাইলাম। ভাই, তোমাকে উষ্ণীষটি দান করিলাম। তোমার অনুগ্রহে আমি আজ ধর্ম্মরাজ্যে উত্তরাধিকারী হইলাম। বন্ধুগণ, তোমাদের ধন্যবাদ দিলাম। এখন আমাকে রাস্তার ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দাও।

[কুণালকে লইয়া গমন।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধাগুপ্তের প্রবেশ।

রা। যা বলেছিলাম তাই হইল। সেই সময় বলেছিলাম মহারাজ, এমন আজ্ঞা দিবেন না। এখন কি হয়? মানুষের কি লোভ! এক দীনারের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের মুণ্ড আসিয়া পড়িতেছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। সে দিন যেমন একটি মুণ্ড উপস্থিত করিল, দেখিলাম যে তাহা বীতশোকের মস্তক। একজন আভীরের বাড়ীতে বীতশোক আশ্রয় লইয়াছিলেন। এমন সময় সে আর তার পত্নী দীনারের লোভে ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলে। এখন মহারাজ কপালে হাত দিয়া বসিয়াছেন—বলিতেছেন যে কেনই বা এমন আজ্ঞা দিয়াছিলাম। ভগবৎকে * বিশ্বাস করিলে কি হইবে? ভগবতের-উপর যে ভগবান আছেন। তিনি কি রাজাকেও দণ্ড দিতে বাকি রাখেন?

অশোকের প্রবেশ।

অ। রাধাগুপ্ত, এখন পৃথিবী দ্বিধা হইলেই রক্ষা পাই। বীতশোকের কথা শুনিয়া ত পাগল হইয়া গিয়াছি। এখন কুণালকে ফিরিয়া পেলে যে বাঁচি। যশোমুনির কথা ভাবিলে অ[illegible] হই, আর রাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে মন আরও ব্যাকুল

---

* ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম,—যেখানে যেখানে "ভগবতের"—এইরূপ লেখা আছে, সেই সেই স্থলে "ভগবানের" এইরূপ পাঠ হইলে ভাষা মার্জ্জিত হয়
"ভদ্রো ভগবান্মার জিল্লোক জিজ্জিনঃ" (ইত্যমরঃ)

হইয়াছে। রাধাগুপ্ত, সকাল হইতে আজ ঐ রথশালার দিক হইতে কে গান গাইতেছে। আমার ঠিক বোধ হয় ও কুণাল—ঐ শুন ফের গাইতেছে।

নেপথ্যে গান।

[রাগিণী সিন্ধু।—তাল একতালা।

মন কিরে এত দিনে বুঝ্‌লি না। অনিত্য সংসারে তুই মুক্তি তো কভু পাবি না। কামনা কামনা করে জীবন মোচন কভু কি হয়। যদি পাবি (ওরে ও মূঢ়মন) পরম পদ, ও মন ভগবতে ভাবনা।

কামনা হইতে হয়, শোক তাপ সমুদায়; কামনায় অমঙ্গল তাকি মন জান না।

সিদ্ধ হবে যদি মন, গুরুপদে রাখি মন, কামনা (ওরে ও মূঢ় মন) আগুণে শান্তিবারি ওমন ঢেলে দেনা।]

রাধাগুপ্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

রা। মহাশয়, ও এক জন ভিখারী আর কেহ নহে।

অ। (গান শ্রবণ) না ও কুণাল। ওকে ডাক দেখি।

রাধাগুপ্ত এবং কুণালের প্রবেশ।

অ। তুমি কে গা? তোমার গলাটি বড় মিষ্ট লাগিতেছে। তুমি কে? (অনেকক্ষণ দেখিয়া) তুমি কি কুণাল?

কু। মহারাজ আমি কুণাল।

অ। কি! (অচৈতন্যের ন্যায় পতন) বৎস কুণাল, তোমার এমন দুর্দ্দশা কে করিল? এমন কোন্ পাষাণ মন যে তোমার

এমন অমঙ্গল করে। বল শীঘ্র করিয়া, কেন না সে পাষণ্ডকে আমি একবার দেখিব।

ক। মহারাজ, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ভগবান্ যশোমুনির পরামর্শে আমি এ বিপদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এখন দিব্য চক্ষু পাইয়াছি।

অ। বৎস, তুমি সে পাষণ্ডের নাম বল। কেন না, ক্রোধানলের তেজে আমার সমুদয় স্নেহ শুষ্ক হইয়াছে। দয়া, বাৎসল্য, মমতা আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই। বল, বল শীঘ্র। আমি জানিবার জন্য অধীর হইয়াছি।

ক। মহারাজ, বলিব কি? বলিবার মুখ নাই। তবে আমি করযোড়ে মিনতি করিতেছি যে যিনি তক্ষশীলার নাগরিকগণকে আপনার নাম জাল করিয়া আমার চক্ষু উৎপাটন করিবার আজ্ঞা পাঠান তাঁহাকে আপনি মার্জ্জনা করুন।

অ। সে কে—কোন পাষণ্ড?

ক। মহারাজ, আমি রাস্তায় আসিতে আসিতে শুনিলাম তিনি—আমার বিমাতা—

অ। তিষ্যরক্ষিতা? বটে, সেই পাপীয়সী, কুলকলঙ্কিনী, দুরাচারিণী, বিশ্বাসঘাতিকা তিষ্যরক্ষিতা তোমার উপর এমন শত্রুতা করিয়াছে? কেন সে কি আর কাহাকেও বিষদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল না? থাক্, তাহার সমুচিত দণ্ড দিতেছি। রাধাগুপ্ত, আজ রাত্রে তিষ্যরক্ষিতাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা হইল।

ক। মহারাজ, আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করি আমার মাতাকে এমন শাস্তি দিবেন না। তিনি এমন কি দণ্ড দিয়াছেন?

মহারাজ, সন্তানকে কি মা শাসন করেন না? রক্ষা করুন তাঁকে, পিতা, মার্জ্জনা করুন। আমি বলিতেছি যে পুনর্জ্জন্মে আমার এই চক্ষু আবার দেখিতে পাইবেন।

অ। সে কথা পরে হইবে। কুণাল, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এখন যাও আহার কর, বিশ্রাম কর। হাত ধরিয়া লইয়া যাও।

[কুণালের প্রস্থান]

অ। রাধাগুপ্ত, আমার কর্ম্মের ফল সব পাইলাম। এখন একটা কথা বলি শুন। আমি এককালে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে ভগবতের ধর্ম্ম রক্ষার্থ কোটি সুবর্ণ ব্যয় করিব। তাহার মধ্যে ৯৬ লক্ষ সুবর্ণ দিয়াছি, আর ৪ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আমি স্বর্ণ, রৌপ্য নির্ম্মিত যত দ্রব্য ছিল তাহাও যশোমুনির আশ্রমে পাঠাইয়াছি; অবশেষে খাদ্য দ্রব্যও পাঠাইয়াছি। কেবল একটি আমলক ফল আহারের জন্য ছিল। তাহার অর্দ্ধেকটি আশ্রমে পাঠাইয়াছি। এখন দেখ আমার আর কিছুই নাই, বল দেখি এখন পৃথিবীপতি কে?

রা। কেন, মহারাজ, আপনিই পৃথিবীপতি।

অ। আমি এখনও পৃথিবীপতি আছি? তবে শুন। আমি এই রাজদণ্ড হাতে করিয়া বলিতেছি যে এই উত্তর দিক, ঐ দক্ষিণ দিক, এই পূর্ব্বদিক, ঐ পশ্চিম দিক। উপরে আকাশ নিম্নে পাতাল। ইহার অন্তর্গত সমস্ত সসাগরা পৃথিবী আমি ভগবতের ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহার আশ্রমকে দান করিলাম। রাধাগুপ্ত, আমার আর কিছুই রহিল না। জম্বুদ্বীপের মহা-রাজ আজ অন্নবস্ত্রহীন হইয়া ভিক্ষুব্রত লইলেন। আমার

শরীর স্পন্দরহিত হইতেছে। আমাকে এখান হইতে স্থানান্তর কর।

সকলে। আহা! হা! কি হইল, কি হইল।

[অশোককে লইয়া প্রস্থান।]

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।

OPINIONS OF THE PRESS.

We congratulate Babu Krishna Bihari Sen on his excellent life of Asoka, and Bengali authors in general on the accession to their number of so capable a colleague.—*Bengalee.*

In publishing his Bengali book "*Asoka Charita*," Babu Krishna Bihari Sen has done a true service to the cause of religious culture. He has depicted the life of the great Buddhist king in a way which is sure to stimulate the interest of every reader, especially every Brahmo reader, in the principles and achievements of Buddhism. All that has been hitherto said on this subject is so wishy-washy and sentimental, that a common-sense historical treatise seems like refreshing solid food. Babu Krishna Behari's study of Buddhism has been long and careful, and its results are therefore reliable. If any recommendation on our part helps the extensive sale and study of "*Asoka Charita*," we heartily make it. And we further express the hope that the accomplished author will not stop short, but give us other books in the vernacular equally well calculated to foster the habit of historical research and solid thought.—*Interpreter.*

সুযোগ্য লেখনীর অগ্রভাগে এই মহচ্চরিত্র অতি মনোহারী রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"অশোক-চরিতের" প্রতি পত্র, প্রতিচ্ছত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সে পাণ্ডিত্য নিতান্ত নিরাড়ম্বর সরলভাষা সরলভাবভূষিত মনোজ্ঞ রচনার মধ্য দিয়া অশোকের আদর্শজীবনের আদর্শ-ভাব সাধারণের আয়ত্তমধ্যে আনিয়া পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-বিহারী সেন সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।—ভারতী—পৌষ, ১২৯৯।

এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোক-চরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর একটি গুণ এই, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে।—সাধনা।—পৌষ, ১২৯৯।